পারে। এই কারণে সর্ব্বসাধারণের জন্য দৈনিক সাময়িক প্রভৃতি নিয়মে তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম ও প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। সেই গুলি পালিত হইলে সকলের ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তি গুলি পরিস্ফুট হইবে, সকলেই "প্রেম" আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী সময়ে প্রতারণা ও অজ্ঞানতার জন্য অনেক প্রথা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তথাপি কোনও কোনটী আলোচনা করিলে তাহা হইতে মহতী শিক্ষালাভ করিতে পারা যায়। আজি আর্য্যগণের প্রবর্ত্তিত, "ভ্রাতৃদ্বিতীয়া" হইতে আমরা এ বিষয় বুঝিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা বার্ষিক নিয়মে অর্থাৎ প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে সম্পন্ন হয়। প্রেমের প্রথমাবস্থাকে সদ্ভাব বলা যায়। ফুল একবারেই ফুল হইয়া ফোটে না, আগে কলিকায় উৎপত্তি, শেষে ফুলে পরিণতি; প্রেমও একেবারে "প্রেম" হইয়া আসে না, সদ্ভাবে প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমে পরিণতি। তাই প্রেমিক হইলে আগে "সদ্ভাব" চাই। আগে হৃদয়কে সদ্ভাবে অভ্যস্ত করিলে প্রেম আয়ত্ত হয়। দূরদর্শী আর্য্যগণ সেই জন্য সদ্ভাব শিক্ষা দিবার আশয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার আলোচনায় বোধ হয়, আমরা এসকল বিষয় বুঝিতে পারিব।। প্রথমে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহাই আলোচনীয়।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিকে "ভ্রাতৃদ্বিতীয়া" বলে। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে "এই দিবস যমুনা দেবী, সহোদর যমরাজকে নিজগৃহে আনিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন; জগতের ভ্রাতাভগিনীদিগকেও তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে হইবে।" এই কারণে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার অপর নাম "যম দ্বিতীয়া"। এই দিবস ভ্রাতা, ভগিনীর নিকটে পূজিত হন; ভগিনীর বাটীতেই আহার করেন। বর্ত্তমান হিন্দু গৃহে ভ্রাতাকে নূতন বস্ত্রাদি পরাইয়া ভগিনী তাঁহার কপালে ঘৃত বা চন্দনের ফোঁটা দেন; এই ফোঁটাকে "ভাই ফোঁটা" বলে। ভাই ফোঁটার সময়ে ভগিনীকে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিতে হয়—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পোড়্লো কাঁটা;
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দেই ভাইকে ফোঁটা।"

"ভাই ফোঁটা" হইয়া গেলে ভগিনী ভ্রাতার হস্তে কতক গুলি মিষ্টান্ন দেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ ক্রমে ভ্রাতা ভগ্নীদিগের আশীর্ব্বাদ প্রণাম প্রভৃতি আদান প্রদান হয়। অন্নাহারের সময়ে ভগিনী নিম্নলিখিত সংস্কৃত মন্ত্রটী বলিয়া ভ্রাতাকে গণ্ডুষ করিতে দেন—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভং।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ।"

জ্যেষ্ঠা ভগিনী হইলে "স্তবাগ্রজাতাহং" বলিতে হয়। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই

দিবস ভ্রাতারাও ভগিনীদিগকে বস্ত্র, অন্ন ও অলঙ্কারে পূজা করা কর্ত্তব্য। সহোদরা অভাবে অন্যান্য ভগিনীগণ পূজিত হইবেন (১)।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতাকে পর্য্যায়ক্রমে ভগিনীগণের হস্ত হইতে পুষ্টিবর্দ্ধক আহার গ্রহণ করিবার বিধি আছে। ভ্রাতা প্রথমতঃ জেঠ্‌তুত খুড়্‌তুত ভগিনীদিগের, দ্বিতীয়তঃ মামাত ভগিনীদিগের, তৃতীয়তঃ মাস্‌তুত পিস্‌তুত ভগিনীদিগের, চতুর্থতঃ সহোদরা ভগিনীদিগের হস্ত হইতে পুষ্টিবর্দ্ধক আহার্য্য গ্রহণ করিবেন। সকল ভগিনী অর্থাৎ যে রকম সম্পর্কের ভগিনীই হউন, সকলের হস্ত হইতে ভ্রাতাকে আহার গ্রহণ করিতে হইবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা এইরূপে প্রচারিত হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারে বর্ত্তমান সময়ে ত্রুটি লক্ষিত হইলেও হিন্দু আর্য্য-গণ এইরূপে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিয়াছেন (২)।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস ইহাতে যমের দুয়ারে কাঁটা পড়ে অর্থাৎ এই কার্য্য হইতে ভ্রাতার যমের ভয় থাকে না। এইরূপ বিশ্বাসে (সরলবুদ্ধিবিশিষ্টই বল আর স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্টই বল) সাধারণ ব্যক্তিগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় প্রবৃত্ত হন। আবার অপেক্ষাকৃত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ "যমের দুয়ারে কাঁটা" পড়িবার কথা শুনিয়া কুসংস্কার বিবেচনায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইতে বিরত হন। যাঁহারা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তত্ত্ব বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা এতদুভয়ের কোনও পক্ষকে অভ্রান্ত বলিতে পারেন না। যিনি কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হন, তিনিও ভ্রান্ত; আবার যিনি কুসংস্কার ভাবিয়া সদাচার পরিত্যাগ করেন, তিনিও ভ্রান্ত। আমরা আর্য্যগণের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস অভাবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সূচনা প্রভৃতি বুঝিতে পারি না, এবং সদ্ভাব শিখাইবার এরূপ অপূর্ব্ব কৌশল যে কোন্ নরদেবতার মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারিনা; * তবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতত্ত্ব অনুশীলন করিলে ইহার উদ্দেশ্য গুলি যেরূপ অনুভূত হয়, তাহাতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে সাধারণের সংস্কারের অনেক উপরে,

(১) কার্ত্তিকে শুক্ল পক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠির।
যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেঽর্চ্চিতঃ॥
অতোযমোদ্বিতীয়েয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
অস্যাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততোনরৈঃ॥
স্নেহেন ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনং।
দানানিচ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ॥
স্বর্ণালঙ্কারবস্ত্রান্নপূজাসৎকারভোজনৈঃ।
সর্ব্বা ভগিন্যঃ সংপূজ্যা অভাবে প্রতিপন্নকাঃ॥

(২) পিতৃব্যভগিনী হস্তাৎ প্রথমায়াং যুধিষ্ঠির।
মাতুলস্য সুতাহস্তাৎ দ্বিতীয়ায়াং তথানৃপ।
পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ কন্যে তৃতীয়ায়াং তয়োঃ করাৎ।
চতুর্থ্যাং সহজায়াশ্চ ভগিন্যাঃ হস্ততঃ পরং।
সর্ব্বাস্ব ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনং॥

* ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সংস্কৃত শ্লোকগুলি দেখিলে পৌরাণিক যুগে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎপত্তি বলিয়া বোধ হয়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে মানবের মনুষ্যত্ব লাভের এক প্রধান উপায়, যে ভাব হইতে জগতের প্রত্যেক নরনারী ভ্রাতাভগিনীর প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরের প্রতি ভ্রাতা ভগিনীর ব্যবহার করিতে পারে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে সেই "বিশ্বজনীন সদ্ভাবের সঙ্কেত" এইকথা স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এই কথা গুলি আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, আজি দেশীয় সদাশয় মহাত্মা ও মহিলাদিগের নিকটে তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গগৃহ।

(তৃতীয় আভাস)

(৩৭২ পৃষ্ঠার পর)

অবিনাশ বাবু বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিলেন পাড়ার কয়েকটি বন্ধু বেড়াইতে আসিয়াছেন। ক্ষণকাল নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় অবিনাশ বাবুর একটী বন্ধু আর একটী অপরিচিত লোককে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বন্ধু অপরিচিত লোকের পরিচয় দিয়া বলিলেন ইনি অতি মহাশয় লোক, তোমার ভাগিনেয়ী প্রিয়বালাকে দেখিয়া ইহাঁর ইচ্ছা হইয়াছে যে ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেন। আজ কাল পাত্র পাওয়া যায় না, এমন স্থলে যদি পাত্রের পিতা কন্যা বিশেষের রূপগুণ ও লক্ষণ দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং বিবাহের প্রস্তাব করেন, তাহাহইলে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত—কি বল অবিনাশ? অবিনাশ বাবু বলিলেন, ভাই তুমি যাহা বলিলে তাহা সম্পূর্ণ সত্য, আর বিশেষতঃ গোবিন্দপুরের ঘোষ মহাশয়েরা ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাগ্রগণ্য; আমার সৌভাগ্য রামময় বাবু! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন এবং এই পিতৃহীনা বালিকার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমি আপনার এ প্রস্তাবে বিশেষরূপে সম্মানিত হইলাম। কিন্তু মেয়েটি এখন ছোট, তার মায়ের একমাত্র সন্তান, এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে আমার তত ইচ্ছা নাই। সে এই সবে এগারোয় পা—দিয়াছে। বিশেষতঃ যখন গবর্ণমেণ্ট একটী আইন করিয়াছেন, সেটাও তো মানিয়া চলা আবশ্যক। প্রিয়বালার বয়স বার বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে আমি তাহাকে পাত্রস্থ করিব না। পাত্রের পিতা ঘোষ মহাশয় বলিলেন মেয়েটি বয়সে ছোট হইলেও দেখ্তে বেশ বাড়ন্ত, দেখ্তে বার তের বছরের মেয়ে বলিয়া বোধ হয়, আর আমার ছেলেরও ত

খুব বেশী বয়স হয় নাই, সে এই সবে সতের বছরে পড়িয়াছে। ছেলেটি দেখ্‌তেও বেশ সবল, হৃষ্ট-পুষ্ট ও শ্রীমান্‌। অবিনাশ বাবু বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন সে সমস্তই সত্য, কিন্তু এত অল্প বয়সে ছেলে মেয়ের বিবাহ না হওয়াই ভাল। বাল্যবিবাহ হেতু ছেলে মেয়ে ও তাহাদের সন্তান সন্ততি বড় অল্পায়ু হইয়া পড়ে। মহাশয়ের ছেলেটি লেখা পড়া কি করিতেছে? ঘোষ মহাশয় বলিলেন ছেলেটি গ্রামের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে। পাস দিবার কিছু বিলম্ব আছে, তবে পাস দিতে না পারিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ তার পৈতৃক সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতেই তাহার ও তাহার সন্তানাদির যথেষ্ট হইবে। অবিনাশ বাবু বলিলেন আপনি মাননীয় ব্যক্তি, আপনার কথায় দোষ ধরা মাদৃশ জনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, তথাপি অনুমতি করিলে একটী কথা বলিতাম। আজ কাল যে দিন পড়িয়াছে, লেখা পড়া না শিখিলে শিষ্টাচার ও সহবৎ শিক্ষা হয় না। ভাল সহবৎ না হইলে, ভাল সঙ্গ না পাইলে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিয়া চলা বড় কঠিন। আমি আমাদের মত গরিবের ছেলেকেও মেয়ে দেওয়া অন্যায় মনে করি না যদি দেখিতে পাই যে সৎলোক হইবার সমস্ত আয়োজন তাহাতে আছে। যে ধনসম্পদ রক্ষা করিবার উপযুক্ত জ্ঞান উপার্জ্জন করে না, তাহার ধন থাকা না থাকা দুই সমান; তাহার অপেক্ষা দরিদ্র সজ্জন শতগুণে ভাল। মহাশয়ের পুত্র যদি মহাশয়ের রীতি-চরিত্র অনুকরণ করিতে শিখিয়া থাকে, তবে তাহার সহিত ভাগীনেয়ীর বিবাহ দিয়া নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবাহ দেওয়া স্থির হইলেও বয়সের অল্পতাতেও বিলম্ব করিতে হইবে, এবং আপনার বালক যাহাতে বিবাহের পূর্ব্বে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করাও আবশ্যক হইবে। বরকর্ত্তা বলিলেন আমি অত বিলম্ব করিতে পারিব না, কারণ আমার কুল রক্ষা করিতে হইবে; পাত্রীটী সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়াই আমি আপনার নিকট এত অনুরোধ করিতেছি। অবিনাশ বাবু বলিলেন, মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন্‌, আমি এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত নহি, বিলম্ব করিলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি। তবে আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি একবার আমার ভগ্নীর সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া দেখি তিনি কি বলেন। এই বলিয়া অবিনাশ বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিলেন গোবিন্দপুরের ঘোষেদের বাড়ী হইতে এই প্রকার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে। পাত্রের অবস্থা, লেখাপড়া বিষয়ে যাহা যাহা বলিবার তাহা বলিলেন। ভগ্নী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন আমি এসম্বন্ধে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা বলিব তাহা অপেক্ষা তুমি ভাল বুঝিবে, আর তুমি থাকিতে

আমি এবিষয়ে ভাবিতে যাই কেন? যাহা ভাল হয় করিবে। তবে আমার আর নাই, এত তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে পরের ঘরে পাঠাইয়া চিরকাল ছটফট করিব? দিন কতক থাক্‌না। অবিনাশ বলিলেন তবে আমি তাই বলিগে। কিন্তু এককাজ কর, কিছু জলখাবার যোগাড় কর। প্রিয়বালাকে একখানা পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া উঁহাকে দিয়া জলখাবার আয়োজন করাইয়া দেও। ভগ্নী ইঙ্গিতে সমস্ত বুঝিয়া সেইরূপ আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিনাশ বাহিরে গিয়া ভগ্নীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন আপনি যদি দয়া করিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, তবে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যান। সকলেই তাহাতে সায় দেওয়ায় বৃদ্ধ অগত্যা সম্মত হইলেন এবং গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জলযোগ উপলক্ষে মেয়েটীকে আর একবার দেখিয়া আসিলেন। সামান্ত অবস্থার মধ্যেও গৃহের পারিপাট্য, দ্রব্যাদির শৃঙ্খলা, গৃহস্থের সুরুচি ও ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক পট ও চিত্রসকল দর্শন করিয়া বৃদ্ধ বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন এবং অবিনাশ বাবুকে বলিলেন আজ আপনার গৃহে এই কয়েক মুহূর্ত্তে যে তৃপ্তি অনুভব করিতেছি, নানা প্রকার সুখ সম্পদের মধ্যে অল্প সময়ই সেরূপ তৃপ্তি অনুভব করিতে পাই। কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি এই ক্ষুদ্র গৃহ চিরদিনই যেন সুখের আলয় হইয়া থাকে। অবিনাশ বাবু বৃদ্ধের এই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ভগ্নী ও ভাগিনেয়ী প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া বৃদ্ধ ঘোষ মহাশয়কে প্রণাম করিতে বলিলেন। ঘোষ মহাশয় তাঁহার অনুরোধ বিশেষভাবে জানাইয়া সকলকে আবার আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

বাঙ্গালা প্রবচন।

য।

১। যঃ পলায়তে স জীবতি।

২। যখন আদর জোটে,
তখন ফুটকলাই দিয়ে ফোটে,
যখন আদর টুটে,
তখন ঢেঁকিপেড়ে কুটে।

৩। যখনকার যা, তখনকার তা।

৪। যখন যার, তখন তার।

৫। যখন যার পড়্‌তা হয়,
ধুলা মুঠা ধরে, সোণা মুঠা হয়।

৬। যজ্‌মেনে বামনের হাজা শুকা নাই।

৭। যত কর পুতু পুতু,
তত হয় ছোলার ছাতু।

৮। যত কর, তত নয়।

৯। যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তে
পা ধোও।
১০। যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না।
১১। যত চতুর, তত ফতুর।
১২। যত হাসি তত কান্না,
বলে গেছে রামশর্ম্মা।
১৩। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।
১৪। যত ছিল নাড়া বুনে,
সব হল কীর্ত্তুনে,
কাস্তে ভেঙ্গে গড়াল কর্ত্তাল।
১৫। যত দূর মুখ, তত দূর কথা।
১৬। যত দোষ নন্দ ঘোস।
১৭। যতনের মধু পিপিড়ায় খায়,
অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়।
১৮। যত দূর পা ছড়াও,
তত দূর কাঁতলা।
১৯। যতন বিহনে কভু মিলেনা রতন।
২০। যত রজপুত তত হাঁড়ি,
কেউ না যায় কাহার বাড়ী।
২১। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।
২২। যত্র আয় তত্র ব্যয়।
২৩। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি
কোঽত্র দোষঃ।
২৪। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।
২৫। যথাপূর্ব্বম্ তথা পরং।
২৬। যদি থাকে আগা পাছা,
কি করে তার শাগা মাছা?
২৭। যদি পাও রাজ্য দেশ,
তথাপি না যাবে বৃহস্পতির শেষ।
২৮। যম জামাই ভাগনা,
তিন না হয় আপনা।
২৯। যমস্য করুণানাস্তি তস্মাৎ
জাগ্রত জাগ্রত।
৩০। যমের অরুচি।
৩১। যমের বাড়ীর পথ সকলেই চিনে।
৩২। যশোদা কি ভাগ্যবতী,
পরের পুতে পুত্রবতী।
৩৩। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ
পারম্পর্য্যো বিধিয়তে।
৩৪। যক্ষের চোখে ঘুম নাই।
৩৫। যক্ষের ধন।

যা।

৩৬। যা নাই ভারতে,
তা নাই ভারতে।
৩৭। যা নাইকো দেশে পেতে,
তাই চায় ছেলেয় খেতে।
৩৮। যা রটে, তাই ঘটে।
৩৯। যা হবার হবে,
ভাবনা কেন তবে?
৪০। যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।
৪১। যাকে রাখ সেই রাখে।
৪২। যাচলে জামাই কাঁটাল খান না,
না যাচলে ভোঁতাটা পান না।
৪৩। যাচলে জামাই না খান পিটে,
না যাচলে মরেন ঢেঁকশাল চেটে।
৪৪। যাচলে সোণা রাং হয়।
৪৫। যা ছিল পান পান্তা
মায়ে ঝিয়ে খেনু,
ঘরজামায়ে কানাইয়ের জন্য
ধান শুকাতে দিনু।
৪৬। যার নুণ খাই,
তার গুণ গাই।

৪৭। যার গরু সে বলে বাঁজা,
পাড়াপড়সী বলে সাত বিয়েন।
৪৮। যার ধারি, তার মরণ কয়।
৪৯। যার জন্য করলাম চুরি
সেই বলে চোরা।
৫০। যার নাম ভাজা চাল
তার নাম মুড়ী;
যার মাথায় ধবচুল,তার নাম বুড়ী।
৫১। যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।
৫২। যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়াপড়সীর ঘুম নাই।
৫৩। যার লাটী, তার মাটী।
৫৪। যার শিল তার নোড়া,
তার ভাঙব দাঁতের গোড়া।
৫৫। যার বিয়ে তার দেখ্‌তে মানা।
৫৬। যার বংশ না বাড়ে,
তার নাতি আগে মরে।
৫৭। যারে দেখতে পারিনে
তার চলন বাঁকা।
৫৮। যার সঙ্গে ঘর করিনে
সেই বড় ঘরণী,
আর যার হাতে খাইনে
সেই বড় রাঁদুনী।
৫৯। যার যেখানে ব্যথা,
তার সেখানে হাত।
৬০। যার নিয়ত যেখানে,
কে খণ্ডাবে সেখানে?
৬১। যারে বল্লে ছি,
তার জীবনে কাজ কি?
৬২। যার সঙ্গে যার মজে মন,
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।
৬৩। যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ,
মরবে সীতা যাবে দুঃখ।

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩৪০ সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর)

যে সকল ভূমিতে অধিক পরিমাণ অম্ল বৃক্ষবিশেষ (Sorrel) জন্মে, তাহাতে খড়ির সার দিলে বিশেষ উন্নতি হয়, এবং যেরূপ ভূমিতে ধাতুশূন্য মৃত্তিকা ব্যবহার করে, সেরূপ প্রায় সকল ভূমিতেই খড়ি খাটে। নর্ফক্‌ প্রদেশের অনুর্ব্বর অথবা মধ্যবিধ জমিতে কোন কোন বিখ্যাত কৃষক খড়ি ব্যবহার করিয়া উত্তমরূপ ফসল পাইয়াছেন। নামাল ভাগাড় জমি মাত্রেই ধাতু মিশ্রিত সকল জাতীয় সার ব্যবহার করিতে পারা যায়, এবং তাহাতে বিশেষ উপকারও হইয়া থাকে।

চূণ—ধাতু মিশ্রিত মৃত্তিকা নামায় খড়ীসার (Carbonate of lime), সুতরাং অঙ্গারক অম্ল (Carbonic acid) এবং জল অগ্নির দ্বারা বিযুক্ত করিলেই চূণ পাওয়া যায়, এই অবস্থায় ইহার ক্ষয়কারী গুণ থাকে, এবং পৃথিবী উপরিস্থ আকাশে

অনাবৃত থাকিলে রস ও অঙ্গারক অম্ল পুনঃশোষণ করে। চূণ-পাথরে সামান্যত কর্দ্দম ও বালুকার ভাগ থাকে, সেই হেতু চূণ ধাতুমিশ্রিত মাটির সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহাতে উহার পদার্থগত গুণের বিশেষ অন্যথা হইতে পারে না, কেবল ধাতুমিশ্রিত মাটির ভাগ অল্প করিয়া ফেলে। কখন কখন ইহাতে ভেদক পদার্থ (Megnesia) সংযুক্ত থাকে; কেহ কেহ বলেন যে, তাহা ফশলের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। যে চুণপাথরে ভেদক পদার্থ থাকে, তাহা কিঞ্চিৎ ধূসর বর্ণ হয়, কিন্তু কোন কোন পাথর (যাহাতে ভেদক পদার্থ আছে) ভাঙ্গিলে তাহার ভিতরে নীলবর্ণ দৃষ্ট হয় না।

চূণ চারি পাঁচ মাস ফেলিয়া রাখিলে অবস্থান্তরিত হইয়া খড়ি হয়, অতএব খড়ির মত ইহারও ধাতুমিশ্রিত মাটি যোগাইবার ক্ষমতা আছে; কিন্তু ইহার সংযোগে বালুকা চটচটে (tenacious) করা যায় না। ক্ষয়কারী অবস্থায় ছড়াইলে ভূমিতে অযত্নসম্ভূত তৃণাদির উৎপত্তি নিবারণ করে। যে সব স্থানে এইরূপ তৃণাদি অধিক হয়, সেই সকল ভূমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। বিল জমিতে প্রয়োগ করিলে ইহার গুণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে।

কেহ কেহ ইহার অত্যন্ত ক্ষয়কারী অবস্থাতেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ কিছু দিন ফেলিয়া রাখেন, এবং ক্ষয়কারিতা গুণ কিঞ্চিৎ মন্দ হইলেও পরিমিত মাত্রায় অঙ্গারক অম্ল পুনঃশোষণ করিলে প্রয়োগ করেন।

(ক্রমশঃ)

ঘুমপাড়াইবার গান।

রাম লক্ষ্মণ দুটী ভাই চলে যায় বনে,
অযোধ্যায় হায় হায় করে প্রজাগণে।
কালি রাম রাজা হবে আজি বনবাস,
কে কোথা দেখেছে বল হেন সর্ব্বনাশ?
বুড় রাজা দশরথ মরে পুত্রশোকে,
নিদয়া কেকয়ী ব'লে ডাকে সর্ব্ব লোকে।
ধন্য সীতা পতিব্রতা ত্যজি রাজ্য ধন,
হৃষ্ট মনে পতির সনে চলে গহন বন।
পঞ্চবটী বনে বাস করে তিন জন,
সূর্পনখা আসি তথা করে জ্বালাতন।
যেমন কর্ম্ম তেমন ফল পাইল তখন,
নাক কান কাটে তার ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বোনের অপমানে রোষে লঙ্কার রাবণ,
মারীচ রাক্ষসে পাঠায় ছলতে সীতার মন।
সোণার হরিণ হয়ে মারীচ আইল,
রাম লক্ষ্মণেরে দূর বনে লয়ে গেল।
বিধির নির্ব্বন্ধ বল কে করে খণ্ডন?
শূন্য ঘরে পেয়ে সীতা হরিল রাবণ।
সাগরের পারে লঙ্কা তাহে অশোক বন,
বন্দী হয়ে সীতা কত সহে নির্যাতন।
রাম লক্ষ্মণ বহুদিন ফিরি দেশে দেশে,
কাঁদিয়া বেড়ান শুধু জানকী উদ্দেশে।

বানর সহায়ে শেষে বাঁধিয়া সাগর,
লঙ্কায় পশিয়া করেন যুদ্ধ ঘোরতর।
মরিল রাক্ষস কত না হয় গণন,
সবংশে হইল ধ্বংস পাপীষ্ঠ রাবণ।
একলক্ষ পুত্র তার সওয়া লক্ষ নাতী,
একজন না রহিল বংশে দিতে বাতি।
লঙ্কার রাজত্ব রাম দিলা বিভীষণে,
উদ্ধারি সীতারে যান অযোধ্যা ভবনে।
রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই ঘরে এল ফিরে,
যাদু ঘুমাল পাড়া জুড়াল ভাবনা আর কিরে?

নরহত্যা।

(গত প্রকাশিতের পর)

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে যে কন্যা-হত্যার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। লাহোর, সিন্ধু, গুজরাট, রাজপুতানা, অযোধ্যা প্রভৃতি অনেক স্থানে আজও-পর্য্যন্ত কন্যাহত্যা হইয়া থাকে। আমাদের রাজা ইংরাজেরা ঐ নৃশংস ব্যবহার উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত বিলক্ষণ যত্ন পাইয়াছেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে এই প্রথা অত্যন্ত সাধারণ ছিল, জননীরা স্তনে অহিফেন মাখাইয়া সদ্যোজাত কন্যাকে পান করিতে দিতেন এবং সে জীবনবিন্দু দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইত। ইংরাজের কঠোর শাসনে সে ভীষণ প্রথা রহিত হইয়াছে। চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি অনেক দেশে কন্যা সন্তানের আদর নাই; এমন কি চীনদেশে কন্যাহত্যার দণ্ডই নাই, কিন্তু অনাদৃত বলিয়াই তাহাদের হত্যা-করা হয় এমন নয়। পাঠিকাবর্গ জ্ঞাত থাকিবেন যে, ঐ সমস্ত প্রদেশে কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করা এত কঠিন, এত ব্যয়সাধ্য ও বিশুদ্ধ উচ্চকুলসম্ভূত পাত্রের এত অসদ্ভাব, যে নীচ বংশে কন্যা সম্প্রদান করিয়া অপমান স্বীকার করা অপেক্ষা, কন্যা বিনাশ করা, তত্রত্য লোকের শ্রেয়স্কর বোধ হইয়াছে। বিসপ হিবার একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তোমরা এমন কঠিনহৃদয় কেন? তোমরা স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বধ কর কেন? তিনি উত্তর করিলেন বিবাহের উপযুক্ত ব্যয় দাও, তাহা হইলে আমরা কন্যা হত্যা করিব না।

বঙ্গদেশেও কন্যা সম্প্রদানের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে কন্যা-সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অনাদর জন্মিতেছে। আর কে বলিতে পারে যে রাজপুতানার ন্যায় বঙ্গদেশেও কন্যা-হত্যা হইতেছে না? ১৮১০ খৃঃ অব্দে একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে রাজপুতানা প্রদেশে ৮০০০ বিবাহিত লোকের কন্যা-সন্তানের মধ্যে ৬০টি মাত্র জীবিত আছে। রাজপুতানার ন্যায়, বঙ্গদেশে রাজ-

পুরুষেরা কন্যা সম্প্রদানের ব্যয়ের নিরিখ আঁটিয়া না দিলে, ভবিষ্যতে এখানেও ঐরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

হে পরমাত্মন্! কবে এই বিষম অনর্থমূল কুলমর্য্যাদা একেবারে তিরোহিত হইবে; কবে আমাদের মাতৃভূমি কন্যা-শোণিতস্পর্শরূপ মহাপাপ হইতে মুক্তি-লাভ করিবে; কবে আমাদের কন্যা-সন্তানগণ সমুচিত স্নেহ ও যত্নে প্রতি-পালিত হইবে এবং কবেই বা আমাদিগের নারীগণ স্বাধীনতা ও সমুচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে।

প্রহেলিকার উত্তর।

গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসের পত্রিকায় যে ১০০টী প্রহেলিকা বা হেঁয়ালী প্রকা-শিত হইয়াছিল, ১৫।১৬টী পাঠিকা অতি যত্নপূর্ব্বক সে গুলির উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহাতে আমরা যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছি লিখিয়া জানাইবার নহে। সকলের সকল উত্তর অবশ্যই সন্তোষজনক হয় নাই, কিন্তু সকলেই যে যথাসাধ্য বুদ্ধি চালনা করিয়া সমস্যাপূর-ণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমা-দিগের সংশয় নাই। শ্রীমতী সুশীলাবালা বসু, সজলনয়না দাসী এবং মৃণালিনী রায় চৌধুরীর উত্তরগুলি অনেকটা ঠিক হই-য়াছে, তন্মধ্যে আবার শ্রীমতী সুশীলাবালা বসুর উত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনিই পারিতোষিক যোগ্যা বিবেচিত হইয়াছেন। প্রতিশ্রুত পুস্তকগুলি তাঁহাকে প্রদান করা হইবে। আশাকরি অন্যান্য লেখি-কারা নিরাশ হইবেন না। জ্ঞানচর্চ্চার পুরস্কার কোন বাহ্য বস্তু নহে,তাহার জন্য যে পরিশ্রম তাহাই সর্ব্বোত্তম পুরস্কার।

প্রহেলিকা পূরণে জ্ঞানানুশীলন ও আমোদ এই উভয়বিধ লাভ। বঙ্গীয় ভগিনীগণের এ বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিতেছি, তাহাতে মধ্যে মধ্যে আরও প্রহেলিকা প্রকাশে আমাদের ইচ্ছা রহিল। কোনও পাঠক পাঠিকা সুচিন্তাপ্রসূত নূতন প্রহেলিকা পাঠাইলে তাহাও পত্রস্থ করা যাইবে।

মাঘ ও ফাল্গুনের প্রকাশিত প্রহেলিকা-গুলির সদুত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, পাঠিকারা মিলাইয়া দেখিবেন ঠিক্ হইল কি না।

১ ডিম্ব বা পেশীকোষ। ২ মনুষ্য। ৩ কুলালচক্র অর্থাৎ কুমারের চাক। ৪ পিরাণ। ৫ তাল। ৬ সময়। ৭ আনা-রস। ৮ চরকা। ৯ ওল। ১০ গোলাপ। ১১ আছাড়। ১২ বর বা যাত্রার দলের রাজা। ১৩ কৃষ্ণ। ১৪ ফুল। ১৫ আকাশ। ১৬ ছবি বা পুতুল। ১৭ খাট, তক্ত-পোষ ইত্যাদি। ১৮ কাক। ১৯ বিদ্যুৎ বা বজ্র। ২০ শিশিরময় ঘাস। ২১ মশাল।

২২ চন্দ্র। ২৩ নৌকা। ২৪ পটল। ২৫ থাঁকড়ার কলম। ২৬ ঘড়ী। ২৭ "ল" এই অক্ষরটী। ২৮ থৈ। ২৯ দুর্গা ঠাকুরাণী। ৩০ মাতাল। ৩১ নক্ষত্র। ৩২ কুপ। ৩৩ সোলার টোপর। ৩৪ মেঘ। ৩৫ মাতা। ৩৬ কাঁঠাল। ৩৭ বিধি।

"জল স্থল মেঘাকাশে দেখিবারে পাই।
সকল গড়েছে বিধি, বিপুল সৌন্দর্য্য নিধি,
বিধির বিধানে বিধি, বিধি গড়ে নাই।"

৩৮ পাপ বা পাপীকে পরিত্যাগ।

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি আছে যত স্থান।
সকল লোকের রাজ' বিধি দয়াবান্॥
কোন স্থলে থাকে যদি কেহই পাপিষ্ঠ।
করিতে নারেন তারে অধিকারভ্রষ্ট॥

৩৯ ভাত ফোটা। ৪০ মনুষ্য এবং তাহার হাতের দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুলি। ৪১ কাঁঠাল। ৪২ হাতী। ৪৩ মাসের দুই পক্ষ, শুক্ল ও কৃষ্ণ। ৪৪ হড় গড়ানে দীঘির পাড়, অর্থাৎ হড় গড়ানে উনান; তাতে একটী মল্লিকা ঝাড়, অর্থাৎ ভাতের-হাঁড়ি, মল্লিকা ঝাড়টী ফুটিল, অর্থৎ ভাত ফুটিল, ছেলে বুড় ছুটিল। ৪৫ লেখা পড়া। ৪৬ মা। ৪৭ প্রদীপ। ৪৮ কল। ৪৯ স্থালী বা কুমারের মাটি। ৫০ সনাল গর্গরী। ৫১ মুকুর। ৫২ শঙ্খ। ৫৩ বর্ত্তুল। ৫৪ কঙ্কতিকা বা চিরুণি। ৫৫ ভারত। ৫৬ সুনীতি। ৫৭ শীতকালের কন্‌কনে জল। ৫৮ থলে। ৫৯ মানুষ, অর্থাৎ কুড়ি আঙ্গুলের কুড়ি মাথা, এবং মানুষের মাথা, সমুদায়ে একুশ মাথা। ৬০ নারিকেল। ৬১ আকাশ। ৬২ "ব" এই অক্ষরটী। ৬৩ জিহ্বা। ৬৪ কুনুই। ৬৫ ফুটি। ৬৬ পিতামহী। ৬৭ বাপ মাত্রেই তাহার আপনার বাপের সন্তান হয়। এক বাপ আপনার ছেলেকে তাই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে,—ওর বাপ ইত্যাদি। ৬৮ ছ'য়ে উটি দিলে ছুটি। ৬৯ কই মৎস্য। ৭০ মানুষ ও বৃক্ষ। আমরা যে যবক্ষার জান পরিত্যাগ করি, তাহা খাইয়া বৃক্ষ সকল বাঁচে। বৃক্ষেরা অম্লজান বায়ু ত্যাগ করে, আমরা নিশ্বাস দ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকি। ৭১ মশারি। ৭২ বাদাম। ৭৩ সূর্য্য চলে না, পৃথিবী চলে। ৭৪ বেগুন। ৭৫ "ক" অর্থ জল এবং "পোত" অর্থ নৌকা; কপোত বা পায়রা। ৭৬ হিংস্রক মনুষ্য। ৭৭ হরি-নামের মালা। ৭৮ ছত্র। ৭৯ মোহর। ৮০ হাউই। ৮১ রাত্রিতে যে সকল ফুল ফুটে এবং যাহা দিনে শুকাইয়া যায়, মাল ফুল ইত্যাদি। ৮২ থড়কে, আছাড় অথবা কিল। ৮৩মারবেল। ৮৪ কুল। ৮৫খাটের উপর খুর খানি, অর্থাৎ উননের ঝিকৃ, তাহার উপর হাঁড়িতে ভাত ফুটিতেছে। ৮৬ ছড়ি। ৮৭ ঝাঁটা। ৮৮ শঙ্খ। ৮৯বাতাস। ৯০ বাঁশ। ৯১ বাদুড় বা মাস। ৯২ কুশাসন। ৯৩ দন্ত। ৯৪ ঘোড়ার ডিম। ৯৫ ঘড়ী। ৯৬ কাঁকড়া। ৯৭ কলা-গাছ। ৯৮ জল। ৯৯ বরফ। ১০০ পটল।

ইয়োরোপে প্রচলিত কয়েকটী কুসংস্কার।

ইয়োরোপের নানা প্রদেশে অদ্যাবধি বিবিধ প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এবিষয়ে সুসভ্য ইয়োরোপ অর্দ্ধসভ্য এসিয়া অপেক্ষা যে উন্নত তাহা বলা যায় না। ইয়োরোপবাসীদিগের কয়েকটী বর্ত্তমান কুসংস্কার নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

স্পেনের অনেকানেক গ্রামের লোকদিগের এই বিশ্বাস যে মুরগীর ডাক শুনিলে যদি কেহ চক্রাকারে তিনবার নৃত্য করিয়া না বেড়ায়, সেই দিন হইতে এক বৎসরকাল তাহার জীবনে নানা দুর্ঘটনা ঘটিবে।

ফ্রান্সের কোন কোন প্রদেশে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে যদি এক বামন দ্বিপ্রহর রজনীতে মহিষের মুণ্ড কর্ত্তন করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঝড়ের উৎপত্তি হয়। কথিত আছে যে এইরূপে ঝড় সৃষ্টি করিয়া ফ্রান্সের কোন ধনী জমীদার তাঁহার শত্রুর জাহাজকে জলমগ্ন করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্কট্‌লণ্ডের অনেক লোকের এই দৃঢ় সংস্কার যে যদি কোন পক্ষী বাসা নির্ম্মাণে কাহারও একটী কেশ ব্যবহার করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে শীঘ্রই ঘোর বিপদাপন্ন হইতে হইবে, আর যদি ঐ পক্ষী মেগ্‌পাই পক্ষী হয় তাহা হইলে একবৎসর একদিনের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। এই কুসংস্কার প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত স্কটলণ্ডের অনেক লোক কেশকর্ত্তন করিবার পর কর্ত্তিত কেশগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত করে, কিম্বা এমন স্থানে নিক্ষেপ করে যেখানে পক্ষীর গমনাগমন অসম্ভব।

নরওয়ে প্রদেশে কোন শিশুর উৎকট কাশপীড়া হইলে একটী মাকড়সা ধরিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র এক বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে পুরিয়া দেয়ালে লম্বমান করিয়া রাখা হয়। ঐ প্রদেশের সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস যে এরূপ স্থলে বস্ত্রবদ্ধ মাকড়সাটী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেই শিশুটী রোগমুক্ত হইবে।

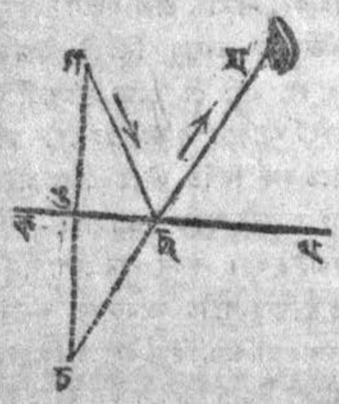
রুষিয়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কুসংস্কার প্রচলিত আছে। তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি হত হইলে যদি তাহার প্রাণ বিনাশকারী কে ? তাহা স্থির করা না যায়, তাহা হইলে সন্দেহার্হ ব্যক্তিগণকে তাহার নিকটে উপস্থিত করা হয়, এবং যে ব্যক্তি মৃত শরীরের নিকটে আসিলে ঐ শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে দেখা যাইবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত হত্যাকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কখন কখন দেখা যায় যে হত ব্যক্তির শরীর অনেকক্ষণ অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে, কিম্বা উহাতে কিছুকাল রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে উহা হইতে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা এইরূপ ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন।

অষ্ট্রীয়ার সাধারণ লোকের মধ্যে চোর ধরা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কুসংস্কারমূলক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। একখণ্ড রুটী আনিয়া উহার নিকটে মুখ রাখিয়া খৃষ্টমাতা মেরীর স্তব পাঠ করা হয়; তৎপরে সেই রুটীখণ্ড সন্দেহভাজন লোকদিগকে ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়। তাহা ভক্ষণ করিতে করিতে যাহার মুখ বিবর্ণ হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত চোর বলিয়া বিবেচিত হয়।

আলোক তত্ত্ব।

(গত প্রকাশিতের পর।)

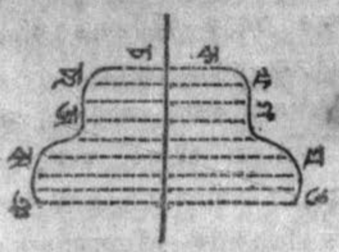
যখন কোন অস্বচ্ছ পদার্থের উপর আলোক-রশ্মি পতিত হয়, তখন ঐ রশ্মির কিয়দংশ ঐ পদার্থের শক্তি বিশেষের সাহায্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং অবশিষ্ট রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সমতল দর্পণে আলোক পড়িলে তাহা কি নিয়মে প্রতিবিম্বিত হয়, আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব।



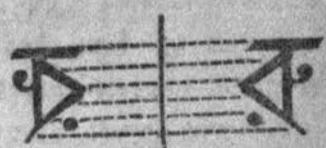
মনে কর ক খ একখানি সমতল দর্পণ, গ একটী আলোকবিন্দু, ঘ দর্শকের চক্ষু। গ হইতে ক খ দর্পণের উপর গ ঙ রেখা ঠিক্ লম্বভাবে টানিয়া দর্পণের অপর দিকে উহা বাড়াইয়া দাও এবং ঐ দিক্ হইতে গ ঙর সমান করিয়া ঙ চ অংশ কাটিয়া লও। চ হইতে ঘ পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টান। ঐ রেখা ছ বিন্দুতে ক খ দর্পণকে ছেদ করুক। গ ছ একটী সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দাও।

আলোকের গতি সরলরেখা ক্রমে হইয়া থাকে। গ বিন্দু হইতে যে সকল আলোক-রশ্মি দর্পণের ছ চিহ্নিত স্থানে পড়ে, সেই সকল রশ্মি ঐ স্থান হইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ছ ঘ রেখার দিকে চলিয়া গিয়া দর্শকের চক্ষে পতিত হয়। দর্শক ঘ ছ রেখার টানে দর্পণের অপর দিকে চ-চিহ্নিত স্থানে গ-বিন্দুর প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন যে ক খ দর্পণের পৃষ্ঠদেশ হইতে গ যত দূরে, দর্পণের অপর দিকে

ঠিক্ ততদূরে গ বিন্দুর প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়।



দর্পণে পদার্থ সকল বিপরীত দেখায় কেন? মনে কর ক খ গ ঘ ঙ একটী বক্র রেখা, ইহার ক, খ প্রভৃতি অংশ দর্পণ হইতে যতদূরে অবস্থিত, দর্পণের বিপরীত দিকে উহার প্রতিবিম্ব চ, ছ ইত্যাদি ঠিক্ ততদূরে অবস্থিত হইবে। সুতরাং সমস্ত রেখাটীর প্রতিবিম্ব চ ছ জ ঝ ঞ রেখার ন্যায় দেখাইবে। আবার নিম্নে দেখ রু এই অক্ষরটী প্রতিবিম্বিত হইয়া কেমন বিপরীত আকার ধারণ করিয়াছে।



নারীচরিত্রের গুণকীর্ত্তন।

ইয়োরোপের কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ নারীচরিত্রের গুণানুবাদ করিয়া, যিনি যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা সঙ্কলন পূর্ব্বক আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। স্ত্রীচরিত্রের এই সকল প্রশংসাপূর্ণ বাক্যে আমাদিগের বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ অনেক চিন্তার বিষয় প্রাপ্ত হইবেন এবং ফলপ্রদ উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।

নারী বিধাতার সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি—জর্ম্মন গ্রন্থকার লেসিং। লোকে আমাকে যে সকল গুণে বিভূষিত বলিয়া আমার প্রশংসা করে, তৎসমস্তই আমি আমার মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি—আমেরিকার বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত জন্ কুইন্স্ এডেমস্।

নারী সৃষ্টির মুকুটস্বরূপা—জর্ম্মণ দার্শনিক হার্ডার।

স্ত্রীলোক আমাদিগকে শিষ্টতা ও পবিত্রতা শিক্ষা দেন—ফরাসীস্ দার্শনিক ও নাটককার বল্টেয়ার।

বাইবেলে উক্ত আছে নারীর জন্য আমরা স্বর্গ হারাইয়াছি; কিন্তু যদি আমরা পুনরায় স্বর্গ পাই, তাহা হইলে নারীর সাহায্যে ও প্রভাবেই পাইব—আমেরিকার কবি হুইটিয়ার।

নারী যখন সম্পূর্ণ নারী জনোচিত গুণমালায় বিভূষিতা হয়েন, তখনই তিনি পূর্ণাবয়বা নারী—ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন্।

সুন্দরী মহিলা অলঙ্কার স্বরূপা; সৎ-

স্বভাবসম্পন্না নারী হীরকের খনি—ইংরাজ উপন্যাসকার বুলুয়ার।

পৃথিবীতে যত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহার মূল স্ত্রীলোকের প্রভাবময় কোমল হস্ত দেখিতে পাইবে—ফরাসীস্ মহাপুরুষ লামার্টিন।

সাধারণতঃ কোন পুরুষ সহধর্ম্মিণী ব্যতিরেকে চিরজীবন ধর্ম্মপরায়ণ থাকিতে পারে না, কিম্বা ঈশ্বরভক্ত হইতে পারে না—জর্ম্মণ গ্রন্থকার বিকটার।

ধর্ম্মভাবসম্পন্না সুন্দরী স্ত্রী সুগন্ধপূর্ণ পুষ্পের ন্যায় মধুর ও পবিত্র—জর্ম্মণ গ্রন্থকার হীন্।

পুরুষের অসংখ্য যুক্তি ও বিচার স্ত্রীলোকের হৃদয়ের একটী কোমল ভাবের সমকক্ষ হইতে পারে না—বলটেয়ার।

পৃথিবীতে স্ত্রীর অপেক্ষা একটীমাত্র মূল্যবান্ জিনিস আছে, তাহা মাতা—লিও পোলড্ সেফর।

দয়ার আবাসভূমি রমণীহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর সুন্দর পদার্থ পৃথিবীতে নাই—ধর্ম্মসংস্কারক লুথার্।

রমণী পুরুষের রবিবার, অর্থাৎ তাঁহার বিশ্রাম, আরাম ও আনন্দদায়িনী—মিকুলেট্।

নারী ভাল বাসিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যে কার্য্যে দয়া, স্নেহ ও প্রেমের উদ্দীপনা হয় না সে কার্য্যে তিনি কখনও সুখ ও সুসিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেনা—ফুলার ওস্লি।

স্ত্রীলোক কুরূপা, অশিক্ষিতা, মূর্খা বা অসচ্চরিত্রা হইলেও কখন পুরুষের ঘৃণার উদ্রেক করেনা, কৃপাই উত্তেজিত করিয়া থাকে—লুইডেস্ নায়েরস।

সংসারে দুইটী সুন্দর বস্তু আছে, রমণী ও গোলাপপুষ্প—মেলহারব্।

নারী সাধারণতঃ শক্তিহীনা ও দীনা, কিন্তু বিপদ ও সঙ্কটের সময় তিনি দেবীর ন্যায় তেজোময়ী ও ক্ষমতাশালিনী—বুলয়ার লিটন্।

আইনের যে শক্তি না আছে, স্ত্রীলোকের নয়নে সে শক্তি আছে; বড় বড় জ্ঞানীপুরুষের যুক্তি ও বিচারের যে ক্ষমতা নাই, স্ত্রীলোকের অশ্রুবারির সে ক্ষমতা আছে—সেবিল্।

পুরুষ লেখক কবি, কিন্তু স্ত্রীলোক কার্য্যকরী কবি; স্ত্রীলোক কঠোর হৃদয়কে কোমল, নিরাশ মনকে আশাপূর্ণ, নিষ্ঠুরকে দয়াবান্, এবং অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া থাকেন—এমার্স ন।

স্লেট্।

স্লেট বলিলেই অনেকের মনে হইবে অঙ্ক কসিবার ও লিখিবার স্লেট্। কিন্তু স্লেটের নানা প্রকার ব্যবহার আছে। গৃহের ছাদ প্রস্তুত করিবার জন্য এদেশে সাধারণতঃ ইষ্টক বা টাইল্ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইয়োরোপে টাইলের পরিবর্ত্তে

অনেক স্থলে স্লেটই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীর,সোপান ও মেজে প্রস্তুত করিতেও অনেকে স্লেট্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেটুসে স্নানের জন্য জলাধার ও জল নির্গমের প্রণালী স্লেট্ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্লেট্ যে একটী অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাহা ক্রমে প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্লেট্ খনিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপের মধ্যে গ্রেট্‌ব্রিটেন্, ইটালী ও ফ্রান্সে এবং আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের নানা স্থানে স্লেটের খনি আছে। আমেরিকার পেন্‌সেল্‌ভিনিয়া প্রদেশে যে স্লেটের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিস্তৃত স্লেটখনি।

যখন সর্ব্বপ্রথমে স্লেট খনির মধ্য হইতে বাহির করা হয়,তখন তাহা প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রস্তর অপেক্ষা স্লেট অনেক নরম, তজ্জন্য উহা ইচ্ছানুরূপ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বা বৃহৎখণ্ডে বিভাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। পেন্‌সেলভিনিয়ার সুবৃহৎ স্লেট্ খনিতে নানা আকারে স্লেট্ বিভাগ করিবার জন্য নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ কার্য্যই কলেরদ্বারা সম্পাদিত হয়। আমরা স্লেট্ যেরূপ মসৃণ দেখিয়া থাকি, যখন খনি হইতে বাহির করা হয়, তখন উহার ঐ প্রকার মসৃণতা কিছুমাত্র দেখা যায় না। একটী বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা স্লেটকে মসৃণ করা হয়। স্লেট্ কাটিবার জন্য হীরকপ্রান্তবিশিষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে। পেন্‌সেল্‌ভিনিয়ার যে স্লেট্‌খনির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা যে ভূমিখণ্ডে অবস্থিত, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে উহার অধিকারী উহার মূল্যস্বরূপ কেবল এক পিঁপামাত্র মদ পাইয়াছিলেন। ঐ জমীতে স্লেটের খনি আছে, তাহা তিনি অনুমান করিলেও ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্লেটের এত অল্প ব্যবহার ছিল যে তিনি উহার পরিবর্ত্তে এক পিপা মদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন নাই। উক্ত স্লেট্ খনির বর্ত্তমান অধিকারী উহা হইতে প্রতি বৎসরে একলক্ষ মুদ্রার অধিক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন!

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার সিন্দুরিয়াপটির বাবু মনিলাল মল্লিক কিছুদিন হইল দরিদ্র ছাত্রদিগের সহায়্যার্থ একটী ফণ্ড স্থাপন করেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম তিনি তাঁহার জননীর স্মরণার্থ "শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী অনাথ ভাণ্ডার" স্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ২৫০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন।

২। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিদ্যালয় হইতে ২৩ জন স্ত্রীলোক আইন

পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতা "পিঞ্জরাপোল" সভায় ১,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। পার্লেমেন্টের সভ্য পল সাহেব প্রস্তাব করেন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়-স্থানে এক সময়ে ইণ্ডিয়ান্ সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা হইবে। অধিকাংশ সভ্যের মতে ইহা গ্রাহ্য হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলে এদেশের বালকেরা ঘরে বসিয়া বিলাত যাওয়ার উপকার পাইবে, তবে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে কিছু-কাল বিলাতে গিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

বামা-রচনা।

হতাশে।

(১)

আশয়ে ছিলাম চেয়ে নীলিমের পানে,
উহুঃ! প্রাণে ছাইল হতাশ!
সে সাধের কুঞ্জখানি ছিল যেই খানে
আজি সেথা পোড়া ছাই পাঁশ!

(২)

সহসা তপন তাপে পড়িল শুকিয়ে,
বসন্তের কুসুম-মুকুল,
হায়রে সুখের ঘর পড়িল লুটিয়ে,
ভেঙে গেল স্বপনের ভুল!

(৩)

আরতো সে ফুল ক'টী সোনালী লতায়,
দেখিবনা কখনো ফুটিতে,
আরতো সে শ্যামা পাখী বকুল পাতায়,
আসিবে না সে গীতি ঢালিতে!

(৪)

আর দেখিবে না বুঝি সেই শুকতারা,
আমি তারে কত ভালবাসি,
আর খুঁজিবে না বুঝি—নিতি খোঁজে যারা
কেন আমি কাঁদি, কেন হাসি?

(৫)

সে সরলা আর বুঝি আসিবে না কাছে,
কহিবে না পরাণের কথা,
এ মরমে সাধ আশা আছে কি না আছে,
শুধিবে না সে সব বারতা!

(৬)

ডুবিছে ও রাঙা রবি পশ্চিম সাগরে,
কাল্ পুনঃ আসিবে ঘুরিয়া,
আমাদের যাহা যায়—জনমের তরে,
আসে না'ক কখনো ফিরিয়া!

(৭)

পলে পলে ক্ষ'য়ে যায় মানব-জীবন,
সাধিলেও একটু রহে না,
কেন রেখে যায় স্মৃতি—হতাশা-দহন,
কাঁদিলেও 'খুলে তা' কহে না!

(৮)

অশনি, ভুজঙ্গ, বাঘ, যত হলাহল,
গড়ি বিভো! ভালই করেছ,
আমার মনের খেদ একটী কেবল,
কেন নাথ "হতাশা" গড়েছ?

(৯)

জীবন্ত শরীর দিলে জলন্ত অনলে,
মরে নর যেই যাতনায়!—
অসহ হতাশ জ্বালা তারো চেয়ে জ্বলে,
তারো চেয়ে আরো ব্যথা পায়!

(১০)

ছুটিছে শ্যামাসুন্দরী কপোতাক্ষী নদী,
দুকূল উছলি ঢেউ বয়,
আমার এ হতাশার সীমা নাই যদি,
ঝাঁপ দিয়ে পড়িলে কি হয়?

শ্রীপ্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৩ সংখ্যা। শ্রাবণ—১৩০০—জুলাই ১৮৯৩। ৫ম কল্প। ২য় ভগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ৬ই জুলাই বৃহস্পতিবার ভারতের ভাবী সম্রাট প্রিন্স জর্জ্জ রাজকুমারী মের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। সেণ্টজেম্‌স ধর্ম্মমন্দিরে এই শুভবিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। লণ্ডনে আর কোন ঘটনায় এত জনতা কস্মিন্‌কালে কেহ দেখে নাই। জগদীশ্বর রাজদম্পতিকে চিরসুখী করুন্।

বিধবা-বিবাহ— আমেদাবাদ্ বিধবা বিবাহ সমিতির উদ্যোগে একটী জাঁকাল রকমের বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয়। অনেক সম্ভ্রান্ত মহোদয় ও মহিলাগণ বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

রেলওয়ে বিস্তার—ভারতবর্ষে যত রেলওয়ে হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ দীর্ঘে ১৫৬৯৪ মাইল।

ডাক্তারী-পরীক্ষা — শ্রীমতী নিস্তারিণী চক্রবর্ত্তী কলিকাতার ক্যাম্বেল স্কুলের দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা— আগামী এম এ, বি এল ও ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষা ২০এ নবেম্বর হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা ১২ই ফেব্রুয়ারি এবং এফ এ,বি এ, পরীক্ষা ২৬এ ফেব্রুয়ারি হইতে হইবে। প্রশ্নদাতা পরীক্ষক সকল নিযুক্ত হইয়াছেন।

টাউনহল সভা—গত ২২এ আষাঢ় বুধবার কলিকাতার টাউন্ হলে এক বিরাট সভা হয়, তাহাতে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রমেশ চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সিবিল সারবিস পরীক্ষার প্রস্তাব সমর্থন করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

শ্যামফরাসী যুদ্ধ — মিনাম নদীর মুখে ফরাসী ও শ্যামসৈন্যের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ফরাসীদিগের ৫ জন হত হইয়াছে, শ্যামবাসীদিগের হতাহতের সংখ্যা ৩০ জন। ব্যাঙ্কক নগরবাসিগণ সশস্ত্র হইয়া নগর রক্ষা করিতেছে।

দান—নাভার রাজা লাহোরের দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজ ফণ্ডে ৪১০০ টাকা দিয়াছেন। (২) সহৃদয়া কুচবিহারের মহারাণী এ বৎসরও কাম্বেল হাঁসপাতালের প্রায় ৬০০ রোগীর জন্য বোম্বাই আম্র, আনারস, সন্দেশ ও বাতাসা প্রদান করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ — কামরূপে ইতিমধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নবঙ্গে অতিবৃষ্টিতে এখনও আমন ধান্যের বীজ তৈয়ার হইতেছে না, চাষের বিষম ব্যাঘাত, এবারও যে ঘোর দুর্ভিক্ষ হইবে তাহার সম্পূর্ণ আশঙ্কা।

দুর্ঘটনা —বিক্টোরিয়া নামক মহারাণীর জাহাজ জলমগ্ন হইয়া ৭১৮ জন আরোহীর মধ্যে ১৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই সর্ব্বনাশসূচক সংবাদে লণ্ডনবাসিগণ ও কমন্স সভা শোকাকুল হইয়াছেন।

পুরাণ কথা।

সৌভরি চরিত। *

সৌভরি নামে এক মহর্ষি সলিলে অবগাহন করিয়া কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি যে জলমধ্যে থাকিতেন, তথায় এক বৃহৎ মৎস্য, পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রাদি বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া সুখে বিচরণ করিত। এই মৎস্য-সংসর্গে বাস করায় জিতেন্দ্রিয়, সংসারত্যাগী, বিবেকী, মোক্ষকাম মহর্ষির মন বিচলিত হইল; তিনি একদিন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "অহো! এই মৎস্যরাজ পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া কি সুখেই দিনযাপন করিতেছে! অতঃপর তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে নিতান্ত বাসনা করিলেন, এবং কঠোর তপস্যা পরিহারপূর্ব্বক সদ্বংশজা কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

সূর্য্যবংশোদ্ভব মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার পঞ্চাশটী অবিবাহিতা কন্যা আছেন জানিতে পারিয়া, জরাগ্রস্ত মহর্ষি সৌভরি সেই রাজসভায় উপনীত হইলেন, মহামতি মান্ধাতাও তাঁহাকে

* বিষ্ণুপুরাণ হইতে এই সৌভরি চরিত লিখিত হইল।

সসম্মানে পূজা করিয়া অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আসন গ্রহণ করিয়া মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "মহারাজ! আপনার পঞ্চাশটী কন্যা অবিবাহিতা আছেন, তন্মধ্যে একটী বিবাহার্থে আমাকে প্রদান করুন্।" মহর্ষির বাক্য শ্রবণে মহারাজ মান্ধাতা ক্ষণকাল বজ্রাহতের ন্যায় হতচেতন হইলেন। পরে আত্মসংযম পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই জরাজীর্ণ মহর্ষি যে এমন প্রার্থনা করিবেন তাহাত স্বপ্নেও ভাবি নাই, আর সেই সুকুমারী রাজকন্যাগণের মধ্যে কাহাকেই বা এই বৃদ্ধের করে সমর্পণ করিব? ইত্যাদি অনেক চিন্তার পর মহর্ষিকে বলিলেন, "ভগবন্! কোন সদ্বংশজ পাত্রকে কন্যার ইচ্ছানুসারে প্রদান করাই আমাদের কুলধর্ম্ম, এইরূপ ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কুলধর্ম্ম অতিক্রম করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।" সৌভরি বলিলেন—"মহারাজ! আমাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করুন, যদি আপনার কোনও কুমারী স্বইচ্ছায় আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনি সেই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করিবেন, নতুবা আমি বিবাহের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাইব।" রাজা "তাহাই হউক" বলিয়া একজন কঞ্চুকীকে সঙ্গে দিয়া মুনিবরকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। কঞ্চুকী রাজঅন্তঃপুরে মুনিবরকে লইয়া গিয়া রাজকন্যাগণকে বলিল,—আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এই মহর্ষিকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মহারাজ তাঁহাকে এই মুনিবরের হস্তে সমর্পণ করিবেন।" কঞ্চুকীর বাক্য শেষ হইলে রাজকন্যাগণ সকলেই মুনিবরকে পতিত্বে বরণ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মান্ধাতা বিষণ্ণমনে সৌভরিকে পঞ্চাশৎ কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা পঞ্চাশটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া পঞ্চাশ ভার্য্যার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে মান্ধাতা কন্যাগণকে আপনার মনোমত পাত্রে সম্প্রদান করিতে না পারিয়া দুঃখিতচিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি কন্যাগণের অবস্থা মনে মনে কল্পনা করিয়া নিতান্ত শোকে দুঃখে অধীর হইয়া মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় গিয়া মনোহর সৌধাবলী দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার একটী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন, অমনি সানন্দে তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! আমার রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া এখানে কেমন আছ? সেই কন্যা বলিল "পিতঃ! এখানে পরম সুখে আছি, কেবল পিতৃমাতৃবিরহ জন্য যাহা কিছু কষ্ট!" এইরূপে মান্ধাতা প্রত্যেক কন্যার নিকট জিজ্ঞাসা করায় সকলেই ঐ এক কথাই বলিল। পরে রাজা সানন্দ অন্তরে মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ

করিয়া প্রীতমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর কালক্রমে মহর্ষির পঞ্চাশ ভার্য্যা এক শত পঞ্চাশ পুত্র প্রসব করিলেন। মুনিবর সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার এই পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে ইহাদের বিবাহ দিব, অনন্তর তাহাদের পুত্রাদি হইলে আমি পুত্র পৌত্র বেষ্টিত হইয়া মৎস্যরাজের ন্যায় সুখে কালহরণ করিব।

এইরূপে সৌভরি আপন জীবনের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কিছু দিন সংসার সুখে অতিবাহিত করিলেন। হঠাৎ এক দিন তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, তখন তিনি আপন দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া অতিশয় অনুতাপিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, অহো! আমার মোহ কত দূর বিস্তৃত হইয়াছে! অনন্ত আশা কিছুতেই পূর্ণ হইতে চায় না, একটী আশা পূর্ণ হইতে না হইতে আর একটী নূতন আশা আসিয়া তৎস্থান অধিকার করিতেছে। এই আশাই মনুষ্যের সকল দুঃখের আকর। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! সঙ্গের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! যে হেতু জলজন্তু মীনের সহবাসেই আমার এই সংসার-সুখাভিলাষ অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল; আমি বিবাহ করিয়া নিজের আর পঞ্চাশটী শরীর বৃদ্ধি করিলাম, অতএব সংসার-বন্ধন-মমতার আকর পরিজনগণ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে! অল্পসিদ্ধের কথা দূরে থাকুক যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণও কুসংসর্গ দোষের হাত এড়াইতে পারেন না। এখন আমার জ্ঞানোদয় হইল, নিঃসঙ্গই মুক্তির মূল, এখন নিঃসঙ্গ হইয়া তপশ্চারণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অনন্তর সৌভরি সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাগণের সহিত বনে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা পরম গতি লাভ করিলেন।

যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক এই সৌভরি চরিত শ্রবণ, অধ্যয়ন, স্মরণ বা অনুশীলন করেন, তাঁহার অসৎ সঙ্গে বাঞ্ছা থাকে না, অসৎ কার্য্যে ইচ্ছা হয় না ও পরমার্থ ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্তুতে মমতা জন্মে না। কু, রা।

কয়খানি চিঠি।

১নং চিঠি—শ্রীমতী জয়মণি দেবী,
ঘটকী ঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু।

প্রণামানন্তর নিবেদন—

আপনি অবগত আছেন যে আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান্ হেমচন্দ্র এবারে এল.এ, পাস্ করিয়াছেন; যখন তিন বার ফেল্ হইয়া এবারে পাস্ করিয়াছেন, তখন বি, এ, পাস করিবার ভরসা আমরা বড় করি না; সুতরাং তাহার বিবাহ দেওয়া শীঘ্রই আবশ্যক। এ দিকে আমরা এক বিষম বিপদে পড়িয়াছি। শুনিয়া

থাকিবেন, "ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ায়" এই রকম গোচের কতকগুলি বাবু "বঙ্গ-হিত-সাধিনী" নামে এক সভা করিয়াছেন; পুত্রের বিবাহের সময়ে টাকা কড়ি লওয়া নিবারণ করাও সে সভার এক উদ্দেশ্য। সম্প্রতি শ্রীশবাবু আমাদের বাড়ীর বাবুকে সেই সভায় লইয়া গিয়াছিলেন; আমাদের বাবু নিতান্ত ভাল মানুষ, সেখানে অনেক বড় লোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, চক্ষুলজ্জার দায়ে সেই সভার এক "সভ্য" হইয়াছেন। এখন হেমচন্দ্রের বিবাহের সময়ে তিনি কন্যাকর্ত্তাদিগের কাছে টাকা চাহিতে পারিতেছেন না, আবার চিরদিনের আশা যে "মাটী" হইয়া যাইবে ইহাও প্রাণে সহিবে না! সভাই বলুন, সমিতিই বলুন, আপনার ক্ষতি করা নিতান্তই নির্ব্বোধের কাজ; আমরা তাহা কখনই করিতে পারিব না। তবে পরকে যথাসাধ্য উপদেশ দিতে বাবু কখনও ত্রুটি করিবেন না। যাহাহউক আপনার নিকটে আমাদের বিনীত নিবেদন, যে সকল বাবুর নিকটে বিবাহার্থী পুত্রের পিতাকে টাকা চাহিয়া লইতে না হয়—নিজেরা সাধিয়াই কন্যা জামাতাকে দশ হাজার, বা'র হাজার টাকা দান করেন, তাঁহাদেরই একজনের কন্যার সহিত আমার হেমচন্দ্রের শুভসম্বন্ধ স্থির করিবেন। তাহাহইলেই আমাদের দুইকূল বজায় থাকে। এ গোপনীয় পত্র—খুব সাবধানে রাখিবেন। আর বিদায়ের সময়ে আপনার প্রতি যে বিশেষ বিবেচনা করা যাইবে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। নিবেদনমিতি।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী—
শ্রীশরৎশশী মিত্র।

২নং চিঠি—শ্রীমতী জয়মণি দেবী,
ঘটকী ঠাকুরাণী
শ্রদ্ধাস্পদাসু।

নমস্কারান্তে নিবেদন—

বলি, ঠাকুরাণি! আপনার আক্কেলটা কি? আমিতো মেয়ের মা নই, যে লোকে যা' বোল্‌বে, তাই কোর্‌বো। আমার যতীন তিনটে পাশ কোরেছে; তার জন্য মেয়ে দেখার তাড়াতাড়ি কি? আপনি লিখেছেন "নরেন্দ্র বাবুর মেয়েকে দেখে যতীন পছন্দ করেছে।" আমিতো "গান্ধর্ব্ব বিবাহ" দিতে বসি নাই, তবে ছেলে মেয়ের মতামত জান্‌তে এত মাথা-ব্যথা কেন? যদি দেনা পাওনা স্থির হয়, মেয়ের বাপ যদি যতীনের মতন ছেলের উপযুক্ত ব্যয়ভূষণ কোত্তে পারেন, তাহলে মেয়ে দেখা, পাকাপাকি করা, সবই ঠিক্ হবে। আসল কথাটা আগে, না আলাত পালাত কথাগুলো আগে? তাই বোল্‌চি, আপনি দেনা-পাওনা আগে ঠিক্ করিয়া এখানে আসিবেন; যেমন বিবেচনা হয় তাহা করিব। যতীন যাঁহার সন্তান, তিনি

পরলোকে. কিন্তু যতীনের জমিদারি তো আছে। নিবেদন ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষিনী—
যতীনের মা—
শ্রীসরোজিনী দেবী।

৩নং চিঠি—শ্রীমতী ঘটকিনী ঠাকুরাণী

মহোদয়াসু।

প্রণাম জানিবেন। শ্রীমান্ শরতের জন্য "কি রকম কন্যা আবশ্যক" জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এজন্য লিখিতেছি। আমরা নগদ টাকা কড়ি চাহি না; মেয়ের বাপ একজন জজ, হাইকোর্টের উকিল, আসি-ষ্ট্যান্ট বা পুরাতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিদেন কোন খ্যাতনামা ডাক্তার হওয়া চাই; তাঁহার কেবল একটী মাত্র কন্যা (অর্থাৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী একটী মাত্র কন্যা) থাকা চাই; মেয়েটী সুশী-লার মত উঁচু হওয়া চাই; রঙ্ সরলার মত দুধেআলতা ফরসা হওয়া চাই; চোক্ দুটি আমাদের পুঁটীর চোখের মত "নীলপদ্ম" হওয়া চাই; মুখখানি সরলা-দের বউএর মত "শতদলপদ্ম" হওয়া চাই; হাসিটুকু মৃণালের হাসির মত মধুমাখা চাই; হাত পায়ের তেলো গোলাপফুলের মত গোলাপী হওয়া চাই; গড়নটী যোগেন কাকার সেজ মেয়ের মত গোলা'ল ও নরম নরম চাই; চুলগুলি সুকেশিনীর চুলের মত ঠিক্ হওয়া চাই; গলার স্বর আর কথার ধরণ, আমাদের ইন্দুর মত মিঠে মিঠে হওয়া চাই; হাঁটনটি চারুবালার মত "গজগমনে" চাই; মোটের উপরে মেয়েটী পুরাণকথার "তিলোত্তমা" অথবা উপকথার পরীরাণী হওয়া চাই; মেয়ের লেখাপড়া জানা চাই; শিল্প চিত্র, হারমোনিয়ম ও পিয়ানো বাদনে নিপুণতা চাই; মেয়েটীর সর্ব্বাঙ্গে হীরা, মুক্তা, জড়াও গহনা চাই; এরই উপ-যোগী পোষাক কাপড় চাই; ছেলের বরসজ্জা সব সোণা, রূপা চাই; বরাভ-রণ সব হীরা মুক্তা চাই; আর আর যাহা চাই তাহা "উনি" বাড়ী আসিলে লিখিব। তবে আমরা এমন ছোট লোক নই, যে "নগদ টাকা চাই" বলিয়া কন্যাকর্ত্তাদিগকে পীড়ন করিব! ছি! সে ভারি লজ্জার কথা! নিবেদনমিতি।

অনুগতা—
শ্রীসুহাসিনী রায়।

৪নং চিঠি—পূজনীয়া শ্রীমতী ঘটকী ঠাকুরাণী—

পূজনীয়াসু।

আমাদের বাড়ীর কর্ত্তা, গোপালের বিবাহের জন্য আপনাকে কি রকম মেয়ে দেখিতে বলিয়াছেন তাহা জানি না; কিন্তু আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশীলের বিবাহ কেবল টাকার লোভে দিয়া এখন অনুতাপের জ্বালায় আমিই পুড়িয়া মরি-

তেছি। এমন বউ হইয়াছে যে—তাহাকে লইয়া ঘর করিতে পারিলাম না, এমন ছেলেটী পর্য্যন্ত বিগড়িয়া যাইতেছে! দোহাই ঠাকুরাণি! আপনার পায়ে পড়ি, আমার গোপালের জন্য একটী সুশ্রী, সুশীলা ও সুলক্ষণা মেয়ে আনিয়া দিবেন। আমার শ্বশুর ঠাকুর যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আমার বাছারা তাহাই ভগবানের দয়ায় ভোগ করুক; বউ গরিবের মেয়ে হইলেও বা কি? আমাদের শাস্ত্রে বলে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"; অতএব আমি ঘরকন্নায় সুখী হইতে পারি, মেয়ে না হওয়ার ক্ষোভ মিটাইতে পারি, আমাকে এই রকম একটী মেয়ে খুঁজিয়া দিবেন। কর্ত্তামহাশয় যদি টাকার মমতায় একটা "শাশুড়ীজ্বালানী" মেয়ে আনিতে বলেন, তাহা আপনি কখনই শুনিবেন না। আমি সুশীলের বিবাহ টাকা পয়সার সহিত দিয়াছি—গোপালের বিবাহ দিয়া মনের মত বউ আনিব। আপনি ইহা মনে রাখিবেন, আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব। নিবেদনমিতি।

প্রণতা—

শ্রীবিনোদিনী সরকার।*

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া।

(৩৪২ সংখ্যা ৮২ পৃষ্ঠার পর)

মনোনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে প্রতীত হয় যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথম উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সদ্ভাব অর্থাৎ সহোদর সহোদরাদিগের স্নেহ মমতা বর্দ্ধন করা। যে ব্যক্তি একান্ত আত্মীয়গণের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে না পারে, সে পারিবারিক, সামাজিক অথবা বিশ্বজনীন কর্ত্তব্যপালন করিবার অযোগ্য —যোগ্য হইলেও তাহা—একরূপ নিষ্ফল বলা যাইতে পারে। এই কারণে আর্য্যগণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথম উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সদ্ভাব; সহোদর সহোদরার স্নেহবর্দ্ধন পক্ষে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এক প্রধান সহায়। এজগতে সহোদর সহোদরা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। উভয়ের জন্ম একই গর্ভে, উভয়ের লালন পালন একই হস্তে, উভয়ের জীবন রক্ষা একই স্নেহে। এরকম স্বাভাবিক সহযোগিতা জগতে আর নাই, স্বাভাবিক এরূপ স্নেহ মমতাও জগতে আর বেশী নাই। কিন্তু ঘটনাক্রমে উভয়ের মধ্যে একান্ত ব্যবধান হইয়া থাকে। ভগিনীকে অপরের হস্তে দিয়া জন্মের মত "পর" করিতে হয়;

---

* এই চিঠি কয়খানি ঘটকী ঠাকুরাণীর "ত্যাজ্য সম্পত্তি" বিবেচনায়, প্রকাশ করিতেছি। ছেলের মা'র চিঠিগুলি দেখিয়া যদি কোনও মেয়ের মা উপকৃতা হন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থা হইব।

জনৈক "প্রকাশিকা।"

ভ্রাতার গৃহ, সম্পত্তি, বা গোত্রে ভগিনীর কোনও অধিকার থাকে না। পুরুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে হয়, তাঁহার স্ত্রী সন্তান প্রভৃতি পোষ্য বর্গের জন্য, ভগিনীর জন্য নহে। ভগিনীরও গৃহধর্ম্ম তাঁহার স্বামী ও শ্বশুর কুলের জন্য, ভ্রাতার জন্য নহে।* এই কারণে প্রাপ্তবয়সে ভ্রাতাভগিনীর স্নেহ মমতা কতকদূর শিথিল হইতে পারে। মন সর্ব্বদা যাঁহাদিগের বিষয় চিন্তা করে, প্রায় প্রতিকার্য্যেই যাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, যাঁহাদিগের উপরে সুখ, শান্তি, আশা, ভরসা সমস্তই নির্ভর করে, সাধারণতঃ মানব-হৃদয় তাঁহাদিগের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হয়। তাই ভ্রাতার নিকটে তাঁহার প্রতিপালিত পরিবারবর্গ অধিকতর স্নেহ মমতা প্রাপ্ত হন, আর ভগিনীর নিকটে তাঁহার শ্বশুর কুল অধিকতর আত্মীয় বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীতে যতই পার্থক্য হউক না কেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভগিনী নহিলে ভ্রাতার চলে না, ভ্রাতা নহিলে ভগিনীর চলে না। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় মাতার অধিকার নাই, স্ত্রীর অধিকার নাই, কন্যার অধিকার নাই, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় কেবল ভগিনীই অধিকারিণী। তাই এই দিনে ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে! এই দিনে মনে পড়ে দুই জনের দেহ একই উপাদানে গঠিত, দুই জনের দেহে একই জীবনী, দুই জন হয়ে এক একে দুই! "ভ্রাতা ভগিনী" বলিতে দুইজন দুইজনেরই বুঝায়।—বৌদিদীরা শুনিলে কি বলিবেন জানিনা, আমি যেন ঠিক বুঝিতে পারি, দাদা ও আমি এক বোঁটায় দুইফল, এক শরীরের দুই ছায়া! "ভ্রাতা" বলিতে ভগিনীর হৃদয় কি এক স্বর্গীয় ভাবে—কি জীবন্তভাবে পূর্ণ হইয়া যায়; তাহা বুঝিতে পারি, লিখিতে পারিনা; লিখিয়া সে অব্যক্ত সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারি না, তাহা কেবলই অনুভবনীয়!

এজগতে ভগিনীর ভালবাসা অমূল্য ভালবাসা। ভালবাসার মধ্যে যাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সেই ভালবাসা ভগিনীর হৃদয়ে। ভ্রাতার গৃহে বাস না করিয়া ভ্রাতার সহিত সাংসারিক কোনও সহযোগিতা না রাখিয়া, ভ্রাতার সুখ দুঃখে ভগিনীর হৃদয়ের পূর্ণ সহানুভূতি। এইখানে ভগিনীজীবনের বিশেষত্ব। এইখানে ভগিনী স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতির উপরেও স্থান পাইতে পারেন। সহৃদয় আর্য্যগণ এ স্বর্গীয় ভালবাসা বুঝিয়াছিলেন; পাছে সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া এই স্বর্গীয় ভালবাসা উপযুক্তরূপে বিকসিত না হয়, পাছে ভ্রাতা, ভগিনীর ভালবাসার প্রতিদান করিতে বিমুখ হন, সেই আশঙ্কায় ঋতু-পরিবর্ত্তন সময়ে, হেমন্তের প্রথম মাসে পীড়িত ভ্রাতাদিগের (কার্ত্তিকমাসে আমা-

* এ সকল কথা সাধারণের প্রতি প্রযোজ্য। বিধবা বা পতিত্যক্তা ভগিনীরা ভ্রাতৃগৃহে বাস করিয়াও থাকেন; সে সকল ঘটনা অবস্থা ক্রমেই হয়। প্রঃ লেঃ।

দের দেশে পীড়ার কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন) দীর্ঘায়ু প্রার্থনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। "জামাই ষষ্ঠী" ভদ্রতার জন্য বলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আমের সময়ে, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া প্রাণের টানে বলিয়া কার্ত্তিক মাসে, রোগের বাড়াবাড়ি সময়ে। এই সময়ে যে ভগিনী ভ্রাতাকে পূজা করিয়াছেন, যে ভ্রাতা ভগিনীর সেই প্রাণভরা ভালবাসা গ্রহণ করিয়াছেন, ভ্রাতা ভগিনীর জীবনের বিমল সুখ তাঁহারাই উপভোগ করিয়াছেন! ভাই ভগিনী বিধাতার যে কি অমূল্য দান, তাহা সেই এক মুহূর্ত্তে উভয়েই বুঝিয়াছেন! সে সময়ে পাষাণও গলিয়া যায়। তাই বলিতেছি যতদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া রহিবে, ততদিন ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়পূর্ণ মমতাও রহিবে; রহিবে বলিয়াই আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পারিবারিক সদ্ভাব। ব্যক্তিগত ভাবের পরেই পারিবারিক ভাব। সহোদর সহোদরার কর্ত্তব্য পালিত হইলে, পারিবারিক কর্ত্তব্য পালনের পক্ষেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সহায়তা। হিন্দুজাতি জ্যেঠা খুড়া হইতে মেসো পিসা প্রভৃতি আত্মীয়দিগের সহিতও একান্নভোগীরূপে বাস করেন। সকল মানবের প্রকৃতি কখনও একরূপ হয় না, বিশেষতঃ হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল নিয়তই অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, মানবের সংযমন শক্তি অল্পতা দেখিলেই ইহারা মানব মন অধিকার করিয়া বসে। এই কারণে যেখানে বহু-পরিবার, সেই স্থানেই প্রায় মত-বৈষম্য; তাহারই ফলে বিবাদ বিসংবাদ বা গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া পারিবারিক শান্তিকে একেবারেই দূর করে! কিন্তু অপক্ষপাতিতা, অমায়িকতা ও সমদর্শিতা যে গার্হস্থ্য সুখ শান্তির প্রধান উপায়, এ কথা নীতিজ্ঞ হিন্দু, প্রেমিক হিন্দু বিশেষ-রূপে জানিতেন; তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া এই কথাগুলি বার বার লিখিয়াছেন; এই কথাগুলি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইতেও হৃদয়ঙ্গম হইবার আশয়ে তাঁহারা আদেশ দিয়াছেন, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতাকে আগে জ্যেঠতুত ভগিনী ইত্যাদির হস্ত হইতে এবং সকলের শেষে সহোদরা ভগিনীর হস্ত হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে সহোদরার যে গৌরব সে গৌরব তো রহিলই, লাভে অন্যান্য ভগিনীরা পরম সন্তুষ্ট হইলেন। সহোদর সকলের ভাগ্যে সম্ভব হয় না, কিন্তু আর্য্য-গণের সদ্বিবেচনায় কোনও ভগিনী দুঃখিতা বা ঈর্ষ্যাপরায়ণা হইতে পারেন না। যতই পর হউন না কেন, যতই দূর সম্পর্কীয় হউন না কেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে সকল ভাইভগিনীই সহোদর সহোদরা স্থানীয়। ভালবাসাতেই পর আপন হয়, মিত্র হয়। পরকে আপন করিতে না পারিলে—অন্য জাতির যাহাই হউক হিন্দু জাতির গার্হস্থ্যধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

প্রেমিক হিন্দু আর্য্যগণ ইহা জানিতেন বলিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকেও পারিবারিক সদ্ভাব শিখাইবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের এত সৌজন্য, পর তাঁহাদের আপন হইবে না কেন?

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তৃতীয় উদ্দেশ্য সামাজিক সদ্ভাব—পরিবারের পরে সমাজই মানবের অবলম্বনীয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতাভগিনী সম্পর্কীয় সামাজিক নরনারী মাত্রেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃত্য করিতে পারেন। মৌখিক সম্পর্কেও ইহা আচরিত হয়। আর্য্যগণ বলিয়াছেন —

"সর্ব্বাস্থ ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনং"

সকল সম্পর্কীয় ভ্রাতা ভগিনীগণ সহোদর সহোদরার প্রাণে অনুপ্রাণিত হইলে মানব সমাজের কি কল্যাণ সাধিত না হয়? ভালবাসায় সীমাবিস্তারে মানব-হৃদয়ের মহত্ব। দয়া, ক্ষমা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্গুণগুলির ন্যায় ভালবাসাও গৃহ হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইতে পারে—হইলেই মানবসমাজ দেবসমাজ হইতে পারে। ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসার মত পবিত্র স্বার্থশূন্য ভালবাসাই প্রকৃত সামাজিক ভালবাসা। এইরকম ভালবাসা যতই বাড়িবে, সমাজেরও তত উন্নতি হইতে থাকিবে। এই ভ্রাতা ভগিনী ভাব বিস্তৃতির আশয়েই আর্য্যগণ ভ্রাতা ভগিনী সম্পর্কীয় ব্যক্তি মাত্রের জন্যই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ভাই ভগিনীর ভালবাসা যে সামাজিক ভালবাসার আদর্শ একথা একটু ভাবিয়া দেখিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। মাতা পিতা আমাদের ভালবাসার আদি ও সর্ব্বোচ্চ স্থান, কিন্তু মাতাপিতাকে বাস্তবিক নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়াছি কি না তাহা বুঝিতে পারি না। যাঁহারা আমাদিগকে প্রাণপণে লালনপালন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের প্রাণপূর্ণ স্নেহ মমতার একবিন্দু অভাব হইলে আমাদিগের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব, আমরা মনুষ্যহৃদয়ে তাঁহাদিগকে ভক্তি না দিয়া থাকিব কি করিয়া? আরও শিক্ষক ছাত্র, উপকারী উপকৃত, প্রভু ভৃত্য প্রভৃতির ন্যায় সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইলে অন্য কেহ কাহারও পিতামাতার ন্যায় ভক্তিভাজন হইতে পারে না। ভালবাসার মধ্যবিন্দু দম্পতী। এরূপ অলৌকিক আকর্ষণবিশিষ্ট ভালবাসা জগতে আর নাই, এরূপ এক জীবনে দুই দেহ আর নাই। কিন্তু ইহাদিগের ভালবাসা স্বার্থশূন্য কিনা তাহা বুঝিতে পারা অসম্ভব। ভরসা করি এই কথায় পবিত্রতম দাম্পত্য সম্বন্ধের অগৌরব করা হইতেছে না, কারণ আমরা বলিতেছি আমাদের দেশে ভার্য্যাগণ স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহযোগিনী, আশ্রিতা, পালিতা ও সেবিকারূপে থাকেন। অতএব যাঁহাদের পরস্পরকে লইয়া প্রতিপলকেই প্রয়োজন, সকল বিষয়েই যাঁহাদিগের সহযোগিতা, তাঁহাদিগের পরস্পরের ভালবাসায় কতটুকু স্বার্থপূর্ণ কতটুকু নিঃস্বার্থ, তাহা বুঝিব কি করিয়া?

বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা ব্যক্তিগত ভালবাসা; উহা কেবল স্বামী স্ত্রীর প্রাপ্তব্য। পারিবারিক ভালবাসার শেষ সীমা সন্তান। কিন্তু বাৎসল্য বা স্নেহ অতুলনীয় হইলেও তাহা সামাজিক সাধারণ জিনিস নহে; তবে ব্যক্তি বিশেষের উপরে ব্যক্তি বিশেষের সন্তানবৎ স্নেহ জন্মিতে পারে। তাই বলিতেছি ভাই ভগিনীর ভালবাসা সামাজিক ভালবাসার আদর্শ। ভ্রাতা ভগিনী হইতেই লোকের নিঃস্বার্থ ভালবাসার আরম্ভ। শিশু ভাই বালিকা ভগিনী, কেহ কাহারও বিশেষ কিছুই সাহায্য করে না, তথাপি উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা দেখা যায়। এই ভালবাসা চিরকালই স্বার্থশূন্য। ভাই ভগিনীদিগের পরস্পরকে ভালবাসিয়াই সুখ; কোনও দিন ভালবাসা ফিরিয়া চাহিবার আবশ্যক হয় না—অবকাশ হয় না। প্রাপ্ত বয়সে পুরুষের সুখ দুঃখে তাঁহার সহযোগিনী সহভোগিনী ভার্য্যার হৃদয় যেরূপ সুখ দুঃখ অনুভব করে, শতদূরবর্ত্তিনী সর্ব্বথা অনধিকারিণী ভগিনীর হৃদয়ও সেইরূপ অনুভব করে। তবে বৌদিদিদের আবশ্যক হইলে বিরাশি সিক্কা ওজনের মুখ ঝামটা দিতে পারেন, এক নিমেষে পঞ্চমে উঠিতেও পারেন, বা এ সকলের চেয়ে গুরুতর বিধিও প্রবর্ত্তন করিতে পারেন; বৌদিদিদের অনেক রকম আবশ্যকও হয়, অনেক রকম অধিকারও আছে; ভগিনী কিন্তু ভাইকে ভাল বাসিয়াই পরিতৃপ্ত; ভ্রাতা যতদূরেই থাকুন তাঁহার মঙ্গলেই ভগিনীর মঙ্গল। আবার ভগিনী পরের গৃহিণী, পরের পরিচর্য্যায় নিরতা, ভ্রাতা তাহাতেই সন্তুষ্ট; ভগিনীর সুখ্যাতি শুনিয়া, মঙ্গল জানিয়া ভ্রাতা কৃতকৃতার্থ। এই রকম ভালবাসাই তো সামাজিক ভালবাসা, ভ্রাতা ভগিনীই তো সমাজ গৃহের ভিত্তি। স্ত্রী পুরুষ লইয়াই মানবসমাজ গঠিত; হিন্দু সমাজের রীত্যনুসারে সামাজিক নরনারীগণ বিশেষ কারণ ব্যতীত পরস্পরের সম্মুখীন না হইলেও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। তাই সামাজিক নরনারী ভ্রাতৃত্ব ভগ্নীত্বে অভ্যস্ত হইয়াই সামাজিক কর্ত্তব্য অনায়াসে পালন করিতে পারেন। নরনারীর পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার সদ্ব্যবহার, অবস্থা ও উপযোগিতাক্রমে পরস্পরের শরীর মন ও আত্মার মঙ্গলের সহায়তা করা, এই সকল কার্য্য সামাজিক কর্ত্তব্য বলা যায়। সামাজিক কর্ত্তব্য পালিত না হইলে মানবসমাজ পশুসমাজ হইয়া পড়ে। অতএব সামাজিক নরনারী যদি ভ্রাতৃভাবে ভগ্নীভাবে অভ্যস্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে সামাজিক কর্ত্তব্য অতিসহজে পালিত হয়। ভ্রাতা বলিতে আমাদিগের মনশ্চক্ষে, আত্মত্যাগী ন্যায়পরায়ণচেতা, পবিত্র এক দেবকুমার আবির্ভূত হন; ভ্রাতৃমূর্ত্তির আদর্শ এই রকম। আর "ভগিনী" বলিতে আত্মবিস্মৃত ভালবাসা ও পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী

হইয়া আমাদের মনশ্চক্ষে বিরাজ করেন, ভগিনী মূর্ত্তির আদর্শ এই রকম। সামাজিক নরনারীদিগকে ভ্রাতৃ ভগ্নীর পবিত্র মূর্ত্তিতে সাজাইবার পক্ষে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া অপূর্ব্ব কৌশল। হিন্দু মহিলাকে যিনিই "ভগিনী" সম্বোধন করিতে পারেন, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় তিনিই সহোদর স্থানীয়। ভ্রাতৃ-স্নেহোদ্বেলিতা হইয়া হিন্দুমহিলা তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তাঁহার জন্য আহার্য্য সংগ্রহ করেন; এরকম সহজে এমন পরার্থপরতা আর কোথায় শিক্ষা হয় বলতো? সামাজিক নরনারীকে সদ্ভাব শিখাইবার এমন কৌশল আর কি দেখিয়াছ বলতো? (ক্রমশঃ)

মহারাণী সীতাবিলাস।

(৩৪২ সংখ্যা ১০ পৃষ্ঠার পর)

দেবজমনীর স্বামী মহারাজ কৃষ্ণজী উদয়ারের পাঁচ বিবাহ। ইনি চতুর্থী ভার্য্যা ও বন্ধ্যা ছিলেন। সুতরাং মহারাজের জীবদ্দশায় প্রাচ্য দেশে সপত্নী-সহবাসে হিন্দু রমণীকে যেরূপ অসুখের জীবন কাটাইতে হয়, ইহাঁকেও সেইরূপ করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে মহারাজের স্বর্গলাভের পর ইহাঁর প্রভূত প্রতাপ বালার্কের ন্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার আদেশের কাঠিন্য, কথার গুরুত্ব, শুধু তাঁহার পরিবার মধ্যে নয়, নগরবাসী সকলে সমভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহাঁর নিজের কোনও সন্তানসন্ততি হয় নাই। মহারাজ চামরাজ উদয়ার ইহাঁর দত্তক পুত্র। দত্তক পুত্রের ছেলেগুলিকে ইনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। পরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে কিরূপে কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন—যেখানে তীব্র শাসন আবশ্যক, সেখানে তাহা করিতেন, যেখানে যেখানে মিষ্টকথা, মধুর ভাব, বশ্যতা স্বীকার একান্ত আবশ্যক তাহার কোনও মতে অন্যথাচরণ করিতেন না। মহারাজরাণী শাসনকর্ত্রীর যে যে গুণ অতি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল। যদিও ইহাঁর স্বভাব কথঞ্চিৎ তীব্র ছিল, তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইনি মিষ্টভাষিণী, সদালাপিনী ও দয়ালুচিত্তা ছিলেন। উন্নত অবস্থায় লালিতা পালিতা হইয়া রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন, কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে ইহাঁর অন্তর এতদূর সুপ্রশস্ত ছিল যে, ইনি পর্ণকুটীরবাসী নরনারীর দুঃখ অনুভব করিতে পারিতেন। এই ক্ষমতা সকলের—সকলের কেন প্রায়ই থাকে না, যদি থাকিত, তাহা হইলে সংসারের দুঃখ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইত। সুতরাং মহিসূরে দুরবস্থাক্লিষ্ট

এমন কোনও লোক ছিল না যে ইঁহার সাহায্য না পাইয়াছে। সংক্ষেপে ইঁহার দানশীলতার এইমাত্র আভাস দিয়া ক্ষান্ত রহিলাম যে, উক্ত রাজ্যে ২৫০।৩০০ পরিবার প্রতিমাসে ইঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইত। যখন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত, তখন তিনি একদিন তাঁহার অনুগৃহীত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণকে এক একজন করিয়া নিকটে ডাকিয়া বলেন যে, তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা ছিল, তদনুযায়ী তাহাদিগকে সাহায্য করিতে না পারায় তিনি দুঃখিতা আছেন। তিনি এক্ষণে তাহাদিগের প্রত্যেককে ফল ও পুষ্প ও এক এক মুষ্টি টাকা দান করিয়া জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজবর্ম্মোচিত কর্ম্ম ইঁহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল। "সীতাবিলাস অগ্রহার" নামে যে অষ্টাদশ বাটী সম্প্রতি বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া ও চাম রাজেন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া তৎসমস্ত তাহাদিগকে দান করিতে আদেশ দেন। তাহাই হইল। আরও অনেক বাটী নির্ম্মিত হইয়া এইরূপে বিতরিত হইবে, আর এই সকল ব্রাহ্মণদিগের জন্য একটি একটি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। তরুভিখারীতে তিনি যে অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করেন, তিনি বা তাঁহার পুত্রাদি যদি কেহ জীবিত থাকেন, তাঁহাদিগকেও ঐরূপ দান করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

তাপমান যন্ত্র।

উষ্ণতার ইতরবিশেষবশতঃ জড় বস্তুদিগের আয়তনের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। সকল দ্রব্যই উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত ও শীতল হইলে সঙ্কুচিত হয়। অতএব যদি কোন বস্তুর প্রসারণ ও আকুঞ্চনের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহাহইলে উহার উষ্ণতা অনুষ্ণতারও পরিমাণ অনায়াসে নিরূপিত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ এই উপায় অবলম্বন করিয়াই তাপমানযন্ত্র (Thermometer) সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। কঠিন, দ্রব ও বায়বীয় সকল প্রকার দ্রব্য দ্বারাই তাপমান যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে; কিন্তু কঠিন বস্তুদিগের বিস্তৃতি নিতান্ত অল্প ও বায়বীয় বস্তু সকলের বিস্তৃতি অত্যন্ত অধিক বলিয়া সচরাচর তরলদ্রব্য দ্বারাই তাপমানযন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তরল বস্তুদিগের মধ্যে পারদ ও সুরাসার এই দুইটী তাপমানযন্ত্র নির্ম্মাণার্থ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কেননা সমধিক উত্তপ্ত না হইলে পারদ বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় না এবং অত্যন্ত শীতল হইলেও সুরাসার জমিয়া যায় না।

অন্যান্য তাপমান অপেক্ষা পারদ-

ঘটিত তাপমান সমধিক প্রচলিত। পারদ তাপমান নির্ম্মাণ করিতে হইলে একটী সরল, সূক্ষ্ম ও সমছিদ্রসম্পন্ন কাচনালী লইয়া তাহার এক প্রান্তে একটী কন্দ প্রস্তুত করিতে হয়। অনন্তর কন্দ ও দণ্ডের কিয়দংশ পারদপূর্ণ করিয়া উত্তাপ দিতে হয়। তাপনিবন্ধন যখন পারদ ফুটিয়া উঠে এবং তাহার বাষ্পধারা নলের অভ্যন্তর হইতে বায়ু ও জলীয়-বাষ্প নিরাকৃত হইয়া যায়, তখন অপর প্রান্ত দ্রবীভূত ও রুদ্ধ করিয়া উষ্ণতানুষ্ণতার পরিমাপক চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হয়। পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, (Melting ice) দ্রবমাণ তুষার ও স্ফুটনশীল জলের (boiling water) উষ্ণতা সকল স্থানে ও সকল কালেই সমান, এই নিমিত্ত ইহাদিগের উষ্ণতানুষ্ণতা অবলম্বন করিয়া তাপমান যন্ত্রের চিহ্ন সকল অঙ্কিত হইয়া থাকে। কাচনালীকে দ্রবমাণ তুষার-চূর্ণ মধ্যে নিমগ্ন করিলে অভ্যন্তরস্থ পারদ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পরিশেষে যে বিন্দুতে স্থির হয়, তথায় আর একটী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হয়। যেরূপ হস্ত পদাদির দৈর্ঘ্যকে একক ধরিয়া যাবতীয় দ্রব্যের দৈর্ঘ্য মাপা যায়, তদ্রূপ যে উষ্ণতা দ্বারা তাপমান যন্ত্রের পারদ একচিহ্ন হইতে অপরচিহ্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তদ্দ্বারা সকল দ্রব্যের উষ্ণতানুষ্ণতা পরিমিত হইয়া থাকে। আরও যেরূপ ফুট পরিমাপক দণ্ডকে ইঞ্চি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়, তদ্রূপ উল্লিখিত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানটীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাগে বিভক্ত করিয়া উষ্ণতার "অংশ" সূচক চিহ্ন সকল অঙ্কিত করা হয়। কিন্তু তাপমান যন্ত্রের মাপদণ্ডের বিভাগ প্রণালী সর্ব্বত্র সমান নহে। তুষার হিম-জলে নিমগ্ন করিলে পারদ যে বিন্দু পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে এবং স্ফুটনশীল জলে নিমজ্জিত করিলে উহা যে বিন্দু পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, সেই দুই বিন্দুর অন্তর্গত স্থানকে কোথাও ১০০, কোথাও ১৮০, কোথাও বা ৮০, সমান অংশে বিভাগ করে। ফরাশীদেশে শতাংশিক-মাপ প্রচলিত এবং সর্ব্বদেশীয় পদার্থ বেত্তারাও এই মাপ অনুসারে শীতোষ্ণতার পরিমাণ প্রকাশ করেন। ইহার দ্রবণবিন্দু 0° শূন্য ও স্ফোটনবিন্দু ১০০° এবং ইহাদিগের অন্তর্গত স্থান সমশতাংশে বিভক্ত। দ্বিতীয় প্রকার মাপ ইংলণ্ডে প্রচলিত; আমেরিকা ও ভারতবর্ষেও এই মাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফারেণহীট নামক এক ব্যক্তি ইহার উদ্ভাবন করেন। ফারেণহীটের তাপমানের দ্রবণ বিন্দু ৩২° ও স্ফোটন-বিন্দু ২১২° এবং ইহাদিগের অন্তর্গত স্থান ২১২ — ৩২ = ১৮০ সমান অংশে বিভক্ত। দ্রবণ বিন্দুর ৩২ অংশ নিম্নে ইহার 0° শূন্য। রিওমার নামক একজন পণ্ডিত তৃতীয় প্রকার পরিমাপের সৃষ্টি করেন। রুষরাজ্যে এই মাপ প্রচলিত। রিওমারের তাপমানের দ্রবণ-বিন্দু 0° ও স্ফুটন বিন্দু ৮০ এবং মাপ-

দণ্ডের যে ভাগ এই দুই বিন্দুর অন্তর্গত তাহা ৮০ অশীতি সমান অংশে বিভক্ত।

উষ্ণতার অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এক একটী ক্ষুদ্র শূন্য লিখিতে হয়, এবং যে পরিমাপ প্রণালীর অংশ তাহার আদ্য অক্ষর লিখিতে হয়। যথা—১৫° শ, ৬০° ফা ১২° রি, ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে শতাংশিকের ১৫ অংশ, ফারেণহীটের ৬০ অংশ ও রিওমারের ১২ অংশ বুঝায়। শূন্যের নিম্নস্থ কোন অংশ লিখিত হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়, যথা—১৫° শ, অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিম্নে।

ক্রয়মাণ তুষার মধ্যে নিমজ্জিত হইলে যে তাপমান যন্ত্রের পারদ অনতিবিলম্বেই 0° শ পর্য্যন্ত অবনত হইয়া পড়ে এবং স্ফুটনশীল জলোত্থিত বাষ্পমধ্যে নিমগ্ন করিলে যাহার অভ্যন্তরস্থ পারদ ১০০° শ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া উঠে, সেই তাপমান যন্ত্রই উৎকৃষ্ট। যে সকল তাপমান যন্ত্র দোষশূন্য, তাহাদিগের ভিতরে লেশমাত্র বাতাস থাকে না। এনিমিত্ত তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিলে অপর প্রান্তের সহিত পারদের অভিঘাত বশতঃ এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। তাপমান যন্ত্রের অংশ সকলের পরিমাণ সমান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অংশগুলি সমান কিনা তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, ঈষৎ বলপ্রয়োগ দ্বারা পারদস্তম্ভ হইতে কিঞ্চিৎ পারদ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিতে হয়, যদি সকল অংশের পরিমাণ সমান হয়, তাহা হইলে উক্ত পারদের দৈর্ঘ্য সকল প্রদেশেই সমান অংশ দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

কাল সহকারে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তাপমান যন্ত্র সকলও এত মন্দ হয় যে, ক্রয়মান তুষার মধ্যে নিমজ্জিত হইলে তাহাদের অভ্যন্তরস্থ পারদ 0° শ পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে না। ২° শ কি ১° শ পর্য্যন্ত নামিয়াই স্থির হয়। উত্তাপ বশতঃ তাপমান যন্ত্রের পারদ যেরূপ প্রসারিত হয়, কাচনালী ও সেইরূপ হইয়া থাকে। যদি পারদ ও কাচের প্রসারণের পরিমাণ সমান হইত, তাহা হইলে আমরা শীতোষ্ণতা নিবন্ধন তাপমানের অন্তর্গত পারদের উন্নতি অবনতি অনুভব করিতে পারিতাম না। কিন্তু কাচ অপেক্ষা পারদ সাতগুণ অধিক প্রসারিত হয়। অতএব, বলিতে হইবে, পারদের প্রকৃত উন্নতির সাত ভাগের ছয় ভাগ মাত্র আমরা দেখিতে পাই। উত্তাপদ্বারা কাচমাত্রেই বিস্তৃত হয়, কিন্তু সকল প্রকার কাচের বিস্তৃতির পরিমাণ সমান নহে। এই নিমিত্ত যে সকল তাপমান ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাচদ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহাদের অভ্যন্তরস্থ পারদের উন্নতি সকল সময়ে সমান হয় না।

পারদের তুল্য তাপমান নির্ম্মাণোপযোগী পদার্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অল্প উত্তাপে ইহা অপেক্ষাকৃত

অধিক প্রসারিত এবং—৩৬° শ ও ১০০°শ অংশের মধ্যে সমান সমান উত্তাপে প্রায় সমান সমান দূর বিস্তৃত হয়।

উষ্ণতার পরিমাণার্থ যেরূপ পারদপূর্ণ কাচনালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুরাসার পূর্ণ কাচনালীদ্বারা শৈত্যের পরিমাণ নিরূপিত হয়। ৭৮°শ উষ্ণ হইলে সুরাসার ফুটিতে থাকে, কিন্তু শীতল করিয়া ইহাকে এপর্য্যন্ত কেহ কঠিন করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ৩৫০°শ উষ্ণ হইলে পারদ ফুটিয়া উঠে। এ নিমিত্ত কঠিন পদার্থের বিস্তৃতি অবলম্বন করিয়া অতীব উত্তপ্ত দ্রব্যসমূহের উষ্ণতা পরিমিত হইয়া থাকে। এই সকল তাপমানকে সচরাচর "বহ্নিমান" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। শীতাতপ সংক্রান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে দিবারাত্রিতে উহাদের কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। সচরাচর যে সকল তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অনবরত তাহাদিগের অন্তর্গত পারদস্তম্ভের উন্নতি ও অবনতি অবলোকন না করিলে উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায় না। এই অসুবিধা নিরাকরণার্থ পদার্থবেত্তৃগণ কয়েকপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উষ্ণতাস্বল্পতার হ্রাস বৃদ্ধির সীমা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারা যায়। যে যন্ত্রদ্বারা উষ্ণতার বৃদ্ধির চরম সীমা জানিতে পারা যায়, তাহার নাম (maximum) "গরিষ্ঠ তাপমান" আর যদ্দ্বারা উহার হ্রাসের শেষ সীমা জানিতে পারা যায়, তাহার নাম (minimum) "লঘিষ্ঠ তাপমান।"

তাপমান যন্ত্রদ্বারা দ্রব্যাদির উষ্ণতার পরিমাণ মাত্র জানিতে পারা যায়, কিন্তু কাহারও তাপের পরিমাণ জানা যায় না। এক কলস জলমধ্যে কোন তাপমান যন্ত্র নিমগ্ন করিলে তাহার অন্তর্গত পারদ যে বিন্দু পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, এক বাটি জলে নিমজ্জিত হইলেও সেই পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, কিন্তু এক বাটি জলের উত্তাপ অপেক্ষা যে এক কলস জলের উত্তাপ অনেক অধিক ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এক বাটি জলের উষ্ণতা ১ অংশ বৃদ্ধি করিতে যে তাপ প্রয়োগ করিতে হয়, এক কলস জলের উষ্ণতা ১ অংশ বৃদ্ধি করিতে তদপেক্ষা অনেক অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করা আবশ্যক। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও, সকল দ্রব্য সমান উষ্ণ হয় না। অল্প উত্তাপে বালুকা অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণ হয় ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে উত্তাপ নিবন্ধন ১ সের পারদের উষ্ণতা ৩০ অংশ বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা ১ অংশ মাত্র বৃদ্ধি হয়। অতএব ১ সের জল ও ১ সের পারদের উষ্ণতা সমান হইলেও ১ সের পারদ অপেক্ষা ১ সের জলের তেজ ৩০গুণ অধিক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে

হইবে। ফলতঃ তাপমান যন্ত্রদ্বারা দ্রব্যাদির উষ্ণতার পরিমাণ নিরূপিত হয়, কিন্তু কাহারও অন্তর্গত তেজের পরিমাণ জানিতে পারা যায় না।

প্রহেলিকা।

বিধাতার সৃষ্ট কল—আশ্চর্য্য কৌশল,
হস্তপদ বিহীন সে চলে অবিরল!
পলকের তরে তার নাহিক বিশ্রাম,
অবিশ্রান্ত-অবিরাম করিছে সংগ্রাম।
না মানে বারণ, করে সকলে সংহার,
রাজা প্রজা ধনী দুঃখী নাহিক বিচার।
বিচার করিয়া বল—কি পদার্থ হয়?
সহজে পাইবে তারে ধ্রুব—সুনিশ্চয়॥ ১

শূন্যের সমষ্টি বটে—নহে নিরাকার,
নয়নে নিরখি কিন্তু নিতান্ত অসার।
অচেতন—মৃত প্রাণ, ছাড়ে না আমায়,
ছুটাছুটি যত করি সাথে সাথে যায়।
অদ্ভুত পদার্থ অতি—নহে কিন্তু ভূত,
অদ্ভুত হলেও নহে সৃষ্টি-বহির্ভূত।
বুদ্ধির চালনা কর—ছাড়িয়ে বিজ্ঞান,
করিতে পারিবে ঠিক্ উত্তর প্রদান॥ ২

তিন বর্ণে নাম তার অতি বলবান্,
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে বাধিবে সংগ্রাম।
মধ্যম বরণ তার করিলে হরণ,
হানে প্রাণ—যেতে হয় শমন-ভবন।
শেষ বর্ণ শব্দ হ'তে যদি ছিন্ন হয়,
সপ্তাহের কোন দিন জানিবে নিশ্চয়।
অতএব চিন্তা করি দেখ একবার,
কি জাতি কোথায় বাড়ী কি নাম তাহার?৩

তিন বর্ণে নাম তার অতি নিরমল,
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে বিপরীত ফল।
মধ্য বর্ণ বাদ দিলে বুদ্ধিরে বাখানি,
অন্ত্য বর্ণ লোপ হলে পরিমাণ জানি।
জলচর নহে কিন্তু থাকে জল মাঝে,
কাড়ে সে কবির মন মনোহর সাজে!
শিশুর(ও)মনোজ্ঞ অতি—মনোজ্ঞ নারীর,
চিন্তা করি বল দেখি সুবিজ্ঞ সুধীর? ৪

হস্ত পদ বিহীন সে চলে যথা তথা,
মুখে বাক্য নাহি কিন্তু ভাবে কয় কথা।
বোবারে বলায় বাক্য—বধিরে শুনায়,
অধীরে সন্দেশ দিয়ে পরাণ জুড়ায়।
বিদেশে যখন যায় নিজ দেশ ছাড়ি,
পরিচিত লোক যত খুঁজে বাড়ী বাড়ী।
পরিচিত লোক যদি না পায় সেথায়,
আশায় নিরাশ হ'য়ে দেশে ফিরে যায়॥৫

দানে বৃদ্ধি হয় কিন্তু নহে বিদ্যা ধন,
অদানে অধর্ম্ম হয় বেদের বচন।
অতি দানে একেবারে হয় স্বার্থ নাশ,
বিশ্বসেবা মহাব্রত পালে বার মাস।
দু'টী বর্ণ নহে কিন্তু দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান,
সকলের সার ধর্ম্ম কেড়ে লয় প্রাণ।
সে ধনে বঞ্চিত যেবা অসার জীবন,—
দ্বেষ হিংসা তুষানলে দহে আজীবন॥ ৬

নড়েনা চড়েনা তবু গতি বহুদূর,
নয়নের গ্রাহ্য নহে থাকে অন্তঃপুর।
অজর অমর কিন্তু জড়ের অধীন,
জড় সঙ্গে সহবাস করে যত দিন।
যে দিন হইবে সেই জড়ত্ব বিনাশ,
অমরত্ব সেই দিন পাইবে প্রকাশ।
যাইবে অমরাপুরী—ফিরিবে না আর,
শোধ করি একেবারে স্বভাবের ধার॥ ৭

জলেতে যাতনা বৃদ্ধি—অনলেতে হ্রাস,
সকলে বিকালে পায় প্রকোপ প্রকাশ।
শূন্যকায় বিঁধে গায় দেখিতে না পাই,
সকলেই জড় সড় তার কাছে ভাই!
ভুবন-বিজয়ী বীর—রাজা করযোড়
তার কাছে, হেঁট মাথা সবে যেন চোর!
জারি জুরি খাটে নাকো সে বীরের কাছে,
মহারথী শত শত হার মানিয়াছে!! ৮

প্রকাণ্ড উদর তার ভূগহ্বরে বাস,
মুখেতে পাষাণ চাপা থাকে বার মাস।
আহার যোগায় সবে বসিয়ে নীরবে,
মানব সুহৃদ্ হেন হবে কি এ ভবে?
আপন উদর চিরি অপরে বাঁচায়,
যত দিন বস বাস করে এ ধরায়।
মৃত্তিকার দেহ যবে মাটিতে মিশাবে,
তখনি ভুলিবে সেই আপন স্বভাবে।
গৃহে গৃহে বিরাজেন যেন গো জননী,
কি নাম তাহার বল হে ভাই ভগিনী? ৯

উচ্চকুল সমুদ্ভব—পর উপকারী,
ঘরে ঘরে বর্ত্তমান গৃহস্থের বাড়ী।
বিরাজ করেন যবে গৃহিণীর করে,
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ—কে রহিবে ঘরে?
উপকারী হইলেও ঘৃণা করে সবে,
রাগিলে ও নাম শুনি রমণীর রবে।
বল দেখি কিবা নাম কি পদার্থ তিনি?
প্রশংসা করিব তারে ভাঙ্গিবেন যিনি॥ ১০

বরফমিশ্রিত জল।

গ্রীষ্ম কালে বরফমিশ্রিত জল পান করার রীতি এদেশের বড় বড় সহরে খুব প্রচলিত দেখা যাইতেছে। বিলাতেও গ্রীষ্মের সময় বরফ মিশ্রিত করিয়া জল, চা, কাফি বা দুগ্ধ পান করার রীতি আছে। বরফমিশ্রিত জল পান করা কতদূর স্বাস্থ্যকর, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ইংলণ্ডের যে সকল চিকিৎসক ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে একবাক্যেই বলেন যে এই রীতি স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নহে। গ্রীষ্মের সময় বরফ জল উদরে প্রবেশ করিবা মাত্র উদরস্থ সূক্ষ্ম শোণিত-পাত্রগুলি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তৎপরে সেগুলি অস্বাভাবিক রূপে প্রসারিত হয়। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ জন্য উদরে রক্ত-সঞ্চয় হয় এবং উদরের স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপ অধিক-

কাল হইলে ঋতু ও শরীরের অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রোগ হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে বরফ-মিশ্রিত জল পানে গ্রীষ্মকালে সহজে তৃষ্ণা নিবারিত হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস অতীব ভ্রমাত্মক। বরফ মিশ্রিত অতি শীতল জল অপেক্ষা নাতিশীতল জলেই তৃষ্ণা শীঘ্র নিবারিত হয়। কোন কোন চিকিৎসকের এই মত যে বরফ মিশ্রিত জল যদি অল্পক্ষণ মুখে করিয়া তৎপরে গলাধঃকরন করা যায়, তাহা হইলে তত অপকার হয় না। জল মুখে রাখিলে উহা একটু উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, অতএব উদরে পৌছিবার সময় আর ততদূর শীতল থাকে না। আজ কাল কলিকাতা নগরীতে কলের বরফ হওয়াতে উহা অতি সুলভ হইয়াছে, সুতরাং ধনী দরিদ্র সকলেই উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সতর্কতার সহিত ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মানবদেহ।

মানবদেহে গড়ে দুইশত চল্লিশটী ভিন্ন ভিন্ন অস্থি দেখা যায়।

মানুষের গড়ে একত্রিশটী দন্ত দেখা গিয়া থাকে।

মানবদেহের কঙ্কালের ওজন গড়ে সাত সেরের অধিক নহে।

মানবদেহস্থ শোণিতের ওজন গড়ে নয় সের।

পুরুষের সুস্থ যুবা শরীরের ওজন গড়ে সত্তর সের।

মানুষের মস্তিষ্কের যে ওজন, তাহা গড়ে পশুর মস্তিষ্কের ওজনের দ্বিগুন অপেক্ষাও কিঞ্চিদধিক।

এক মিনিটের মধ্যে গড়ে কুড়ি বার মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া থাকে।

মানুষ নিঃশ্বাসের সহিত যে কার্ব্বন নামক বাষ্প ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা বৃক্ষ লতাদির আহারস্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ বৎসরের মধ্যে বৃক্ষ লতাদিকে ৬২ সের কার্ব্বন্ বাষ্প প্রদান করিয়া থাকে।

মানবদেহের কঙ্কাল মানবদেহ অপেক্ষা এক ইঞ্চি কম লম্বা।

গড়ে পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন সাত পোয়া ও স্ত্রীলোকের ওজন দেড় সের।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া ছয় হাজার সের রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

এক মিনিটের মধ্যে মানুষ প্রায় নয় সের বায়ু নিঃশ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিয়াথাকে।

ফেলার মা।

বেলা গেল ফেলা এল,কাজ সেরে' ঘরে।
ফেলার মা তাড়াতাড়ি গিয়ে ভাত বাড়ে॥
হাত মুখ ধুয়ে ফেলা এক পলা জলে।
কুচকি কণ্ঠা পুরে ভাত যত পারে গেলে।
তরকারি দরকারি নাই ক্ষিদে যার।
সারা দিন খেটেছে সে তাহাতে আবার॥
এক কুল্লা—আচমন, মুখে নাই বাক্।
উবু হ'য়ে বসে গেল খাইতে তামাক॥
থালা নিয়ে ফেলার মা ঘাটে গেল ধুতে।
এদিকে লাগিলা ফেলা কেমনি গাইতে॥
গাইতে গাইতে বোধ করিলা আরাম।
দিনের খাটুনি পর করিলা বিশ্রাম॥
যেমনি পড়া তেমনি ঘুম নাই কোন জ্বালা।
এক ঘুমে কাটে রাত, ভোরে উঠে ফেলা॥
ভাত খেয়ে, ঘাট থেকে এসে ফেলার মা।
ভাড়া ভানি ক্ষেতলায় ঢালি দিল গা।
যার ঘুম হাঁর মত, কে করে বারণ?
এরা সুখী, যারা কাটে খাটিয়ে জীবন॥
নাহিক ভাবনা কোন, নাহি দস্যুভয়।
নাহি অর্থচিন্তা, নাহি হৃদয়ে সংশয়॥
মোটা অন্নে, মোটা বাসে ইহারা যেমন
সুখী, ধনী তুমি কভু হ'বে কি তেমন?
অতএব মজুরের নিকট শিখিতে
যাও, যদি স্বদশায় চাও তুষ্ট হ'তে॥

গার্হস্থ্য জীবনে নারীর বীরত্ব।

যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য প্রদর্শনই একমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক নহে। জীবনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যক্ষেত্রেই বীরত্বের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিগৃহে কত কত পুরুষ ও রমণী নিভৃতভাবে জগতের অজ্ঞাতসারে স্ব স্ব গার্হস্থ্য জীবনে প্রকৃত বীরত্বের কত অসামান্য নিদর্শন দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন কে তাহার সংবাদ লইয়া থাকে? ঘটনাক্রমে মধ্যে মধ্যে এরূপ বীরত্বের পরিচায়ক যে দুই একটী বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, তাহা যেমন বিস্ময়কর—তেমনি শিক্ষাপ্রদ। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াদেশীয় কোন এক মহিলা গার্হস্থ্য জীবনে কিরূপ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আমরা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে গুলবরণ নামে একটী ক্ষুদ্র উপনগর আছে। ঐ নগরে একজন চিকিৎসক বাস করেন। তাঁহার স্ত্রী, একটী পুত্র ও একটী কন্যা; এই মাত্র তাঁহার পরিবার। পুত্রটীর বয়স দ্বাদশ বৎসর। সে স্কুলে অধ্যয়ন করিতে গিয়া থাকে। একদিন স্কুল হইতে প্রত্যাগমন কালে ট্রামগাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া বামপদে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত

হয়। বালকের পিতা চিকিৎসক, সুতরাং তিনি তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ না করিয়া স্বীয় বাটীতে লইয়া গিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রতীতি হইল তাহাকে মেলবোরণ নগরের প্রধান হাসপাতালে না পাঠাইলে তাহার প্রকৃত চিকিৎসা হইবে না। সুতরাং বালককে দূরবর্ত্তী মেলবোরণ্ নগরে পাঠাইতে হইল। এই ঘটনার কয়েকদিবস পরেই ডাক্তারটী নিজে এবং তাঁহার কন্যা উভয়েই ডিপ্‌থেরিয়া নামক ভয়ানক সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। স্বামী ও কন্যা সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাশায়ী এবং পুত্রটী দূরস্থ হাসপাতালে আহত পদের যন্ত্রণায় কাতর; এ প্রকার বিপদসঙ্কুল অবস্থায় ডাক্তারপত্নী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া না হইয়া স্বামী ও কন্যার শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন। ডাক্তারের হঠাৎ পীড়া হওয়াতে তিনি যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহারা অতি বিপদে পড়িলেন, কেননা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অন্য ডাক্তার ছিল না; সুতরাং বিনা চিকিৎসায় তাঁহাদিগের প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইল। এই অবস্থায় ডাক্তারপত্নী একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। স্বামী ও কন্যার শুশ্রূষা করিয়া তিনি যে সময় পাইতেন, তৎকালে তিনি তাঁহার স্বামীর চিকিৎসাধীন রোগীদিগের বাটীতে গিয়া তাহাদিগের রোগের লক্ষণ ও অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া স্বামীকে জানাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা অবগত হইয়া নিজেই সুন্দররূপে স্বামীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। পনর দিবস তাঁহার স্বামী শয্যাগত ছিলেন, এই পনর দিনই ডাক্তারপত্নী তাঁহার স্বামীর পরামর্শ ও আদেশ অনুসারে চিকিৎসা কার্য্য সুচারুরূপে চালাইলেন। যে কয়েকটী রোগীর তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সত্বর আরোগ্যলাভ করিল। ডাক্তার মহাশয় দুই চারি দিন পথ্য করিয়াছেন, এখনও কিছু মাত্র বললাভ করেন নাই, এমন কি চলৎশক্তিবিহীন। এই সময়ে একটী রোগীর অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইল। তাঁহার পত্নী নিজে তাহা করিতে অক্ষম ভাবিয়া স্বামীকে অতি যত্নের সহিত স্কন্ধে লইয়া একটী ধীরগামী অশ্বযানে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে রোগীর বাটী লইয়া গেলেন এবং নিজে অন্যান্য সকল কাজ করিয়া কেবল যে টুকু তাঁহার স্বামীকে না করিলে নয় তাহা তাঁহা দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া পুনরায় তাঁহাকে নিরাপদে বাটীতে আনিলেন। রোগীর কষ্টদূর হইবে, অথচ স্বামীর কোন কষ্ট হইবে না, ডাক্তারপত্নীর ইহারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি এই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া সম্পূর্ণরূপে অভীষ্টসিদ্ধি করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পাঠক মনে করিতে পারেন ডাক্তারপত্নী এদিকে এরূপ ব্যাপৃতা থাকিয়া হয়ত হাসপাতালস্থ আহতপদ

স্বীয় পুত্রের প্রতি অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই মেলবোর্ণ নগরের হাসপাতালে পুত্রকে দেখিতে যাইতেন। একদিন হাসপাতালস্থ প্রধান চিকিৎসক তাঁহাকে বলিলেন;—"তোমার পুত্রের ক্ষতটার চতুঃপার্শ্বের মাংস বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহার সহিত সুস্থ মাংস সংযোজন না করিলে তাহা আরাম হইবে না। আমরা এতদিন মনে করিতেছিলাম যে হাত বা পা কাটিবার আবশ্যক হইয়াছে এরূপ একটী রোগী এই হাসপাতালে উপস্থিত হইলে তাহার ছেদিত হাত বা পা হইতে সুস্থ মাংস লইয়া তোমার ছেলের ক্ষতের নিকটবর্ত্তী স্থানের বিনষ্ট মাংস পূরণ করিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু আজও ঐ প্রকার রোগী কেহ আসিল না। আর বিলম্ব করিলে তোমার ছেলের পা রক্ষা করা অসাধ্য, উহা, কাটিয়া ফেলিতে হইবে।" চিকিৎসকের এই কথা শুনিয়া আহত বালকের মাতা হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"ডাক্তার, আমার এই হাত থেকে আপনি যতটা ইচ্ছা মাংস কাটিয়া লউন।" চিকিৎসক প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না, বালকও ভীত হইয়া চিকিৎসককে স্বীয় মাতার অনুরোধানুসারে কার্য্য করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসামান্যা সাহসসম্পন্না অতুলস্নেহশালী ডাক্তারপত্নী বারম্বার কাতরভাবে অনুরোধ করাতে চিকিৎসক অবশেষে সম্মত হইলেন। ডাক্তারপত্নী হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিলেন, দুই তিনজন চিকিৎসক এক একটী করিয়া ক্ষুদ্রায়তন পাঁচখণ্ড মাংস তাঁহার হস্ত হইতে কাটিয়া লইলেন। পাছে পুত্র মনঃকষ্ট পায়, তজ্জন্য মাংস কাটিবার সময় অতুল আত্মবল প্রয়োগ দ্বারা এই অলোকসামান্যা বীরনারী যন্ত্রণাপ্রকাশক একটীও কাতরোক্তি করিলেন না। চিকিৎসকগণ এই মাংসখণ্ডগুলি লইয়া বালকের ক্ষত স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ বিনষ্ট মাংসের স্থানে সংযোজন করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই বালক সুস্থ হইয়া উঠিল।

মহদ্বাক্য।

সত্যের যেমন বল তেমন বল আর কাহারও নাই। সত্যের বলে যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহারাই সুখী হইতে পারে। সত্যই মানুষের ক্ষমতার ভিত্তিভূমি—সত্যেতেই তাহার কৃতার্থতা।

মানুষের প্রতি প্রেম না থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদ্রেক বা স্থায়িত্ব

সম্ভব নয়। মত ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম যে মত ভিন্ন আরও কিছু তাহা যাঁহারা ভুলিয়া যান, তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত লোক আর দেখা যায় না।

যখন তুমি দরিদ্র ও দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তির দুঃখ মোচনার্থ তাহার হস্তে মুদ্রা অর্পন কর, তখন তোমাকে সেই মুদ্রা কি বলে তাহা কি কখন শুনিয়াছ? সে বলে;— আমি ক্ষুদ্র ছিলাম, তুমি আজ আমাকে মহৎ করিলে; আমি এক ছিলাম, তুমি আজ আমাকে অনেক করিলে; আমি তোমার শত্রু ছিলাম, আজ আমি তোমার বন্ধু হইলাম; আমি ক্ষণস্থায়ী ছিলাম, আজ তুমি আমাকে চিরস্থায়ী করিলে।

মহম্মদের সহধর্ম্মিণী আয়েষা অতি ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। অনেকানেক মহিলা তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা আগমন করিতেন। এক দিন উপদেশপ্রার্থিনী কতকগুলি সমবেত রমণীকে তিনি সংক্ষেপে ধর্ম্ম-জীবন লাভ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিলেন;— এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে; তাঁহারই সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে, জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে; সৎসঙ্গে কালযাপন করিবে; ক্রোধ দমন করিবে; আত্মীয় পরিজন বন্ধু ও প্রতিবাসী-দিগের দোষ গোপন করিবে; সদা সংযত বাক্য বলিবে; দরিদ্রকে দানদ্বারা সুখী করিবে; মৃত্যুকে ভয় না করিয়া পরকালে জগৎপিতার আশ্রয় লাভ করিবে এই আশায় আশান্বিত হইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিবে।

যদি অর্থদ্বারা পরের দুঃখ মোচন করিবার সামর্থ্য তোমার না থাকে, তাহা হইলে সদয় বাক্যে লোককে তুষ্ট করিবে, সৎপরামর্শ দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিবে।

সমস্ত মানবজাতির যাহাতে কল্যাণ হয়, এরূপ কার্য্যে মনোনিবেশ করা অপেক্ষা মহত্তর,—উচ্চতর কার্য্য আর নাই।

ফলভারাবনত বৃক্ষ প্রস্তরাহত হইলে যেমন আঘাতকারীকে ফল উপহার দেয়, তেমনি তোমার শত্রুর তুমি মঙ্গল সাধন করিবে।

নিজের সুখ অপেক্ষা পরিবারের কল্যাণ সাধনে অধিক মনোযোগী হইবে। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবে। স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া যদি তোমার ক্ষমতা ও অবসর থাকে, সমস্ত মানব জাতির যাহাতে কল্যাণ হয় তাহাতে মনোনিবেশ করিবে।

শিশিরসিক্ত হইয়া পুষ্প যেমন সুন্দরতর হইয়া উঠে, অশ্রুবারি দ্বারা ধৌত হইয়া হৃদয়ও তেমনি সুন্দরতর হয়। অকপট অশ্রুবারি উচ্চতর আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ।

সদুৎসাহ ভিন্ন সৎকাজ সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন।

আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করা বহু আয়াসসাধ্য। বহু চেষ্টা, বহু যত্ন, বহু-

পরিশ্রম ও বহু চিন্তার ফল আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ।

বুদ্ধির অহঙ্কারে কত লোক দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতেছে। বিশ্বাসের নিকট বুদ্ধি মস্তক নত না করিলে ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

দয়া প্রবৃত্তিকে বিবেচনা পূর্ব্বক চালনা করিবে, যেন মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া অমঙ্গলের কারণ বৃদ্ধি করা না হয়।

সুস্থদেহ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুস্থ আত্মা তদপেক্ষা অসংখ্যগুণে প্রার্থনীয়। সুস্থ দেহে, সুস্থআত্মা ইহাই পরম সাধুর লক্ষণ।

সহিষ্ণুতা ও আত্মবল এই দুইটী গুণ থাকিলে সংসারপথে নিরাপদে বিচরণ করা যায়।

দয়া ও প্রেম প্রকাশক কার্য্য করিতে আমরা যেটুকু সময় ক্ষেপণ করি, বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই টুকু আমাদের জীবনের উচ্চতম সুখের সময়।

ভাল কথা বলিলে—ভাল কাজ করিলেই যে তুমি পবিত্র হইলে তাহা নহে; তোমার হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহাতে আর অপবিত্রতা স্পর্শ করে কি না? হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইলেই তুমি প্রকৃতরূপে পবিত্র হইলে।

বাঙ্গালা প্রবচন।

য।

১। যুক্তি হীন বিচারেণ,
ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।

২। যুগীর গীতে ভনীতা নাই।

৩। যে আগুণ খাবে সে অঙ্গার বর্মীবে।

৪। যে আছে বাড়ীর শত্রু,
সেই যাক বরযাত্র।

৫। যে এল চষে, সে থাক বসে,
যে এল মূলে খুঁড়ে
তাকে দাও ভাত বেড়ে।

৬। যে ঋণ করে, সে দুঃখে মরে।

৭। যে করে আমার আশ,
তার করি সর্ব্বনাশ,
তাতেও যে না ছাড়ে আশ,
তার হই দাসের দাস।

৮। যে কাল যায় সে কাল ভাল।

৯। যেখানে উৎপত্তি,
সেই খানে নিবৃত্তি।

১০। যেখানে গৃহস্থের বাসা,
সেখানে অতিথের আশা।

১১। যেখানে ধন, সেখানে মন।

১২। যেখানে বাঘের ভয়,
সেইখানে সন্ধ্যা হয়।

১৩। যেখানে যেমন সেখানে তেমন।

১৪। যে খেয়েছে তার জন্য ভাত বাড়।

১৫। যে খেলে,
সে কাণা কড়ি নিয়ে খেলে।

১৬। যে গরুতে দুধ দেয়,
তার চাইট্ সহা যায়।

১৮। যেচে মান আর কেঁদে সক।
১৯। যে ছুঁ। উড়ে,
সে বাসায় ধড় ফড় করে।
২০। যে টিপ্ সেই কোঁড়।
২১। যেতে ছাগল আস্‌তে পাগল।
২২। যে দিকে জল পড়ে,
সেই দিকে ছাতা ধরে।
২৩। যে দিন যায়, সে দিন
আর আসে না।
২৪। যে দাম টানে, সে কই খায়।
২৫। যে দিল অন্তরে ব্যথা,
তার সঙ্গে কিসের কথা?
২৬। যে দেখালে যো,
তাকেই দেখায় ভো!
২৭। যেন তেন প্রকারেণ
বর্দ্ধয়েৎ ধনক্ষয়ঃ।
২৮। যেন সত্য সতীনের ঘর।
২৯। যে পাতে বেশী তরকারি,
সে পাত আমারি।
৩০। যেমন কন্যা রেবতী,
তেমনি পাত্র ফকুরে তাঁতী।
৩১। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল,
মশা মার্‌তে গালে চড়।
৩২। যেমন বুনো ওল,
তেমনি বাগা তেঁতুল।
৩৩। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।
৩৪। যেমন গুরু, তেমন শিষ্য।
৩৫। যেমন ঠাকুর, তেমনি বাহন।
৩৬। যেমন দান, তেমনি দক্ষিণা।
৩৭। যেমন মা, তেমনি ছা।
৩৮। যেমন মা তেমন ঝি,
তার বাড়া নাত্তিনটী।
৩৯। যে মেয়ে সতীনে পড়ে,
ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।
৪০। যেমন হাঁড়ী, তেমনি সরা।
৪১। যে রাঁধে, সে চুল বাঁধে না?
৪২। যে মাছটা পলায়, সেইটা ডাগর।
৪৩। যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।
৪৪। যে রক্ষক সেই ভক্ষক।
৪৫। যে বনে যাই, সেই ফল খাই।
৪৬। যে শর্ষেতে ভূত ছাড়্‌বে,
সেই শর্ষের ভিতর ভূত।
৪৭। যে হয় নির্ব্বংশ,
তার পৌত্র আগে মরে
৪৮। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।
৪৯। যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ
প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈক মপ্যনর্থায়
কিমু তত্র চতুষ্টয়ং।
৫০। যৌবন জোয়ারের জল।

আয় কোলে আয়।

১

আয় বাছা কোলে আয়,
কেন দাঁড়ায়ে হেথায়
মু'খানি করিয়ে চুন পারা?
আঁখি ছুটি ছল ছল,
কেহ কি বলেছে বল?
কেঁদে কেঁদে হ'লি যে রে সারা।

২

কেহত বকেনা তোরে,
তবে অভিমান কোরে
কা'র 'পরে, দাঁড়ায়ে দুয়ারে?
(কি বলিলি?) কেহ কিছু বলে নাই?
সাধের বাঁশিটী নাই!
ভেঙ্গে ফেলে দেছে খুকী তারে।

৩

ওরেরে অবোধ ছেলে
বাঁশিটী ভেঙ্গেছে বলে
তাই তোর এত অভিমান?
(তাই) সজল দুটি নয়ান,
বিষাদে আকুল প্রাণ,
(তাই) শুকায়েছে ও চাঁদ বয়ান।

৪

এমন অবোধ ছেলে
দেখিনিত কোন কালে,
বাঁশী লাগি এত মুখ ভার;
বাঁশীর ভাবনা কিরে,
এখনি দিব তা তোরে
যাহা চা'বি, বাঁশী কোন্ ছার।

৫

কাঁদিসনে বাছা আর,
মুছে ফেল অশ্রুধার,
ম্লান মুখ দেখাস্ নে আর।
হাসি মুখে আয় কোলে,
অভিমান যারে ভুলে,
চাঁদমুখে চুমি শতবার।

৬

তোর ও চখের জল,
প্রাণ যে করে বিকল,
মুখ দেখে বুক ফেটে যায়।
বল যাদু কিবা চাই,
এখনি দিবরে তাই,
কাঁদিসনে আয় কোলে আয়।

পশুহত্যা।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে, পৃথিবী আদৌ উষ্ণ তরল পদার্থময় ছিল। তৎকালে ইহাতে কোন প্রকার প্রাণীর বসতি ছিল না, পরে ক্রমশঃ পৃথিবী শীতল ও প্রাণিগণের বাসযোগ্য হইলে, প্রথমে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ নিকৃষ্ট প্রাণিজাতির উৎপত্তি হয়; অবশেষে উৎকৃষ্ট মনুষ্য জাতির অভ্যুদয় হয়।

পৃথিবীতে কত সংখ্যক জীবের বসতি, তাহার নির্ব্বাচন করা বস্তুতঃ মনুষ্যের অসাধ্য বটে; কিন্তু সমস্ত সংখ্যা নির্দ্ধারিত না হউক, প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে প্রায় আড়াই লক্ষ প্রকার জীবের বসতি ছিল, এবং এক্ষণেও যে সকল জাতীয় জীব আছে, তাহারও প্রকার সংখ্যা আড়াই লক্ষের ন্যূন নহে।

জগদীশ্বর বহুসংখ্যক জীবজন্তুর

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৪ সংখ্যা | ভাদ্র ১৩০০—সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। | ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

বামাবোধিনীর ত্রিংশ জন্মোৎসব।

বামাবোধিনীর পূর্ণ তিরিশ বছর,
ভাই ভগ্নী মিলি সবে, আজি আনন্দ-উৎসবে,
গাও জয় জগদীশ করুণাসাগর।

প্রাণদাতা পিতা তিনি, পালিকা জননী,
তিনি দুঃখভয়ত্রাতা, কল্যাণসুখ-বিধাতা,
গুরু কল্পতরু, ভব পারের তরণী।

শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিহার তাঁহার,
জ্ঞান প্রেম পুণ্যভাব, সব তাঁর আবির্ভাব,
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য শোভা বিচিত্র প্রকার।

লীলাময় লীলা তাঁর পরম অদ্ভুত,
ক্ষুদ্র জল কণিকায়, অনন্ত আকাশ ভায়,
ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডে খেলে বিজলী অযুত।

ক্ষুদ্র ঘটে হলে তাঁর শক্তি প্রকটন,
তৃণ হয় বজ্রোপম, কীটাণু দেবতাসম,
অসাধ্য সাধন হয় নিমেষে ঘটন।

এ ক্ষুদ্র জীবনে বিভু! মহিমা তোমার,
দেখায়েছ চমৎকার, কভু নহে ভুলিবার,
তাই সব দুঃখ ভুলি সাধ বাঁচিবার।

সাধ দেখিবারে তব করুণার জয়,
সাজি তব কন্যাগণে, জ্ঞান ধর্ম্ম বিভূষণে,
করিবে এ ধরাধাম সুখশান্তিময়।

আজি শুভ জন্মদিনে নমি তব পায়,
শুভাশীষ কর দান, সঁপি দেহ মন প্রাণ,
কাটাই জীবন তব চরণ সেবায়।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী আজি ৩০ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৩১ বৎসরে পদার্পণ করিল। আজি ইহার প্রবর্ত্তকদিগের ও হিতৈষী বন্ধুগণের পক্ষে কি আনন্দের দিন! ইহার জন্ম সময়ে এ দিনের সহিত যে সাক্ষাৎ হইবে, এরূপ আশা করিতেই পারা যায় নাই। যে দেশে বর্ষে বর্ষে কত সহায়সম্পন্ন সাময়িক পত্র দেখা দিয়া অদৃশ্য হইতেছে, সে দেশে দুর্ভাগিনী বঙ্গরমণীদিগের দরিদ্র সেবিকা এতদিন জীবনধারণ করিবে ইহা যার পর নাই আশ্চর্য্য। মঙ্গলময় বিধাতার বিশেষ কৃপাই বামাবোধিনীর এ সৌভাগ্যের মূল। জীবনসংগ্রামে এই পত্রিকা এক এক সময় এরূপ বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে যে ইহার জীবনের কিছুমাত্র আশা ছিল না, কত সময় কত সহায় বন্ধু হারাইয়াছে, কিন্তু ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বামাবোধিনীর জীবন, উন্নতি ও কল্যাণের জন্য আজি আমরা সেই বিঘ্নহারী সিদ্ধিদাতা পরমদেবতার চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করি এবং তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তিনি ইহাকে আরও দীর্ঘজীবন দান করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া রাখুন।

বামাবোধিনীর জীবনের ইতিবৃত্ত ইহার ২৫ বার্ষিক জুবিলী উপলক্ষে আমরা বিবৃত করিয়াছি, তৎপরে ৫ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে, এখন আর সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তবে ৩০ বৎসরের কথায় অনেক পবিত্র স্মৃতির উদয় হয়, তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিব। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দেহত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে বেথুন কলেজ দেখিয়া আসিয়া সমস্ত দিন কাঁদিয়াছিলেন, কোনও বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন "মেয়েরা এত উন্নতি করিয়াছে, যে তাহা স্বপ্নেও

সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের অসীম উপকার করিয়াছেন। ফলতঃ যাহাতে আমাদের উপকার না ঘটে, ঈশ্বরসৃষ্ট এরূপ কোন বস্তুই নাই। পৃথিবীস্থ অসংখ্য প্রকার পদার্থের মধ্যে যে বস্তুকে আমরা স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ অপকারক, অপ্রয়োজনীয় ও সামান্য বলিয়া বোধ করি, পণ্ডিতের সূক্ষ্মদর্শনে তাহাই আবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উৎকৃষ্টতর পদার্থ বলিয়া লক্ষিত হয়। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ যে বস্তুর যথার্থ গুণ ও প্রকৃত ব্যবহার অবগত না থাকি, তাহারই অনাদর ও অনুপযুক্ত ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু যখন সেই সকল বস্তুর প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারিত হয়, আমরা তখনও যদি পূর্ব্বের ন্যায় অনুচিত ব্যবহারে রত থাকি, তবে অবশ্যই আমাদিগকে সদসদ্বিবেচনারহিত বা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জন্তু বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। পশ্বাদি ইতর জন্তুগণ যে মানবজাতির সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে অশেষ প্রকারে উপকারক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাদৃশ জন্তুর প্রতি আমাদিগের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বা আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিতেছি, তদ্বিষয়ের আলোচনা করা বোধ করি পাঠিকাগণের নিকট অপ্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে না। পশ্বাদি জন্তুগণ কি পরিমাণে মানবজাতির উপকার সাধনের উপকরণ হইতে পারে এবং তাহাদিগের প্রকৃত ব্যবহার কি অথবা তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের প্রচলিত ব্যবহার উচিত কি না, আমরা সময়ান্তরে তাহার যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিব; এইক্ষণে পৃথিবীতে পশ্বাদি জন্তুর প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

প্রথমতঃ পৃথিবীর অনেক প্রদেশেই পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্তুগণের প্রাণবধরূপ নৃশংসাচরণ ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; তদনুসারে অনেকে অনেক জাতি ধর্ম্মবুদ্ধিতে জন্তুগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিরা গো-মেধ, অশ্ব-মেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মার্থে পশুহনন করিতেন। এক্ষণেও এতদ্দেশে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিবর্ষে ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি সহস্র সহস্র জীবের প্রাণহিংসা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এরূপ প্রথা আছে যে, তথায় দুর্গোৎসব কালে ক্রমাগত পনর দিবস বলি প্রদান হয়। যাঁহারা কিছু সম্পন্ন লোক, তাঁহারা আপনাদিগের ধনবত্তা দেখাইবার নিমিত্ত, ক্ষুদ্র ছাগ মেষাদি পশুর প্রাণবধ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ সকলকে বলিদান করেন। আবার তৎকালে আমোদই বা কত! কোন কোন ব্যক্তি মহিষের ছিন্নমুণ্ড মস্তকে করিয়া এবং অনেকেই তন্নিঃসৃত রুধিরধারায় সর্ব্বশরীর প্লাবিত

করিয়া জনতা মধ্যে নৃত্য করিতে থাকে। বলির রক্তে সমস্ত নাটমন্দির কর্দ্দমময় হইয়া যায়।

ইহা ভিন্ন বঙ্গদেশের অনেক স্থানে প্রতি বর্ষে গ্রামের মঙ্গলার্থে শীতলা প্রভৃতি দেবীপূজা উপলক্ষে শত শত ছাগাদি পশুর প্রাণ বিনাশ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির পুত্র বা কন্যা কোন প্রকার রোগগ্রস্ত হইলে, তাঁহারা সন্তানের রোগ শান্তির নিমিত্ত কোন কোন দেবীর নিকট ছাগ বলি দিয়া থাকেন। তাহাদিগের সংস্কার এই যে, ঐ সকল বলি প্রদত্ত হইলেই দেবীগণ সন্তুষ্ট হইয়া পীড়িত-সন্তানের রোগ শান্তি করিবেন। ফলতঃ এই বা কি? কলিকাতা নগরীতে প্রতি-দিন যে শত শত বা সহস্র সহস্র বলিদান হইয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিলে কেনা বিস্ময়ান্বিত হইবেন?—কালীঘাট একটী সিদ্ধ পীঠস্থান, তথায় প্রত্যহই অনেক ছাগ বলি প্রদত্ত হয়। অমাবস্যার দিন আরও অধিক সংখ্যক ছাগ বিনষ্ট হয়, এবং শ্যামাপূজার দিবস অতি ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হয়। কলিকাতায় বহু-তর স্থানে ইতর লোকেরা ছাগ বধ করিয়া মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে।

পশ্বাদির প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার উচিত কিনা, উহাকে প্রকৃতরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম বলা যাইতে পারে কিনা, তাহা এইক্ষণে আমাদের বিবেচ্য নহে। কিন্তু এস্থলে পাঠিকাবর্গকে এক কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। কোন একটী প্রাণীর জীবন বলির পরিবর্ত্তে বিবিধ মিষ্টান্নাদি প্রদান পূর্ব্বক দেবার্চ্চনা করিলেও তৎ-সমান ফল প্রাপ্তির বিষয় শাস্ত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে; এমন স্থলে আমরা কেন ঈদৃশ নিষ্ঠুর ও ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠান সর্ব্বদাই করি, তাহা বিবেচনা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈষ্ণ-বেরা বলিদান করেন না, এবং বলিদান স্থলেও যান না, এজন্য তাঁহারা কি অধার্ম্মিক?

(ক্রমশঃ)

সতী ও শান্তি।

(৩২৮ সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর পাশে একটি স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "হাঁ, মা, কি ক'রে ছেলে বাঁচ্‌তে পারে? কি ক'রে ছেলের অকাল মরণ হয় না?" সরোজিনী বলিলেন, এ সম্বন্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অনেক উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল উপদেশ মত কাজ করতে পার্‌লে অধিকাংশ সন্তানকে অকাল মৃত্যু হ'তে রক্ষা করা যেতে পারে। স্ত্রীলোকটী বলিলেন "হাঁ মা, তাঁরা কি উপদেশ দিয়াছেন আমরা ত

পড়্‌তে শুন্‌তে জানি না, আপনি বলুন আমরা শুনি।" আর একটী মেয়ে বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ মা, বলুন, বলুন, আমরা শুনি। ওসব জেনে রাখা ভাল।" সরোজিনী বলিলেন "আপনাদের যখন শুন্‌তে এত আগ্রহ, তখন আমি বলছি, আপনারা শুনুন,—"অনেকেই ব'লে থাকেন "যেম্নি মা, তেম্নি ছাঁ" অর্থাৎ মা যেমন হন, সন্তান তদনুরূপ হইয়া থাকে" মা সুস্থ থাক্‌লে সন্তান সুস্থ থাকে, মা রুগ্ন হইলে সন্তানও রুগ্ন হ'য়ে থাকে। মায়ের স্বাস্থ্যের উপর ছেলের স্বাস্থ্য যখন এতটা নির্ভর করে, তখন মা কিসে সুস্থ থাকেন, তাহার উপায় আগে করা উচিত। মাতাকে সুস্থ রাখিতে হইলে এই কয়েকটী উপায় অবলম্বন করতে হবে।

প্রথমতঃ। পরিষ্কার বাতাস। এটী ভারি দরকার। আমাদের মেয়েরা কিরূপ পরিষ্কার বাতাস পান, তাঁদের "আঁতুড়" ঘরের অবস্থা দেখ্‌লেই সহজে বুঝ্‌তে পারা যায়। যে ঘর একবারে জঘন্য, যাহা আর কোন কাজে আসে না, যাহার দরজা বন্ধ কর্‌লে একবারে "অন্ধ-কূপ," না আছে জানালা, না আছে আলো আস্‌বার পথ, চলিত কথায় যাকে "শোর খুঁদী" বলা যায়, এমন একটি ঘর আঁতুড়ঘরের জন্য মনোনীত হয়। সুস্থকায় ব্যক্তি একঘণ্টা যে ঘরের মধ্যে থাক্‌লে বোধ হয় হাঁপ্‌য়ে উঠ্‌বে, সেই ঘরের ভিতর শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে দুঃখিনী জননী কারাবাসিনী। সন্তানকে গর্ভে ধ'রে যেন তিনি কি অপরাধ করে-ছেন, সেইজন্য আজ এই কঠোর কারা-বাস। সেই কঠোর কারাবাস হ'তে যদি ছেলেকে নিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য বাহির হন, ছেলেটিকে কোলে করে যদি বাহিরে কিয়ৎকালের জন্য বসেন; অমনি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কড়া হুকুম—"ও মেয়ে, কর কি? ছেলের গায়ে ভূত প্রেতের বাতাস লাগ্‌বে, বাহিরে ব'সে কাজ নাই, ছেলেকে নিয়ে ঘরের ভেতর যাও।" সুতরাং মাতার পরিষ্কার বাতাস পাওয়ার কেমন সুবিধা দেখুন! রাত্রে ঘরে হিম আস্‌বে, এই ভয়ে এমন কি একটি ছিদ্র থাকিলেও তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আঁতুড়ঘর গরম রাখ্‌বার জন্য এবং ঘরের দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার জন্য ঘরে আগুণ করা হয়। কিন্তু ধোঁয়া বাহির হ'বার পথ না থাকাতে সমস্ত ধোঁয়া ঘরের মধ্যে থেকে, আঁতুড়ঘরকে একবারে "যমপুরী ক'রে তোলে। এই ত অবস্থা। মাতার পরিষ্কার বাতাস পাবার বন্দোবস্ত না থাকাতে যে কত হাজার হাজার সন্তান মাতার কোল শূন্য করে চ'লে যাচ্ছে, কে তাহার খবর রাখে! পরিষ্কার বাতাস পাবার বন্দোবস্ত করিতে হইলে যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাই আঁতুড়ের জন্য মনোনীত করা উচিত। ভূত প্রেতের বাতাসের ভয় না ক'রে যা'তে মা অধিকাংশ সময় ছেলেকে নিয়ে ফাঁকা পরিষ্কার বাতাস পেতে

পারেন, তার বন্দোবস্ত করা উচিত ; কারণ জীবনধারণ করতে হলে, পরিষ্কার বাতাসের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। জল না খেয়ে বরং কিয়ৎদিন বাঁচা যায়, কিন্তু বাতাস না পেলে এক মুহূর্ত্তও বাঁচা যায় না। সেই কারণ পরিষ্কার বাতাস পাইবার বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ। পরিষ্কার জল। মা যে জল পান করবেন, তাহা পরিষ্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ পাড়া গাঁয়ে কেমন অপরিষ্কার পানার জলের অবস্থা দেখুন। গ্রামের মধ্যে হয়ত একটী ভাল পুকুর আছে, গ্রামের সমস্ত লোক সেই পুকুরের জল পান করে। কিন্তু সেই পুকুরের অবস্থা দেখলে গায়ে জর আসে। লোকে সেই পুকুরে স্নান করে, কাপড় কাচে, গয়ের, থুতু ফেলে, জলশৌচ করে ; গরু প্রভৃতি স্নান করায়, পাট, শণ পচায়, ছেলেদের কাঁথা, কানি প্রভৃতি কাচে, থাল ঘটী বাসন-কোসন মাজে, নানাবিধ আবর্জ্জনা ফেলে। তা ছাড়া এমন অনেক পুকুর আছে, যার পাড়ে লোক মলমূত্র ত্যাগ করে, বৃষ্টির জলে সেই সমস্ত মলমূত্র ধুয়ে এসে পুকুরে পড়ে এবং জল দূষিত করে। এইত অত্যাচার। এ ছাড়া আনু-ষঙ্গিক অনেক অত্যাচার আছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর। আর এই পানীয় জলের অভাবে অনেক মাতার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কাজে কাজেই সন্তানও রুগ্ন হ'য়ে পড়ে, সুতরাং অকাল মৃত্যু তাহার পরিণাম। এই পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব হেতু যে অসংখ্য সন্তান অকালে চলিয়া যাইতেছে কে তাহার খবর রাখে? অত-এব যাহাতে মাতার পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব না হয়, তাহার উপায় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ। মাতার খাদ্য খুব পুষ্টিকর হওয়া উচিত। তা ব'লে যেন গুরুপাক না হয়। কারণ লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্যই স্বাস্থ্যের অনুকূল। বিশেষতঃ মাতার পুষ্টিকর খাদ্যের উপর তাঁহার দুধের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আমাদের দেশে অনেক স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ থাকে না, তাহার একমাত্র কারণ এই যে তাঁহারা পুষ্টিকর খাদ্য পান না। যাহাতে পুষ্টি-কর খাদ্য পান, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। মাতার কোন রকম মাদক-সেবন করা উচিত নয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যদিও কোন রকম গুরুতর মাদক দ্রব্য সেবন করেন না, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় অনেক মেয়ে পানের সঙ্গে দোক্তাতামাক খান এবং দোক্তাতামাকের গুলে দাঁত মাজিয়া থাকেন। এ অভ্যাস কিন্তু ভাল নয়! যাহাতে এ কু-অভ্যাস দূর হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত! মাতার কোন রকম কু-অভ্যাস থাকিলে সন্তানও সেই কু-অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ মাতার সু-অভ্যাস অপেক্ষা কু-অভ্যাস, ভালটা অপেক্ষা মন্দটাই যখন অধিক পরিমাণে

সন্তানে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়, তখন মাতার এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা আবশ্যক।

চতুর্থতঃ। মাতা যে ঘরে থাকেন, তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। কোন রকম আবর্জ্জনা অথবা জঞ্জাল যেন ঘরের মধ্যে না থাকে। এমন কোন কিছু ঘরের মধ্যে রাখা উচিত নয় যাহা হইতে দুর্গন্ধ উঠিয়া ঘরের বায়ু দূষিত হয়। এবিষয়ে আমাদের দেশের অনেক মেয়ে ভারি অসাবধান।

রাত্রে ছেলে কাঁথায় মল মূত্র ত্যাগ করিল, অমনি কাঁথাখানি গুটাইয়া সেই বিছানার পাশে রাখা হইল। এইরূপ যতবার মলমূত্র ত্যাগ করে, তত বার এইরূপ করা হয়। ইহাতে যে কি অনিষ্ট হয়, তাহা আমাদের দেশের অনেক মেয়ে বোঝেন না। যে কাঁথায় মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহা আর ঘরের মধ্যে রাখা উচিত নয়, রাখিলে বায়ু দূষিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশের স্ত্রীলোক-দিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অলসতা বশতঃ সন্তানের স্বাস্থ্য নষ্ট করা মায়ের উচিত নয়।

পঞ্চমতঃ। অলসভাবে সর্ব্বদা ব'সে থাকা অথবা শু'য়ে থাকা মায়ের উচিত নয়। কারণ আলস্য নানাপ্রকার রোগের মূল। সেই কারণে মায়ের শরীর যাতে একটু নাড়াচাড়া পায়, একটু সঞ্চালিত হয়, তাহার উপায় করা উচিত। এতে শরীরের অনেক গ্লানি কেটে যায়, অথচ শরীর ক্রমশঃ বেশ সবল হ'য়ে উঠে। গৃহের কাজ দু'চারিখানা দেখে কর্‌লে কতক পরিমাণে শরীর সঞ্চালিত হইতে পারে। ছেলেকে কোলে নিয়ে বাটীর মধ্যে উঠানে বেড়ালে দু'কাজ সাধিত হ'তে পারে। প্রথমতঃ ইহাতে তাঁহার নিজের শরীর বেশ সঞ্চালিত হয়, দ্বিতীয়তঃ প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার বাতাস পাওয়া যাইতে পারে। এই পরিষ্কার বাতাস মাতা ও সন্তান উভয়েরই স্বাস্থ্যপ্রদ।"

পাশের একটী মেয়ে বলিলেন হ্যাঁ মা, আপনি ঠিক্ কথা—বলেচেন, আপনি যে সকল উপদেশের কথা বল্লেন, আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরা যে তাহা পালন করে না, তা ঠিক্। আর ঐ সকল উপদেশ মত কাজ না করাতেই এত কষ্ট। আর এক কথা বলি, কেই বা ওসব উপদেশ দেবে? যাঁরা গিন্নী গুর্ব্বিণী, তাঁরা ত অধিকাংশ মুখ্যু, না জানেন লেখাপড়া, না জানেন সন্তান পালনের সুরীতি। আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু লেখা পড়া জানেন, তাঁদের মুখে ও সকল উপদেশ কখনও শুনি নি। তাঁরা পড়েন গল্প নবেল। এসব গল্প পড়ে, শুনে কি ওসব উপদেশ পাওয়া যায় মা? আপনার উপদেশ বেশ, আরও বলুন আমরা শুনি। সরোজিনী বলিলেন, "কি কর্‌লে মায়ের শরীর ভাল থাকে, তা বলেছি, "কি কর্‌লে ছেলে দীর্ঘজীবী হয়, কি কর্‌লে ছেলের অকাল মরণ হয় না" তাহা পরে বল্‌ব। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৮এ জুলাই (১৩ই শ্রাবণ) স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসন ও বিজ্ঞান সভাগৃহে উৎসব হয় এবং সিটী কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী সুন্দর অয়েলপেইন্টিং প্রতিমূর্ত্তি উৎসর্গীকৃত হয়। শেষোক্ত অনুষ্ঠানে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই, সভাপতির কার্য্য করেন।

২। কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় পৌনে ৯ লক্ষ, বোম্বাইয়ের ৮, এবং মান্দ্রাজের ৪॥ লক্ষ মাত্র। বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ২২৭৫০ ইউরোপীয় বাস করেন। সমুদায় বাঙ্গালার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭॥ কোটী, তন্মধ্যে বঙ্গে ৪ কোটী ৩ লক্ষ, বেহারে ২ কোটী ১২ লক্ষ, উড়িষ্যায় ৫৭ লক্ষ এবং ছোটনাগপুরে ৭২ লক্ষ।

৩। হাজারা জাতি আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে সশস্ত্র করিয়াছে। যদি জয়ী হয় ভাল, পরাজিত হইলে স্ত্রীলোকেরা স্বহস্তে সসন্তান আপনাদিগকে বধ করিবে এই তাহাদের প্রতিজ্ঞা।

৪। আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউনের পদত্যাগের সময় ঘনাইয়াছে। লর্ড কিম্বার্লি তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন এইরূপ জনরব।

৫। খিলাতের খাঁর ৮০টী পত্নী, প্রত্যেকের জন্য তাঁহার ৬ টাকা মাত্র ব্যয় হয়!

বামা-রচনা।

ভিখারিণী।

ভিখারিণী নারী আমি,
ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে;
কিছুই আমার নাই,
সব গেছে পর পারে।
আমার বাগানে আর
নাই ফুল নাই ফল,
লতাটি শুখায়ে গেছে
ঢালেনাকো কেহ জল।
আমার উঠানে আর
ফুটেনা জোছনা ভাতি,
আঁধারে পড়িয়া থাকি
জলেনা একটি বাতি।
মৃদুল মধুর বায়
আসে না আমার কাছে,
"আমার" "আমার" বলি
ধরে রাখি তায় পাছে।

ঊষা কালে পাখীগুলি
আর নাহি ডাকে এসে,
অরুণ তরুণ রেখা
আঁকেনা আমার বাসে।
জগতে আছেতো সব,
কেবল আমার নাই,
তাই আমি ভিখারিণী
ভেবে দিশেহারা হই।
আমি কি জগত-ছাড়া?
এই ভুলে কেন রই,
জগতে কেন না আমি
আমার করিয়া লই।
কেবা পর কে আপন
সবে এক হয়ে রই,
সবাই আমার হবে
ভিখারিণী কভু নই।

নী।

অতীত, কিন্তু যে বেথুন এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া স্কুল স্থাপন করিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না—এই দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।" স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধনার্থ যে সকল মহাত্মা প্রথম উদ্যোগী হইয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম ও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আজি কোথায়? বঙ্গনারীগণ এম এ, বি এ হইতেছেন, স্বদেশে ও বিদেশে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উচ্চ উপাধি ও চিকিৎসাদি ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, অধ্যাপিকা, শিক্ষয়িত্রী, গ্রন্থকর্ত্রী ও সুকবি হইয়া উচ্চ মানসিক ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন; এবং জ্ঞান,ধর্ম্ম ও দেশহিতকর কার্য্যের উন্নতির জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন, গত ৩০ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবস্থার কত শুভকর পরিবর্তন হইয়াছে, এবং আর ৩০ বৎসরের মধ্যে কি হইবে কে বলিতে পারে? কিন্তু যাঁহাদের বাক্য, চিন্তা, প্রার্থনা ও কার্য্য এই সকল উন্নতির মূল, তাঁহারা কোথায়? রামমোহন, রাধাকান্ত, রামগোপাল, মদনমোহন,প্যারীচাঁদ, প্যারীচরণ, কালীকৃষ্ণ, শিবচন্দ্র এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু বেথুন ইঁহারা এবং ইঁহাদের কত সহকারী মহাত্মা আজি জীবিত থাকিলে কি আনন্দে ভাসিতেন! তাঁহাদের রোপিত বৃক্ষের উপাদেয় ফল আস্বাদন করিয়া কি সুখভোগ করিতেন! কিন্তু কি দুঃখের বিষয় এক একটী করিয়া ইঁহাদের প্রায় সকলেই অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন! স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তকদিগের আর কয়জন বর্ত্তমান যুগের সাক্ষী হইয়া আছেন?

যাহাহউক দুঃখের অধিক কারণ নাই, ঈশ্বরের রাজ্যে মহাত্মাগণ তাঁহাদের মহৎ কার্য্যে জীবিত থাকেন এবং তাঁহাদের প্রভাব নিত্যকাল চলিয়া থাকে। এক সময় ছিল যখন পুরুষগণকে স্ত্রীলোকদিগের জন্য বলিতে, চিন্তা করিতে ও খাটিতে হইত, এখন বঙ্গবালাগণ নিজে বলিতে, চিন্তা করিতে ও খাটিতে শিখিয়াছেন, ইহা কি সামান্য আনন্দের কথা? কৃতবিদ্য রমণীগণ তাঁহাদের হিতৈষীগণের অন্তরের ভাব গ্রহণ করিয়া কেবল আপনাদিগের উন্নতি করিয়া সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্যে পুরুষদিগের সহায় হইয়া সমাজের মহোন্নতি সাধনে ব্রতী হইতেছেন। ইহার ভবিষ্যৎ কত আশাকর ও আনন্দকর!

বামাবোধিনী ৩০ বৎসরের মধ্যে আশার অতীত অনেক সুফল দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আরও কিছুদিন ইহাঁর বাঁচিবার সাধ হয়—সে স্ত্রীজাতির আরও উন্নতি ও কল্যাণ দর্শনের জন্য এবং নিজ ক্ষুদ্রশক্তিতে তাহার কথঞ্চিৎ সহায়তা করিয়া ধন্য হইবার জন্য। স্ত্রীলোক কত অল্প উপকার পাইয়া কত অধিক কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন এবং কেমন সুন্দর চিন্তা করিতে ও সুন্দররূপে তাহা ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ কোন হিন্দুনারী প্রেরিত একখানি পত্র স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল। বামাবোধিনীর নিজের প্রশংসা নিজের স্তম্ভে মুদ্রিত করা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু লেখিকার বহুদিনের প্রার্থনা ও আগ্রহাতিশয়ে ইহা প্রকাশ করিতে হইল। বামাবোধিনীর এই মাত্র মন্তব্য যে ইহার সামান্য সাহায্যে যদি এমন একটী সুফলও ফলিয়া থাকে, ইহার জীবনধারণ বিফল হয় নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজবংশীয় রমণীদিগের সামান্য কার্য্য—(১) দিল্লীর পুরাতন বাদসাহ পরিবারের কন্যা বেগম আহমদী এখন লণ্ডনে গীত বাদ্যের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

(২) সেমোয়াদ্বীপের রাজা মানিটোয়া নিয়মিতরূপে রাজস্ব আদায় করিতে না পারায় তাঁহার রাণীগণ ধোপার কারখানা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন।

ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু—(১) যুবরাজপত্নী মাখন তুলিতে বেশ পারেন এবং তাঁহার কন্যাটীকে ঐ কার্য্যে নিপুণ করিয়াছেন। (২) চিকাগো প্রদর্শনীতে প্রিন্সেস্ অব ওয়েলস্ স্বহস্ত খোদিত একখানি ওক কাষ্ঠের কেদেরা প্রেরণ করেন, অনেকে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহার এক এক টুকরা কাটিয়া লওয়াতে ইহা ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছে।

বৃদ্ধপ্রদর্শনী—পারিসে কখন বা সুন্দরী-রমণী এবং কখন বা বালক বালিকা প্রদর্শনী মেলা হইয়া থাকে। এবার একটী শতাধিক বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধদের প্রদর্শনী হইবে। এরূপ অনুষ্ঠানে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা।

ভাষা—পৃথিবীতে ২৭৫৪ প্রকার ভাষা প্রচলিত।

পার্লেমেণ্টে স্ত্রী বক্তা—সুবিখ্যাত পর্য্যটিকা ও লেখিকা বিবী ইসাবেলা বার্ড বিসপ কুর্দিস্থানের খৃষ্টানদিগের অবস্থা বিষয়ে কমন্স সভায় বক্তৃতা করেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও স্ত্রীলোক এ অধিকার পান নাই।

বিবাহচ্ছেদের প্রতিবাদ—ইটালীর ৬০ হাজার মহিলা বিবাহবন্ধন ছেদনকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া তাহা রহিত করিবার জন্য তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিতেছেন। রোমের সম্ভ্রান্ত বংশীয় রমণীগণ ইহার নেত্রীস্থানীয়।

প্রতিনিধি গ্রীক রমণী—কলম্বীয় প্রদর্শনীতে গ্রীকরমণীগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য গ্রীস রাজ্ঞী মাডাম কালীও পারেনকে মনোনীত করেন। তিনি আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাই বিদ্রোহ — বোম্বাইয়ে হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাদ হইয়া ৫০ জন হত ও প্রায় ৪০০ লোক জখম হইয়াছে। কেল্লার অশ্বারোহী সৈন্য আনিয়া বিদ্রোহীদিগকে থামাইতে হইয়াছিল। কলিকাতার বিগত বিভ্রাট অপেক্ষা ইহা অনেক গুরুতর।

রমাবাইয়ের সহকারিণী—কুমারী সুন্দর বাই পাউয়ার নাম্নী মহারাষ্ট্রীয় রমণী লণ্ডন হইতে সুশিক্ষিত হইয়া পুনায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি রমাবাইয়ের কার্য্যের সহকারিতা করিবেন।

স্ত্রীডাক্তার— শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এডিনবরা নগরে এক-

কালে তিনটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন, শুনিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল আর সি পি এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আর দুইটী উপাধি লাভ করিয়াছেন।

রাণী হাটুলুর সিংহাসন—খৃষ্টের জন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্ঞী হাটুলু মিশর দেশে রাজত্ব করেন। তাঁহার সিংহাসন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন রাজাসন। ইহা আবলুস কাষ্ঠে প্রস্তুত এবং নানাপ্রকার কারুকার্য্যে শোভিত, ইহা কালের গতিতে এরূপ কঠিন হইয়াছে যে, দেখিলে কাল মার্ব্বেলে গঠিত বোধ হয়।

ঘড়ী কথা কয়—জেনিভা নগরের একজন কারীকর এক প্রকার ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ঘণ্টা ও কোয়ার্টার বাজিবার সময় ঘড়ী হইতে সময়জ্ঞাপক বাক্য বহির্গত হয়।

রাজপৌত্র ও বধূর প্রতি উপদেশ—যুবরাজ পুত্র প্রিন্স জর্জের বিবাহান্তে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভর্ত্তা ও বধূকে আপনার নিকট বসাইয়া এই উপদেশ দেন :—"তোমাদের পদ উচ্চ—তোমাদের অধিকারও উচ্চ, সেইজন্য তোমাদের কর্ত্তব্য গুরুতর। তোমরা তোমাদের পদের উপযুক্ত হও। যে জ্যোতি তোমাদের মুখে পড়িয়াছে, তাহা যেন তোমাদিগকে সুবিবেচনা শিক্ষা দেয়—কিন্তু সেই সঙ্গে নিষ্ঠা ও উৎসাহকে যেন প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। যাহা ভদ্র ও মঙ্গল তাহাই যেন উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়। গৌরবপূর্ণ সাম্রাজ্য এবং দৃঢ়ব্রত পরিশ্রমী প্রজাদল তোমাদের প্রতি চাহিয়া আছে এবং জাতীয় গৌরব পূর্ব্বপরম্পরাক্রমে যাহা রক্ষিত হইয়াছে,তাহা তোমরা আরও বৃদ্ধি করিবে এই তাহাদের আশা। বিবাহ পারিবারিক ভিত্তি, এবং পরিবারের বন্ধন প্রীতি ও শক্তির উপরে জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত।"

লেডী ডফরিণের সৌভাগ্য—তাঁহার এক খুড়া মৃত্যুকালে তাঁহার নামে ৬০০০০ পাউণ্ড উইল করিয়া গিয়াছেন। লেডী ডফরিণের অর্থ এ দেশের রমণীগণের কল্যাণার্থ ব্যয়িত হইবে আশা করা যায়।

সাথী—এই নামে বালকবালিকাদিগের জন্য একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। নথা যে উদ্দেশে কার্য্য করিতেছে, ইহারও সেই উদ্দেশ্য দেখা যায়। ইহার কাগজ, মুদ্রাঙ্কণ ছবি প্রভৃতি যেমন সুন্দর, প্রবন্ধ সকলও সেইরূপ সুলিখিত এবং বালকদিগের উপযোগী হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

নূতন স্ত্রীশিক্ষালয়—(১) ওয়াদাভানের রাজা হিন্দুবিধবাদিগের শিক্ষার জন্য এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, ইহার কার্য্য বিদুষী রমাবাইয়ের সারদাসদনের আদর্শে পরিচালিত হইতেছে। (২) কলিকাতার সার্কুলার রোডের ১৬৩ নং ভবনে স্ত্রীলোকদের জন্য এক কালেজ খোলা হইতেছে,ইহাতে প্রবেশিকা হইতে বি এ পাঠ্য পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইবে। আমেরিকার "ওম্যানস ইউনিয়ন মিসনরী" সমাজ ইহার উদ্যোগী। এস্ এক গার্ডনার সম্পাদক, শ্রীমতী সোম এম এ এবং অন্যান্য সুযোগ্য অধ্যাপক শিক্ষাদান করিবেন।

অভিনন্দন।

(বামাবোধিনীর প্রতি)

"আমি কি তোমার কাছে শিখিয়া আবার—
নব পাঠ, মুক্ত স্বরে, প্রচারিব ঘরে ঘরে,
সুমঙ্গল বিশ্বপ্রেম মুক্তির নিদান,
যে শুনিবে, সে হেরিবে স্বর্গের সোপান ?"

বামাবোধিনি ! আজি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা করুণাময়ের কৃপায় তোমার বয়স ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইল ! এমন শুভদিনে তোমার সহিত একহৃদয় হইয়া আমরা সেই শুভময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। এ বিঘ্ন বিপদের দেশে, এ অকালমরণের দেশে, যে দেবতা তোমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আজি আমরা তাঁহারই চরণে তোমার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রার্থনা করি।—এ প্রার্থনা আমাদের নিঃস্বার্থ প্রার্থনা নহে, তোমার উন্নতির সহিত আমাদের জাতীয় উন্নতি একই সূতায় গাঁথা, তাই তোমার উন্নতি হইতে আমরাও উন্নত হইতে পারিব।

ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালা দেশে "স্ত্রী-শিক্ষা" এমন সহজ-লভ্য ছিল না, দুটী চারিটী মেয়ের পক্ষে যেমনই হউক, অনেকে লেখা পড়া কিছুই জানিত না ; যাহারা এক আধটু শিখিত, তাহাদিগের পড়িবার মত পুস্তক মিলিত না ; যে সকল পুস্তক পড়িলে নারী-জীবনোপযোগী শিক্ষা হয়, সে সকল পুস্তক কেহই লিখিত না ; স্ত্রীজাতির সুখ দুঃখে অনেক পুরুষ উদাসীন থাকিতেন ; সুতরাং নারী-জীবনের উদ্দেশ্য কি, সমাজে রমণীর কর্ত্তব্য কি, এ সব কথা অনেকেই ভাবিতেন না ; অনেকে ভাবিতেন না বলিয়াই স্ত্রীজাতির পরমসুহৃৎ পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব, মহাত্মা বেথুন সাহেব প্রভৃতির একান্ত যত্ন, চেষ্টা সত্বেও স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতেছিল না। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা অনেকস্থলে পুরুষের "খেলার পুতুল" সদৃশ ছিল ; পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ব্ব ও স্বার্থপরতা কিছু প্রবল, তাঁহারা কখনও, "দেবতা" সাজিয়া স্ত্রীজাতির ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন, কখনও "বিচারক" সাজিয়া স্ত্রীজাতির লঘু পাপে গুরু দণ্ড ব্যবস্থা করিতেন, কখনও "মহাপুরুষ" সাজিয়া শাসনের কঠোরতা বৃদ্ধি করিতেন !—স্ত্রীর উপরে রাগ করিয়া স্বামী দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার অধর্ম্ম হইত না ; অথচ স্বামীর হিতকামনাতেও স্ত্রী গোপনে স্বামীকে

দোষের কথা জানাইতে পারিতেন না, কারণ স্বামীর দোষের বিষয় আলোচনা করিলেই সহধর্ম্মিণীর অধর্ম্ম হইত! স্ত্রী, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিত, ঘরকন্নার কাজ করিত, ছেলে মেয়ে মানুষ করিয়া দিত, তার চেয়ে বেশি আর বড় কিছু করিতে পারিত না; জ্ঞানালোচনা, ধর্ম্মালোচনা, গার্হস্থ্য সুখের অবতারণা—এ সব বিষয় দম্পতীর মধ্যে বড় প্রচলিত ছিল না, কারণ স্বামী অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও, "যোগীনের মা কি তরকারি দিয়া ভাত খায়, গোপালের স্ত্রীর কোন্ গহনার দাম কত, মিত্র বাড়ীর সেজ বৌয়ের মুখের গঠনে কি কি দোষ" এই সব কথা ভিন্ন বঙ্গমহিলাদিগের অনেকেই আর কিছু জানিত না!—কাজে কাজে পুরুষ—অনেক পুরুষ, স্ত্রীলোকের জ্ঞানকাণ্ড, আচার ব্যবহার, উদ্দেশ্য, কার্য্য দেখিয়া "অপূর্ব্ব জন্তু" বলিয়া হাসিতেন, কিন্তু "মানবকুলে জন্মিয়া বেচারীরা এমন পশুপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইল কেন?" একথা অনেকেই বুঝিতে চাহিতেন না!

ত্রিশ বৎসরের কথা বলিতেছি—এই সব হতভাগিনীদের মঙ্গলের জন্য যাঁহারা কার্য্য করিয়াছিলেন, তোমাকেও বামাবোধিনি! তাঁহাদিগের সহিত উচ্চ আসন দিতে হয়। যাহাতে নারীজাতি জীবনোপযোগী শিক্ষা পায়, যাহাতে হিতাহিত জ্ঞান লাভ করিয়া স্বার্থপরতার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, এই সব শুভ উদ্দেশ্য লইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিলে! সেই অবধি তুমি অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীরূপে বঙ্গবাসিনীদিগকে ধর্ম্ম, নীতি, সতীত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গৃহধর্ম্ম শিখাইয়া আসিতেছ; সেই অবধি তুমি সাহিত্য, সঙ্গীত, সুরুচি শিখাইয়া আসিতেছ; সেই অবধি তুমি ধর্ম্মে অনুরাগ, মহত্ত্বে প্রীতি, জ্ঞানে আসক্তি, গুরুজনে ভক্তি, স্বামীতে প্রেম, সন্তানাদিতে স্নেহ, শিখাইয়া আসিতেছ; সেই অবধি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রমণীর ত্রিবিধ কর্ত্তব্য শিখাইয়া আসিতেছ; যাহাতে রমণী পিতৃকুলে সু-কন্যা, সু-ভগ্নী, পতিকুলে সুভার্য্যা, সু-বধূ, সু-মাতা (এবং কি পরিবারে কি সমাজে) সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-প্রাণা, বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, সাধ্বী, সুশীলা ও পবিত্রতায় প্রতিকৃতিরূপিণী হইয়া জগতের পুণ্য ও আনন্দবর্দ্ধনের সহায়তা করিতে পারেন, তাহারই উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য তুমি আত্মোৎসর্গ করিয়াছ! আজি যে বঙ্গবাসিনীদিগের মধ্যে কত জনে সত্যধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়াছেন, কত জনে "সুরুচি সভ্যতা" বুঝিতে পারিয়াছেন, কত জনে সাহিত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, কত জনে পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির রক্ষক, শিক্ষক ও প্রতিপালক, স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির শুশ্রূষাকারিণী, কোমলতাবর্দ্ধিনী, পবিত্রতা ও উৎসাহ বিকাশিনী; সকলেই এক বিশ্বজননীর সন্তান, সকলেই ভাই, সকলেই ভগিনী, সকলেই সেই পরমমাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইব

—আজি যে কত জনে এ কথা বুঝিতে পারিয়াছেন, এ বিষয়ে বামাবোধিনি! তোমারও প্রাণপণ যত্ন ও শ্রমের সফলতা দেখিতে পাইতেছি। আজি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তুমি এই সকল শিক্ষা দিয়া আসিতেছ, সুতরাং বঙ্গবাসিনীরা বর্ত্তমান সময়ে যতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে তোমার যত্ন আছে, চেষ্টা আছে, হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি আছে! তাই বলিতেছি, মা, কন্যার মঙ্গলের জন্য যেমন আপনা ঢালিয়া দেন, শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর মঙ্গলের জন্য যেমন আপনা ঢালিয়া দেন, শুভাকাঙ্ক্ষিণী তুমি বঙ্গবাসিনীদিগের মঙ্গলের জন্য সেই রকম আপনা ঢালিয়া দিয়াছ! এ স্নেহ মমতার প্রতিদান মরজগতে মিলে না! তুমিও বঙ্গবাসিনীর কাছে "প্রতিদান" রূপে কিছুই গ্রহণ করিতে চাও না—তাহারাও তোমার এ স্বর্গীয় ঋণ শোধ দিবার ইচ্ছা করে না, তবে বামাবোধিনি! দাসত্ব-পীড়িত হতভাগা নিগ্রো জাতি এব্রাহাম লিঙ্কন, জন হাউয়ার্ড প্রভৃতি মহাত্মাগণকে যাহা দিয়াছে, সেবালয়ের রোগীগণ ফাদার দামিয়েন ও ভগিনী ডোরাকে যাহা দিয়াছে, পথ-ভ্রষ্ট পতিত নরনারীগণ মহাত্মা বুদ্ধকে যাহা দিয়াছে, বঙ্গভূমির পাষণ্ড নাস্তিকগণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্যদেবকে যাহা দিয়াছে, দীন অনাথ অধমেরা স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাহা দিয়াছে, তোমার অভাগিনী বঙ্গবাসিনীগণ, তোমার চরণে সেই দীন-হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ঢালিয়া দিতেছে—প্রার্থনা করি এ টুকু গ্রহণ করিতে তুমি বিরক্ত হইবে না! জানতো বামাবোধিনি। (উপকারী উপকৃত সম্বন্ধ লইলেও) ক্ষুদ্র ব্যক্তি যদি মহৎ ব্যক্তিকে কিছু দিয়া সুখী হয়, তবে নিষ্কামধর্ম্মী মহাত্মারা তাহাদিগকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ, জীবনদাতা হইয়াও ময়দানবের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাই রামচন্দ্র ভক্ত শবরীর নিকট হইতে সাধিয়া আহার্য্য লইয়াছিলেন, তাই বলিতেছি তোমার বঙ্গবাসিনীগণ তোমাকে যতটুকু ভক্তি প্রীতি দিবে, (যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার ভুলিয়া) তোমাকে তাহা লইতেই হইবে।

ত্রিশ বৎসরে তুমি আমাদের জন্য কি কি কাজ করিলে তাহা বলিব না—বলিতে পারিব না। মা' শিশুকে মানুষ করেন, এই পর্য্যন্ত জানি, কেমন করিয়া মানুষ করেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তা' ছাড়া আরও কারণ আছে; কথা কি, তুমি আমাদিগকে যে রকম সম্পূর্ণ দেখিতে ইচ্ছা কর, সে রকম সম্পূর্ণতা লাভের এখনও বহুতর বাকি রহিয়াছে। আমরা যে পর্ব্বতের উপরে উঠিব, এখনও তাহার উপত্যকায় পৌঁছিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ; সুতরাং তোমারও অনেক কাজ বাকি—ত্রিশ বৎসর খাটিয়াছ, এমন কত ত্রিশ বৎসর খাটিতে হইবে! অতএব যখন

অতীতের অপেক্ষা ভবিষ্যতের দিকে বোঝা ভারি ঠেকিতেছে, তখন আর বলিতে পারিলাম কই? আর জীবন্ত মানুষের কি জীবনচরিত লেখা যায়?—লজ্জা করে না?—তবে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, আগেই বলিয়াছি—এখনকার মেয়েদের উন্নতির জন্য—উন্নতির "খেয়াল" নহে, প্রকৃত উন্নতির জন্য যাহা কিছু কাজ হইতেছে, তাহার অনেকগুলি কাজে তোমার যত্ন, শ্রম, চেষ্টা—এবং সকল গুলিতেই হৃদয়ের সহানুভূতি জাগিয়া রহিয়াছে! তাই নারীজাতির উন্নতি আলোচনা করিতে গিয়া তোমার স্নেহময়ী মূর্ত্তি আগে মনে পড়ে!—আবার বলি, বঙ্গবাসিনী গত ত্রিশ বৎসরে যতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে, প্রত্যক্ষরূপেই হউক আর পরোক্ষরূপেই হউক—তোমার সহায়তাও তাহার এক প্রধান উপাদান—এবিষয়ে অধিক আর বলিতে পারিব না—তুমিও শুনিতে চাহিবেনা।

তার পরে বলি, বামাবোধিনি! বিধাতার আজ্ঞা পালন করিতেই তুমি এসংসারে আসিয়াছ, চিরদিনই সেই কাজ করিতেছ, তথাপি এ মরজগতের শোক দুঃখাদি তোমাকে কত সময়ে পীড়ন করিয়াছে! আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের মত তোমার মহৎ জীবনেও কত অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছে; কখনও তুমি শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বিয়োগযাতনা সহিয়াছ, কখনও নিজ জীবনের আশঙ্কা ভোগও করিয়াছ, দরিদ্রতার দারুণ ক্লেশও পাইয়াছ!—এত ক্লেশেও তুমি যাঁহার কৃপায় এ ত্রিশ বৎসর তোমার জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছ, সেই দেবতার চরণে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু বামাবোধিনি, ইহার অপেক্ষা ক্ষোভের কথা আছে—সে কথা এই যে এত সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জগতে আসিয়াছ, তথাপি সময়ে সময়ে তোমাকে নিষ্ঠুর সমালোচনা সহিতে হয়, তীব্র বিদ্রূপে ব্যথিতা হইতে হয়—স্ত্রীজাতিকে"যথেচ্ছাচারিতা-শিক্ষাদায়িনী" বা"সম্প্রদায় বিশেষের মুখপাত্রী" এমনতর গালাগালি খাইতে হয়!—এসব কথা আশ্চর্য্য মনে করি না—কারণ এ জগতে যাঁহারা উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া আপনাকে কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালিত করেন, তাঁহাদিগের অনেককেই এমনতর নিগ্রহ ভুগিতে হয়! বুদ্ধদেব হইতে পণ্ডিতা রমাবাই পর্য্যন্ত ইহার উদাহরণস্থল। যাহা হউক বামাবোধিনি! যিনি তোমার মত, স্ত্রীজাতিকে নিরপেক্ষভাবে,ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম, অধিকার, সম্বন্ধ, কর্ত্তব্য, উদ্দেশ্য—নারীজীবনের উপযোগী সকল রকম সুশিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন,লোকে তাঁহাকে হিন্দু,ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, মুসলমান যাহাই কেন বলুক না, তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষাকে "বিকৃত শিক্ষা, যথেচ্ছাচারিতার শিক্ষা" যাহাই কেন বলুক না, বঙ্গবাসিনীগণ তাঁহার পদধূলি লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিলে তাহাদিগের জীবন

সার্থক হইবে। এ কথা যে তোমাকে পরিতুষ্ট করিতে বলিতেছি, তাহা নহে—এ রকম দুঃখে তুমি বিচলিত হইলে, আজি ত্রিশ বৎসর আমাদের জন্য রক্ত মাংস জল করিতে পারিতে না!—তবে আমাদের নিজেদের সান্ত্বনার জন্যই এ কথা উল্লেখ করিলাম। তুমি আমার উপরে অসন্তুষ্ট হইওনা।

আজিকার এই শুভদিনে যে সব কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম, তাহার অনেক কথা খুলিয়া বলিতে পারিলাম না—আর একটী কথা কিছুই বলিতে পারিলাম না—বামাবোধিনি! তুমি যে একটী শোক ও নৈরাশ্যপূর্ণ তরুণ জীবন কি অসীম স্নেহ-ছায়ায় বাঁচাইয়া তুলিয়াছ, কি করিয়া সেই মৃতপ্রায় শিরাধমনীতে অমৃতবিন্দু সিঞ্চন করিয়াছ, কি করিয়া সেই জড় হৃদয় প্রাণের আশা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্ত্তব্য, একটু একটু করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছ, সেই মৃতদেহের অস্থি মজ্জায় কি করিয়া নবজীবন সঞ্চার করিয়াছ; মা'র মতন স্নেহে, ভগিনীর মতন যত্নে, শিক্ষয়িত্রীর মতন হিতৈষণায়, সখীর মত প্রীতিতে একটী অসহ্য দুঃখ-নিপীড়িত হৃদয়ের সকল অভাব কি করিয়া পূর্ণ করিতেছ, সে কথা বামাবোধিনি! আমি নিজেও বুঝি না, পরকেও বুঝাইতে পারিব না। লোকে বলে "জগতে ঋণগ্রস্তের মত দুঃখ আর নাই," আমি বলি মা'র কাছে সন্তানের, শিক্ষয়িত্রীর কাছে ছাত্রীর আর তোমার কাছে আমার, অনন্ত ঋণে ঋণী থাকা অপেক্ষা সুখ আর নাই!—তা' বামাবোধিনি! বামাবোধিনি! আমার উপাস্যা দেবী বামাবোধিনি! আমি বিধাতার নামে তোমারই হইয়াছি; তুমি এ ক্ষুদ্র প্রাণ—এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া লইবে কি?

লেখিকা—
তোমারই
আমি।

পনজ্ সাহেব।

ভারতের ধর্ম্ম ও রাজনীতিক্ষেত্রে শিখগুরু নানক একটি অমূল্য ও অত্যুজ্জ্বল রত্ন। নানকের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহার রীতি, নীতি, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতির বিস্তৃত ইতিহাস আমরা সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি। শিখজাতিও নানককে 'বাবা' অর্থাৎ সাধুপুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। যে অসামান্য বীরত্ব, শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বার্থত্যাগ, স্বদেশবৎসলতা, স্বজাতিপ্রিয়তা, একপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহে শিখজাতি ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ হইয়া

দাঁড়াইয়াছে, বাবা নানক তাহার মূল। অত্রকার প্রস্তাবে বাবা নানক সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি প্রয়োজনীয় অথচ নূতন কথার অবতারণা করিব। নানকের জন্মস্থানে এবং পঞ্জাব প্রদেশে আমরা এইগুলি সংগ্রহ করিয়া কোনও সময়ে ইংলণ্ডের একখানি মাসিক পত্রে প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম। প্রোক্ত পত্র হইতে আমরা কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এই প্রস্তাবের অঙ্গপূর্ণ করিয়াছি।

বাবা নানক, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তঃপাতী জলন্ধর জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কৃষিকার্য্য করিতেন এবং পিতা মহাশয় নানা সময়ে নানা স্থানে নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাউলপিণ্ডি জেলায় বাবা নানক বহুকাল অতিবাহিত করেন এবং এই স্থানেই তিনি আপনার ভবিষ্য জীবনের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। যে পরম রমণীয় স্থানটিতে মহাপুরুষ নানকের আশ্রম ছিল, তাহা আজিও সগৌরবে বর্ত্তমান। অমৃতসহর ভিন্ন ভারতবর্ষে শিখজাতির এতদপেক্ষা অধিকতর পবিত্র তীর্থ আর নাই। এই স্থানের নাম "পনজ্ সাহেব।" পেশোয়ার এবং কোহাটের সৈনিকবর্গের মধ্য দেশে ইহা অবস্থিত এবং কৃষ্ণপর্ব্বত হইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ দূর। ইহার চারিদিকে সুন্দর সুন্দর পর্ব্বতমালা; এই পর্ব্বতশ্রেণী আফ্‌গানিস্থানের সলিমান গিরির সহিত মিশিয়াছে। পাহাড়ের উপর হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে অতীব স্বচ্ছ ও সুস্বাদু সলিল তীব্রবেগে নিঃসৃত হইতেছে, তাহা এত স্বাস্থ্যকর যে বহু দূর দেশ হইতে রোগী সমূহ স্বাস্থ্যের জন্য ঐ জলপান করিতে আইসে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ দর্শন উপলক্ষে এস্থানে আগমন করেন এবং পরম শ্রদ্ধাসহকারে পূজা দেন। মুসলমানেরাও পনজ্ সাহেবের বিশেষ পক্ষপাতী। এই স্থানটি নানাকারণে সকল জাতির এতাদৃশ শ্রদ্ধার আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহার নিকটে আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জল বায়ু নিতান্ত স্বাস্থ্যকর, চারিদিকের দৃশ্য অতীব রমণীয়।

বাবা নানক সর্ব্বপ্রথমে পনজ্ সাহেব নামক স্থানে মুসলমান জাতির মধ্যে গোহত্যার বিরুদ্ধে উপদেশ দেন এবং শিয়া ও সুন্নী এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সম্পাদনের বিহিত চেষ্টা করেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণ পর্ব্বতে* এক বলবন্ত পাঠান দস্যু রাজত্ব করিত। ঐ পাঠান দস্যুর

* সম্প্রতি পেশোয়ারের সন্নিকটে যে স্থানে বৃটীশ সেনা ও পার্ব্বতীয় জাতির সহিত মহাসমর হইয়া গিয়াছে, ঐ স্থানের উপরিস্থিত পর্ব্বতের ইংরাজী ভৌগলিক নাম ব্লাক্ মাউন্টেন্, দেশী নাম কৃষ্ণ পর্ব্বত এবং মুসলমানী নাম কাংগী পাহাড়। এই স্থান চিরকালই বৃটীশের ভীতিক্ষেত্র। অসভ্য এবং দুর্দ্দান্ত বন্য যবনজাতি ভিন্ন আর কেহ কখন ইহাতে অধিবাস করিতে পারে নাই।

নাম দলী খাঁ। নানকের উপদেশের কথা শ্রবণ করিয়া, দলী খাঁ বাবা নানককে বলপূর্ব্বক কৃষ্ণপর্ব্বতে লইয়া যান এবং পার্ব্বতীয় দুর্গে আবদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য, এই সময়ে শিখজাতির অভ্যুদয়ের বীজ পর্য্যন্ত প্রোথিত হয় নাই। বাবা নানকের সঙ্গে তাঁহার তিনজন শিষ্য ছিল, এই তিনজনই তাঁহার প্রথম শিষ্য। ইঁহাদের একজনের নাম চর্ণি। নানক ব্যতীত আর সকলকেই দলী খাঁ স্বহস্তে নিহত করেন। ছয়মাস কাল অতিবাহিত হইলে, একদিবস যোগাসনে বসিয়া বাবা নানক ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে দলী খাঁ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল; কহিল, "অদ্য শুক্রবার, মুসলমানের অতি পবিত্র দিন, সুতরাং অদ্য আমরা তোমাকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমি সম্মতি না দিলে, আমাদের শাস্ত্রমতে বলপূর্ব্বক তোমার দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইবে।" বাবা নানক সহাস্যবদনে উত্তর দিলেন "তথাস্ত।" ঐ দিবস বাবা নানকের মুসলমান ধর্ম্মে বাস্তবিকই দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়; একপক্ষ কাল অতিবাহিত না হইতে হইতে মুসলমানেরা দেখিল যে, বাবা নানক মহম্মদীয় এবং হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মই পালন করিতেছেন, অথচ ইহাদের কোনও ধর্ম্মেই তাঁহার বিশেষ আস্থা নাই। দলী খাঁ বলিল "মুসলমান হইয়া তোমার এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অশাস্ত্রীয় এবং অসামাজিক।" নানক কহিলেন, "এইরূপ ব্যবহারের জন্যই আমার জন্ম। আমি না হিন্দু না মুসলমান, অথচ উভয় ধর্ম্মকে একটী সাধারণ ক্ষেত্রে আনিয়া সংস্কার করতঃ একটি নূতন অথচ বিশুদ্ধ পরিচ্ছদে শোভিত করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং হিন্দু হওয়া আর মুসলমান হওয়া আমার পক্ষে তুল্য কথা। আমি মুসলমানের গোহত্যা, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মযাজন, শীয়া স্বন্নীর বিবাদ এবং হিন্দুজাতির জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথা উঠাইয়া এক নবধর্ম্ম স্থাপন করিতে চাই; আমার ধর্ম্মের সম্মুখে যবন ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মই হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে।" ক্রমে ক্রমে তিনি আপনার প্রস্তাবিত ধর্ম্মের নীতিসমূহ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে দলীখাঁর মন টলিল; কৃষ্ণপর্ব্বতে অসভ্য দস্যু জাতির মধ্যে শিখ ধর্ম্মের বীজ আজ প্রোথিত হইল; দস্যু পাঠানরাজ শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। প্রকাশ্যভাবে নানকের এই সর্ব্বপ্রথম শিষ্য! ইহার বংশ এখনও বর্ত্তমান, সম্প্রতি এই বংশের সহিত ইংরাজরাজের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে।

নানকের শরীর সবল, সুস্থ, নীরোগ, স্থূল এবং অতীব সুন্দর ছিল। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে শিষ্যশ্রেণী ভুক্ত করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, অথচ তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কেহ কখনও কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে নাই। তিনি স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে

রমণীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-লোকের ধর্ম্ম, স্বভাব চরিত্র, আহার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ সমূহ নিতান্ত সারগর্ভ। নারীজাতি বলবতী হয়, ইহাও তাঁহার মনোগত অভিলাষ ছিল; প্রত্যেক শিখ রমণী কেবল গৃহ-ক্ষেত্রে নহে, সমর ক্ষেত্রেও বুদ্ধি, কৌশল এবং বীর্য্যবত্তা দেখাইতে পারে, ইহা তাঁহার বাসনা ছিল। তাঁহার গ্রন্থ-জীতে ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যগণ রমণী জাতির শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী না হইলে, বোধ হয় এতদিনে শিখনারীগণ সৈনিক শিক্ষায় ব্যুৎপন্না হইয়া উঠিতেন। শিখ যুদ্ধে শিখ রমণী সহায়তা করিয়াছে, ইহার প্রমাণ ভারতের ইংরাজ ইতিহাসেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কথিত আছে, এক সময়ে এক দল অসামান্যা লাবণ্যবতী রমণী একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরিস্থিত তরুতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ পর্ব্বতের নিম্নদেশে উপবেশন করিয়া বাবা নানক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। নানকের উন্নত ললাট, বিশাল বক্ষ, শালপ্রাংশু বাহু, সুন্দর আয়তন, অপরূপ মুখশ্রী, সুস্থ দেহ প্রভৃতি দর্শন করিয়া রমণীগণ বিমোহিতা হয় এবং নানকের ধ্যান-ভঙ্গের চেষ্টা করে। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া গেলে, বাবা নানক নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলেন। তখন স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার কুচেষ্টায় তাঁহার হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত করিবার প্রয়াস পায়। পরিশেষে বিফল-মনোরথ হইলে, রমণী সম্প্রদায়ের কর্ত্রী বলিয়া উঠিল, "যদি তুমি আমাদের নিকটে না আইস, তাহাহইলে আমরা এই পর্ব্বতমালা এই মুহূর্ত্তে তোমার শিরোপরি প্রক্ষেপ করিব, তুমি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" বাবা নানক তাহাতেও টলিলেন না। স্ত্রীলোকগণ যখন বাস্তবিক পর্ব্বত ফেলিবার উপক্রম করিতে লাগিল এবং গিরিমালা যখন মুহূর্ত্ত মধ্যে শিরোপরি পতিতপ্রায় হইয়া উঠিল, তখন বজ্রগম্ভীরস্বরে বাবা নানক এই বলিয়া চীৎকার করিলেন যে, "হে পর্ব্বত! যদি আমি যথার্থ নির্দ্দোষী হই, তাহা হইলে এই নির্দ্দোষীকে নিহত করিয়া আপনার শুভ্রদেহে চিরকলঙ্কের কালিমা স্থাপন করতঃ জগতে অকীর্ত্তি ঘোষণা করিও না।" এই কথা বলিয়া তিনি আপনার বাম হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি পর্ব্বতের গাত্রে স্থাপনা করিলেন। অর্দ্ধ-পতনোন্মুখ গিরিমালা পড়িতে পড়িতে আটকাইয়া গেল। প্রবাদ সত্য কি মিথ্যা জানি না, কিন্তু পর্ব্বতের এই অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ইহা রাওলপিণ্ডি জেলায় আজিও বর্ত্তমান। পঞ্জাবী ভাষায় পন্‌জ্‌ অর্থে পাঁচ এবং সাহাব অর্থে অঙ্গুলী। এই জন্য এই স্থানের নাম পন্‌জ্‌ সাহাব্‌। এই প্রবাদ পঞ্জাবের সর্ব্বত্র প্রচলিত। শিখের নিকটে

যদি কেহ এই প্রবাদ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা হইলে চব্বিশ ঘণ্টা কাল মধ্যেই ঘোষণাকারীর প্রাণবায়ু তাহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। শিখের শাণিত তরবারী তাহার ধর্ম্মের রক্ষক।

দনুজ সাহেব ক্ষেত্রেই বাবা নানক কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে, এই প্রস্তাব লইয়া হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি উভয় দলেরই নিকট এত প্রিয় ছিলেন যে, মুসলমানেরা তাঁহার মৃতদেহের কবর এবং হিন্দুরা দাহন সংস্কার করিতে চায়। পরিশেষে মুসলমানেরা জয়লাভ করিয়া মৃতদেহকে কবরস্থ করেন। প্রবাদবাক্য শুনা যায়, ভগবান হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদ দেখিয়া, যোগবলে নানককে পুনর্জ্জীবিত করেন এবং তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে অনুমতি দেন। শিখ সমাজে এই প্রবাদ আজিও প্রচলিত।

পশুহত্যা।

(৩৪৩ সংখ্যা ১২৪ পৃষ্ঠার পর)

মুসলমানেরা যেরূপে জবাই করে, তাহা অল্প ভয়ানক ও অল্প নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে। তাহারা গো কুক্কুট প্রভৃতিকে একবারে দ্বিখণ্ড করে না; অস্ত্রদ্বারা উহাদিগের কণ্ঠনালীর অর্দ্ধেক ছিন্ন করিয়া দেয়, জন্তুটী অসহ্য যাতনায় ভূমিলুণ্ঠিত হইতে থাকে, তাহারা স্বচক্ষে সেই ব্যাপককালে পরম কৌতূহলীর ন্যায় অম্লানবদনে ঐ ব্যাপার অবলোকন করে। হা ধর্ম্ম! তোমার মূর্ত্তি কি এইরূপ ভয়ানক আকারে পরিণত হইল!!!

দ্বিতীয়তঃ। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই স্বার্থসাধনার্থ পশু পক্ষ্যাদির প্রাণহিংসা, এরূপ প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহা একপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই মনুষ্যের সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। স্বার্থসাধনার্থে অনেক প্রকারে পশুহিংসা হইয়া থাকে। বৈষয়িক আড়ম্বর ও রসনার তৃপ্তিসাধন পশুহিংসার একটী প্রধান হেতু। এদেশের কেহ কেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাগশাবকগুলি কিছুকাল প্রতিপালন করিয়া কোন একটী ভোজ উপলক্ষে তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকেন। আবার ছাগ বধের প্রণালীই বা কত! এরূপ শুনা গিয়াছে, একবারে ছাগের মস্তক ছেদন করিয়া রক্ত বহির্গত হইয়া সুস্বাদুতার হানি হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ রজ্জু দ্বারা ছাগটীর মুখবন্ধ করত তাহাকে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে। নিরুপায় ও নিরীহ জীবটী তথায় শ্বাসরোধের অসহ্য

যাতনায় প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর তদীয় মাংসছারা উহার বধকারীদিগের উদর-পোষণ ও আমোদ নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতবাসী অসভ্য গারো-জাতিরা কোন কোন মহোৎসব উপলক্ষে "কুকুর পিষ্টক" ভক্ষণ করে। তাহারা একটী কুক্কুরকে বলপূর্ব্বক আকণ্ঠ তণ্ডুল ভক্ষণ করায়; এবং রজ্জুদ্বারা তাহার মুখবদ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ঐ দগ্ধ কুক্কুরের শোণিতাদি দ্বারা উহার উদরমধ্যস্থ তণ্ডুল পরিপাক হইয়া পিষ্টকের আকার ধারণ করে। পরে অস্ত্রদ্বারা উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রধানতম আত্মীয় ব্যক্তিদিগকে প্রদান করে। এইরূপে তাহাদিগের মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় ডোম হাড়ি প্রভৃতি অনেক ইতরজাতিরা আপনাদিগের মহোৎসব-কালে দুই চারিটী শূকর বধ করে। তাহার প্রণালী অতি নিষ্ঠুর; কর্ত্তন করিলে রক্ত বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া এক স্থানে তিন চারি ব্যক্তি লগুড় হস্তে দণ্ডায়মান হয়; মধ্যস্থলে শূকরটীকে ছাড়িয়া দেয়। এক ব্যক্তি উহার গাত্রে যষ্টি প্রহার করিলে, উহা যাতনায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতঃ প্রাণভয়ে অন্যদিকে পলায়ন করে, সেদিকেও সেইরূপে আঘাত পায়। নিরুপায় জন্তুটী প্রহারে বিকল হইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করে।

ব্যাধেরা এবং মৃগয়াপ্রিয় ব্যক্তিরা যে ভয়ানক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এরূপ শ্রুত আছে, নিরীহ মৃগযূথ শিকার করিবার সময় পাছে অস্ত্র শস্ত্র দর্শনে দ্রুতগমনে পলায়ন করে, এই নিমিত্ত ক্রূরবুদ্ধি ব্যাধেরা মনোহর বংশীধ্বনি করে। সরলস্বভাব মৃগযূথ আহ্লাদিত হইয়া অনিমেষনেত্রে স্থিরভাবে সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে থাকে। এদিকে কুটিলমতি যমদূতস্বরূপ ব্যাধেরা অস্ত্র শস্ত্রদ্বারা সেই সুবিশ্বস্ত জন্তুগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে!!! ইউরোপীয় জাতিরা এবং দেশস্থ কোন কোন ধনাঢ্য মহাশয় মৃগয়াকে অতি স্বাস্থ্যপ্রদ এবং আনন্দজনক ক্রীড়া মনে করিয়া সঙ্গে ভয়ঙ্কর কুক্কুর এবং বন্দুকাদি লইয়া খরগস শৃগাল, হরিণ প্রভৃতি জন্তুকে শিকার করিতে যান। যখন ঐ সমস্ত ভয়ার্ত্ত জীব ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে থাকে, ও যখন ঐ কুক্কুরেরা উহাদিগকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে, তখনই শিকারিগণের আনন্দের আধিক্য হয়, এবং তাহারা নানা প্রকার বিকট শব্দ করিয়া কুক্কুর-দিগকে উৎসাহদান এবং আপনাদের আহ্লাদ প্রকাশ করেন।

মুসলমানেরা গো, মেষ ও কুক্কুট দ্বারা সর্ব্বদাই সাড়ম্বর ভোজন করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ সভ্য ইউরোপীয় মহাশয়েরা আবার এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীস্থ নানা জাতীয় লোক যত প্রকার প্রাণীর

মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয়েরা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কোনও জীবের জিহ্বাটী উপাদেয় বলিয়া, কেবল তজ্জন্যই সেই জাতীয় শত শত জীবের প্রাণবধ হয়, কোন জন্তুর মস্তিষ্ক উপাদেয় বিবেচনায় তজ্জাতীয় বহুতর জন্তু বধ করা হয়।

(ক্রমশঃ)

নীতি কণ্ঠহার।

অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু, কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ, সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

কার্য্য, মন ও বাক্য দ্বারা সমুদায় প্রাণীর অনিষ্ট না করা, প্রত্যুতঃ অনুগ্রহ ও দয়া করা সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম॥ ১

যাদৃশং বপতে বীজং ক্ষেত্রমাসাদ্য কর্ষকঃ।
সুকৃতেদুষ্কৃতের্বাপি, তাদৃশং দৃশ্যতে ফলং॥

কৃষক যাদৃশ বীজ করিবে রোপণ,
তাদৃশ তাহার ফল হয় সংঘটন।
ভাল কর্ম্মে ভাল ফল, মন্দ কর্ম্মে মন্দ।
অকাট্য এ সত্য, ইথে নাহি কোন দ্বন্দ্ব।২

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং, বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্‌বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্॥

গরল হ'তেও কর অমৃত গ্রহণ।
বালকেরো মুখে কর সুকথা শ্রবণ।
অমিত্রের সুদৃষ্টান্ত করহ গ্রহণ,
অপবিত্র স্থান হ'তে লইবে কাঞ্চন।৩

জ্ঞানপূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম চ্ছাদয়ন্তে হ্যসাধবঃ।
ন মাং মনুষ্যাঃ পশ্যন্তি, ন মাং পশ্যন্তি দেবতাঃ॥

অসাধু লোকেরা জ্ঞাতসারে পাপাচরণ করিয়া গোপন করে, এবং মনে করে যে, মনুষ্যেরা আমাকে দেখিতেছে না, দেবতারাও দেখিতেছেন না। ৪

তে বন্দ্যাস্তে মহাত্মান স্তএব পুরুষা ভুবি।
যে সুখেন সমুত্তীর্ণাঃ সাধো যৌবন সংকটাৎ॥

হে সাধো! যাঁহারা যৌবনরূপ সঙ্কট হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ পৃথিবীতে পূজনীয় মহাত্মা পুরুষ। ৫

ন চক্ষুষা ন মনসা, ন বাচা দূষয়েৎ ক্বচিৎ।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা, কিঞ্চিদ্দুষ্টং সমাচরেৎ॥

চক্ষু দ্বারা, মন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা কখন দূষিত কার্য্য করিবেক না; এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনরূপ অসদাচরণ করা বিধেয় নহে। ৬

মাতরং পিতরঞ্চৈব, শুশ্রূষন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ভ্রাতৃণাঞ্চাপি সস্নেহা স্তেনরা স্বর্গগামিনঃ॥

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া মাতা পিতার সেবা ও শুশ্রূষা করেন, ভ্রাতৃগণকে স্নেহ করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন। ৭

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ, শমচিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা॥

বিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রশান্তভাব দয়া, সকলের সুখান্বেষণ, সরলতা, সমদর্শিতা এই সকল সাধুতার লক্ষণ। ৮

অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতেষু চার্জ্জবম্।
ক্ষমাচৈবাপ্রমাদশ্চ যস্যৈতে স সুখী ভবেৎ॥

অহিংসা, সত্যবাক্য, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, ক্ষমা, অপ্রমাদ, এই সকল যাঁহাতে আছে, তিনি সুখী হয়েন। ৯

শত্রুং মিত্রঞ্চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা গিরা।
ভজন্তি মৈত্রা সঙ্গম্য তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

যে সকল ব্যক্তি প্রীতিসহকারে মিলিত হইয়া নিত্য বাক্য ও মনে সমভাবে শত্রু মিত্রের সেবা করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন। ১০

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(৩৪৩ সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর)

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার চতুর্থ উদ্দেশ্য বা শেষ উদ্দেশ্য সর্ব্বজনীন সদ্ভাব। এ কথা শুনিয়া হয় তো অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন, কারণ আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মধ্যে এমন কথা বলেন নাই যে "সকল নরনারীই এইদিনে ভ্রাতাভগিনীবৎ ব্যবহার করিবে।" অথবা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সর্ব্বজনীন সদ্ভাব রক্ষা করিতে যে হিন্দু মহিলা, ইংরেজ কি ফরাসীকে "ভাইফোঁটা" দিতে গিয়াছেন, ইহাও কেহ কখন দেখেন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ সকল ঘটনা না হইলেও আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যে সর্ব্বজনীন শিক্ষা নিহিত রাখিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষিত হইতে পারিলেই মানবের সর্ব্বজনীন সদ্ভাব অভ্যাস হইতে পারে—সেই মহত্তম ইঙ্গিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় আছে বলিয়াই আর্য্যগণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া "বিশ্বজনীন সদ্ভাবের সঙ্কেত মাত্র।"

এ জগতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াও নরনারীর ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধের অনেক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে সামাজিক নরনারী সকলেই সমাজের সন্তান। এই সামাজিক ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাব সকলের মনেই নিহিত আছে—আছে বলিয়াই একজন বাঙ্গালির গৌরবে সমগ্র বঙ্গবাসী গৌরবান্বিত হন। আবার একজন ইংরেজের গৌরবে সমগ্র ইংলণ্ডবাসী গৌরবান্বিত হন। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় সম্বন্ধ হইতে নরনারীগণের ভ্রাতৃভগ্নী ভাবের পরিবর্দ্ধন; যিনি "জননী, জন্মভূমিশ্চ" বুঝিয়াছেন, তিনি স্বদেশীয় নরনারীগণের ভ্রাতৃভাব ও ভগ্নীভাব অবশ্যই বুঝিবেন। স্বদেশীয়দিগের সহানুভূতি কিরূপ স্বাভাবিক, ভারতবাসী ভারতবাসীর প্রতি ফ্রান্সবাসী ফ্রান্সবাসীর প্রতি অনুরক্ত হওয়া কিরূপ স্বাভাবিক, তাহা অনেকে অনুভব করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এসকল ভ্রাতৃ ভগিনী সম্বন্ধ উচ্চ হইলেও সীমাবদ্ধ—আমাদিগের ভ্রাতৃভগ্নীত্বেরও যে উদার মহান্ স্বর্গীয় তৃতীয় সম্বন্ধ আছে, তাহার তুলনায় এ সকলই অকিঞ্চিৎকর বিবে-

চিত হইতে পারে; সেই সম্বন্ধানুসারে আমরা অভ্যস্ত হইলে এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা মিলিত হইয়া "একখানি গৃহ" হইতে পারে! সেই সম্বন্ধে আমরা সকলেই সেই বিশ্বজননীর সন্তান; এই বিশাল জগৎ শরীরে আমরা সকলেই এক এক পরমাণু, আমার মত অসঙ্খ্য অণু পরমাণু যোগেই এই মানব-জগৎ গঠিত। যাহা জগতের মঙ্গলসাধক, সেই কার্য্য আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনের পক্ষে পরস্পরে পরস্পরের সহায়তা করা নরনারী জীবনের এক মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, সকলেই ভ্রাতা—সকলেই ভগিনী। অতএব ভ্রাতৃত্ব সকল পুরুষেই থাকিবে, ভগিনীত্ব সকল রমণীতেই থাকিবে, নচেৎ আমাদের জীবনের এক মহদুদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। ভ্রাতাকে দেখিলে আমাদের মনে হয় পুরুষজাতিই রমণীর রক্ষক ও শিক্ষক, তাঁহারা জগতে আসিয়াছেন—প্রধানতঃ রমণীকে ধর্ম্মজ্ঞান ও অভয় দিবার জন্য, রমণীর সম্মান গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, ইহাই ভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব। ভগিনীকে দেখিয়াই আমাদের মনে হয় রমণীজাতি পুরুষের সখী ও সেবিকা, তাঁহারা জগতে আসিয়াছেন—প্রধানতঃ পুরুষের তাপদগ্ধ হৃদয়ে শীতলছায়া দিবার জন্য; দয়া ও পবিত্রতার প্রতিরূপ হইয়া পুরুষের সেবা ও সাহায্যের জন্য; পুরুষের নিত্যসঙ্গিনী না হইলেও তাঁহার সুখ দুঃখে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি দিবার জন্য। ইহাই ভগ্নীর ভগ্নীত্ব। ইহাই সমগ্র নরনারীগণের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য; সমুদয় নরনারী ভ্রাতৃভগ্নীভাবে অভ্যস্ত হইলেই এই কর্ত্তব্য পালিত হয়, এবং এই কর্ত্তব্য পালিত হইলেই সর্ব্বজনীন সদ্ভাব রক্ষা হয়।

কিন্তু এ শিক্ষায়, সর্ব্ব সাধারণকে পুস্তক পড়াইয়া অথবা মৌখিক উপদেশ দিয়া শিক্ষিত করা যায় না। নীতিগ্রন্থ মুখস্থ হইলেই কেহ নীতিপরায়ণ হয় না। নৈতিক শিক্ষা স্বতন্ত্র। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকল জ্ঞানানুশীলনে পরিস্ফুট হইতে পারে, স্মৃতি, মেধা, ধারণা প্রভৃতি বিদ্যালয়ে পরিমার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকল পরিস্ফুট করিতে হইলে সাধুকার্য্যে অভ্যস্ত হওয়া চাই। ত্যাগস্বীকার, সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি শিখিতে হইলে সদ্ভাব অভ্যাস করা চাই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, শুধু বুঝিয়াছিলেন নহে—সকলেই যাহাতে ভ্রাতা ভগিনী জীবনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন, সকলের হৃদয় যাহাতে ভ্রাতা ভগিনীভাবে অভ্যস্ত হইতে পারে এবং সকলেই যাহাতে ভ্রাতা ভগিনীর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, সেই আশয়ে তাঁহারা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য—অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য, ভ্রাতাভগিনীর ভালবাসা অনুশীলিত হইয়া লোকের চিত্ত মার্জ্জিত

হইবে, স্বার্থপরতা দূর হইবে, সকলেই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হইবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কৃত্য, রমণী ভগ্নী-ভাবে প্রণোদিত হইয়া পুরুষের শুভকামনা ও পরিচর্য্যা করিবেন, পুরুষ ভ্রাতৃস্থানীয় হইয়া রমণীকে "ভগিনী" বিবেচনা করিবেন, তাঁহার সম্মান গৌরবরক্ষা করিবেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শিক্ষা, বিশুদ্ধ ভ্রাতৃভগ্নীভাব, নিষ্কাম ভালবাসা, ভালবাসিয়া ত্যাগ স্বীকার। সহোদর সহোদরায় ইহার উৎপত্তি, পরিবার মধ্যে ইহার উন্নতি, সমাজে ইহার বিস্তৃতি এবং বিশ্বজগতে ইহার পরিণতি—এই সম্ভাবের নাম—এই স্বর্গীয়ভাবের নাম,—বিশ্বজনীন সম্ভাব!

বঙ্গমহিলা ইংরেজকে অথবা ইংরেজমহিলা বাঙ্গালিকে "ভাই ফোঁটা" দিলেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য সফল হইল, তাহা নহে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উপদেশানুসারে আত্মগঠন করিতে পারিলে, প্রকৃতরূপে সকলে সকলের ভ্রাতা ভগিনী হইতে পারিলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মহদুদ্দেশ্য সফল হয়। আর্য্যগণ সেই আশয়েই ইহা প্রবর্ত্তিত করেন।

বর্ত্তমান যুগ সভ্যতার যুগ, বর্ত্তমান যুগ স্বাধীনতার উন্নতির যুগ। বর্ত্তমান যুগ শিল্পবিজ্ঞানের যুগ, বর্ত্তমান যুগ বাণিজ্য অর্থনীতির যুগ; এই সকলই বর্ত্তমান যুগের গৌরব; কিন্তু বর্ত্তমান যুগ প্রেমের যুগ নহে। এমন কথা বলি না বর্ত্তমান যুগে প্রেমিক ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, কুমারী নাইটিঙ্গেল, বা ফাউলার জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এমন কথা বলি না বর্ত্তমান যুগে প্রেমিক কেশব চন্দ্র, বিদ্যাসাগর ভারত-বক্ষ উজ্জ্বল করেন নাই—এই কথা বলিতেছি যে, যে নিষ্কাম প্রেম সাধনায় ভারতীয় আর্য্যগণ দেবতা হইয়াছিলেন, ভারতভূমি দেবভূমি হইয়াছিল, সেই প্রেম আর নাই! প্রেম গিয়াছে, সম্ভাবও গিয়াছে, ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাব কেবল কথার কথা হইয়াছে! কেন?

নরনারীগণ প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের ভ্রাতাভগিনী, সকলেই যে বিশ্ব জননীর সন্তান, একথা অনেকেই জানেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কাজে করিয়া থাকেন কয়জন? আমরা প্রমাণ স্বরূপ আমাদের বঙ্গদেশে দেখাইতেছি। এদেশে ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাবের তো কত রকম ব্যাখ্যা ও কত রকম উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যদি সকলেই ভাই সকলেই ভগিনী হইতেন, তাহা হইলে এদেশের এমন চেহারা হইত না। যদি সকলেই ভ্রাতার কর্ত্তব্য ভগিনীর কর্ত্তব্য পালন, করিতেন, তাহা হইলে এত বিবাদ, এত পাপ, এত মহাপাপ জন্মিত না—যদি সকলেই ভ্রাতার হৃদয় ভগিনীর হৃদয় পাইতেন, তাহা হইলে পুরুষগণ রমণীগণকে পদ-দলিত করিতেই সুখী হইতেন না—রমণীজাতির সুখদুঃখ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, অবস্থা, উপযোগিতা বিষয়ে অন্ধবৎ কার্য্য করিতে পারিতেন না। ভাই হইয়া ভগিনীকে অজ্ঞান অন্ধকারে রাখিতেন না; ভাই হইয়া

ভগিনীকে "পুরুষ" সাজাইতেও চাহিতেন না; ভাই হইয়া ভগিনীকে বিশ্রী ঠাট্টা তামাসা করিতে পারিতেন না; ভাই হইয়া ভগিনীর নামে শুধু শুধু আঠার গণ্ডা নিন্দা বাহির করিতে পারিতেন না! ভগিনী যাহা জানেন, ভাই তাহা শিখাইয়া দেন—ভগিনী যাহাতে শিখিতে পারেন, ভাই প্রাণপণে তাহারই উপায় বিধান করেন। ভগিনীর অশ্রুমোচন করিতে ভাই সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। ভগিনীর ধর্ম্মভাব, পবিত্রতা, লজ্জা ও সম্মান রক্ষা করিতে ভাই প্রাণপণে সহায় হন। ভগিনী ভ্রাতার মঙ্গলের জন্য—ভ্রাতার পরিচর্য্যার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। এদেশে সে ভ্রাতৃভাব কোথায়, সে ভগ্নীভাবই বা কোথায়? তাই বলিতেছিলাম ভ্রাতৃ ভগ্নীভাব এদেশে আজি কথার কথা হইয়াছে! শুধু বঙ্গদেশে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের এই দশা হইয়াছে! যে পথে ব্যাস অষ্টাবক্র গিয়াছেন, জনক শিবি গিয়াছেন, গৌতমী গার্গী গিয়াছেন, সীতা সাবিত্রী গিয়াছেন, ভারতে জাতীয় ভালবাসাও বুঝি সেই পথে গিয়াছে! (ক্রমশঃ)

চীন কাহিনী।

ভারতবাসী মাত্রেই চীনদেশের নাম অবগত আছেন। জগতের প্রাচীন সভ্য জনপদের মধ্যে চীন একটী প্রধান বলিয়া পরিগণিত। যখন বর্ত্তমান সুসভ্য ইংলণ্ড উলঙ্গ বর্ব্বরের আবাসভূমি ছিল, যখন ইউরোপের অন্যান্য দেশ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গ্রীশ ও রোমের প্রতি চাহিয়া থাকিত; তাহারও পূর্ব্বে ভারতভূমির ন্যায় চীনদেশও সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। চীনদেশকে সভ্য করিতে পাশ্চাত্য সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই। চীনবাসিগণ সর্ব্বপ্রথম দিগ্‌দর্শন নির্ম্মাণ ও মুদ্রাঙ্কন প্রচলন দ্বারা সমস্ত সভ্যজগতের সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছে।

চীনবাসিগণ পূর্ব্বকালে প্রতিবেশী তাতারদিগের উৎপাতে বিপদগ্রস্ত হইয়া স্বদেশের উত্তর ও পশ্চিম দিক্ এক প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা ঘেরিয়া লইয়াছে। এই প্রাচীর দীর্ঘে ১৫০০ মাইল ও উর্দ্ধে ৩০ ফুট এবং এপ্রকার প্রশস্ত যে ছয়জন অশ্বারোহী নির্ব্বিঘ্নে তাহার উপর পরস্পর পাশাপাশি হইয়া গমনাগমন করিতে পারে। চীনদেশের প্রাচীর পৃথিবীর আশ্চর্য্য পদার্থ কয়েকটীর মধ্যে একটী।

একে চীন দেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, তাহার উপর আবার চীনবাসিগণ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করাতে উহা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুরারোহ পর্ব্বতমধ্যস্থ ভূখণ্ড সমূহ, ইহারা যেরূপে সমতল ও উর্ব্বর ভূমিতে পরিণত করে, তাহা অন্যান্য দেশীয় লোকদিগের

অনুকরণীয়। খাল কাটিয়া ইহারা অত্যুচ্চ প্রদেশে জল প্রবাহিত করিয়া সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর স্থান হইতেও শস্যাদি উৎপন্ন করে। চীনদেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চা ও ধান্য প্রধান। চীনদেশজাত চা প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই রপ্তানি হইয়া থাকে। উদ্যানজাত দ্রব্য এবং রেশম ও বংশবিনির্ম্মিত দ্রব্যাদি এখানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুন্দর সুন্দর দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য চীন বাসিগণ ধরাতলে অদ্বিতীয় না হইলেও নিতান্ত অগণ্য নহে।

চীন দেশের অধিবাসীর সংখ্যা পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক। শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, এই ক্ষুদ্র চীন দেশে (৫০০০০০০ বর্গমাইল স্থানে ৩৫০০০০০০০ পঁয়ত্রিশ কোটী লোকের বাস; স্থানাভাবে অধিকাংশ অধিবাসী নৌপল্লী নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্র গর্ভে বাস করে।

চীন রমণীদিগের মধ্যে যাহার পদতল যত ক্ষুদ্র সে তত সুন্দরী নামে পরিচিত হয়, এই হেতু অতি শৈশব কাল হইতেই চীন রমণীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকে।

পূর্ব্ব পুরুষদিগের পূজা করা চীনবাসীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। গুরুজনগণের প্রতি ইহারা অসাধারণ ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। সাধারণ লোকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের মধ্যে অনেকেই কনফিউসিয়স প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী। বুদ্ধ ও কনফিউসিয়স্ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত চীনদেশে টাউ নামক আর এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। চীনবাসিগণ কাগজের মুদ্রা, গৃহ ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করে—তাহাদিগের বিশ্বাস এরূপ করিলে পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রকৃত মুদ্রাগৃহাদি প্রাপ্ত হইবেন। অতিথিসৎকার চীনবাসীগণ একটী মহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে, ইহাদিগের কার্য্যকলাপে বিনয় ও সদাচারের অসদ্ভাব নাই বটে, কিন্তু ইহারা সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে জানে না।

চীনবাসীদিগের আহার পদ্ধতি বড়ই জঘন্য। বিড়াল কুক্কুর ইন্দুর টিকটিকি ভেক এবং তৈলপায়িক (আর্শুলা) প্রভৃতি জন্তু ইহাদিগের খাদ্য। মৃত জন্তুর গলিত মাংস ইহারা আদরের সহিত ভোজন করিয়া থাকে। কোনও ভোজব্যাপারে বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হয়। আহারান্তে নৃত্যগীত ও নাটকাদিঅভিনয় দ্বারা আগন্তুকদিগকে আপ্যায়িত করা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ ভোজ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারে না—তাহারা অন্তরাল হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া থাকে। চীনবাসীরা যেরূপ অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করে, অন্য কোনও দেশীয় লোক সেরূপ করে না। ইংরাজ বণিক্‌গণ সর্ব্বপ্রথমে চীনদেশে অহিফেন ব্যবসা বিস্তার করেন।

চীনবাসীরা যুদ্ধকৌশলে বিলক্ষণ

কভ্যস্ত। ইহারা যদিও স্বভাবতঃ উদ্ধত, কিন্তু স্বজাতির মধ্যে ইহাদিগের একতার অসদ্ভাব নাই।

চীনভাষার সহিত জগতের কোনও ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায় না। এইভাষার এক একটী অক্ষর এক একটী শব্দ। অপরাপর ভাষায় যেমন ছত্রগুলি পত্রের বাম বা দক্ষিণ দিক্ হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ বা বামদিকে শেষ করা হয়, চীন ভাষায় সেরূপ হয় না। ইহার ছত্র গুলি পত্রের ঊর্দ্ধ দিক হইতে আরম্ভ হইয়া অধোদেশে সমাপ্ত হয়। অন্যান্য ভাষার সহিত এ ভাষার কোনও সাদৃশ্য না থাকিবার কারণ এই, চীন বাসীরা অন্য কোন জাতির সহিত সংমিলিত হইতে ভালবাসে না।

চীনদেশে অপরাধীকে দণ্ড দিবার পদ্ধতি অতিশয় ভয়ঙ্কর। অপরাধীকে বন্ধন করিয়া ভূমিতে শয়ন করান হয় এবং বংশখণ্ড দ্বারা তাহার হস্ত পদাদি এরূপ ভবে দলিত করা হয় যে ঐ সকল অঙ্গ একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তারতম্য।

কিছুকাল পূর্ব্বে কতকগুলি ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই প্রশ্ন উপস্থিত করেন যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয় স্ত্রীলোক ও পুরুষে সমান ভাবে দেখা যায় কিনা? এবিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়াতে তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা এই বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে মনস্থ করেন। তদনুসারে প্রকাশ্য স্থলে তাঁহারা পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন ধাতু ও শারীরিক অবস্থাসম্পন্ন শতাধিক পুরুষ ও প্রায় একশত রমণী স্বেচ্ছাক্রমে পরীক্ষাধীন হয়েন। পরীক্ষার পর পরীক্ষক বৈজ্ঞানিকগণ যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই আমরা বিবৃত করিতেছি। তাঁহারা বলেন যে স্পর্শেন্দ্রিয় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে অধিকতর তীক্ষ্ণ। সীবন কার্য্যে, মালাগাঁথা, সূতাকাটা ইত্যাদি কার্য্যে স্ত্রীলোকগণ যে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শিনী হয়েন, তাঁহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিকতর তীক্ষ্ণতাই তাহার কারণ। দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে ঐ দুইটী ইন্দ্রিয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকে সমান রূপেই তীক্ষ্ণ। রসনেন্দ্রিয় পুরুষে অধিকতর তীক্ষ্ণ। পরীক্ষকগণ কতকগুলি এরূপ মদ্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যাহাদের উপাদানে অতি সামান্য তারতম্য ছিল। পুরুষগণ এই সকল খাদ্য আস্বাদন করিয়া তাহাদের মধ্যে তারতম্য অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকগণ তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা পুরুষে অধিক না স্ত্রীলোকে অধিক এই প্রশ্ন করিলে অনেকেই হয়ত উহা স্ত্রীলোকে অধিক এই উত্তর করিবেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা পুরুষেই অধিক, নানা পরীক্ষার পর ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। একটী পরীক্ষার কথা বলা যাইতেছে। এক আউন্স প্রুসিক্ এসিড্ একলক্ষ আউন্স জলে মিশ্রিত করিলে পুরুষগণ তাহার আঘ্রাণ পাইয়াছিলেন কিন্তু উহা বিশহাজার আউন্সের অধিক জলের সহিত মিশ্রিত করিবার পর পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত কোন স্ত্রীলোকই তাহার আঘ্রাণ পান নাই।

শরীরতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে পুরুষ ও স্ত্রীলোকে কতকগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণতর এবং কতকগুলি ক্ষীণতর হইয়াছে। একথার মধ্যে যে সত্য আছে, সন্দেহ নাই।

নিদ্রা।

কাহার পক্ষে কতক্ষণ নিদ্রা যাওয়া প্রশস্ত, বয়স, ধাতু ও দেশের জলবায়ু অনুসারে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। কফযুক্ত ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির অপেক্ষা অধিককাল নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক। যৌবন কাল অপেক্ষা বৃদ্ধকালে অধিক নিদ্রা প্রশস্ত। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের অধিক নিদ্রা আবশ্যক। প্রায় সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে নিদ্রা যাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। দেখা গিয়াছে উহা শরীরের পক্ষে উপকারী। যাহার পক্ষে যতক্ষণ নিদ্রা যাওয়া প্রশস্ত, তদপেক্ষা অধিককাল নিদ্রা গেলে স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। সুস্থাবস্থায় ছয় ঘণ্টার কম ও আট ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নহে। দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করাই পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বৈদ্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, বামপার্শ্বে শয়ন করা প্রশস্ত, কিন্তু এই বিধি যে কেন প্রশস্ত তৎসম্বন্ধে উক্ত শাস্ত্রে কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। আধুনিক ইউরোপীয় শরীরতত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন যে একটী বোতল উলটাইয়া ধরিলে যেমন হয়, বামপার্শ্বে শয়ন করিলে পাকস্থলীর অবস্থা অনেকটা সেরূপ হয়, সুতরাং ভক্ষিত দ্রব্য অনায়াসে পরিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নগামী হইতে পারে না; অর্থাৎ কূপ হইতে জল উত্তোলন করার ন্যায় পাকস্থলীকে আয়াস স্বীকার করিয়া ভক্ষিত দ্রব্যকে স্বীয় গন্তব্য পথে লইয়া যাইতে হয়! কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে ভক্ষিত দ্রব্য স্বাভাবিক ভাবে অনায়াসে স্বীয় পথে প্রেরিত হয়। অতএব দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করাই স্বাস্থ্যপ্রদ। নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া শয়ন করাও নিষিদ্ধ। নিম্নপৃষ্ট হইয়া শয়ন করিলে শোণিত সঞ্চালনক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়,

সুতরাং নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন ও অজীর্ণতা উপস্থিত হয়। উদর পূর্ণ করিয়া, গুরুপাকদ্রব্য আহারের পর নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া শয়ন করিলে নিদ্রাবস্থায় কাহারও কাহারও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সুস্থশরীর লোক রাত্রে আহারের পর শয়ন করিয়াছে, প্রাতে শয্যায় মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, এরূপ ঘটনা অনেক হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় গুরুতর ভোজনের পর নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া শয়নই মৃত্যুর মুখ্য কারণ, অনেকানেক ভিষক একবাক্যে এই কথা বলিয়া থাকেন। নিদ্রাবস্থায় পরিপাক ক্রিয়া অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই জন্য আহারের পর অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া তৎপরে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা অজীর্ণতা বা অম্বল রোগে কষ্ট পান, এই নিয়ম তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ রূপে পালনীয়।

বাঙ্গালা প্রবচন।

র।

১। রথু চৈয়া বলা,
তিন কলির চেলা।
২। রঙ থাক্‌লে রঙ্গে কড়ী,
রঙ ফুরালে গড়াগড়ি।
৩। রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে।
৪। রতন গর্ভের পেতন সন্তান।
৫। রতনে রতন মিলে।
৬। রত্নগর্ভা।
৭। রথ দেখা, কলা বেচা।
৮। রণের ঘোড়া।
৯। রাই কুড়ায়ে বেল।
১০। রাখালের হাতে শালগ্রাম।
১১। রাখে গোঁসাই মারে কে,
মারে গোঁসাই রাখে কে?
১২। রাগ ক'রে আপনার ঘরে
বেশী করে খাবে।
১৩। রাগখানিও আছে,
সুখখানিও আছে।
১৪। রাগ চণ্ডাল।
১৫। রাঙা মুলো।
১৬। রাঙের রাধা।
১৭। রাজা গেল পাটনে,
শূন্য হৈল দেশ,
মাঝখানে বসে আছে নেড়া দরবেশ।
১৮। রাজা থাক্‌তে,
কোটালের দোহাই।
১৯। রাজা পঞ্চতি কর্ণভ্যাং।
২০। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
উলু খাঁকড়ার প্রাণ যায়।
২১। রাজার মা আর পক্বাতেলী।
২২। রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট
প্রজা কষ্ট পায়,
গিন্নীর দোষে গেরস্ত নষ্ট,
লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।
২৩। রাজার ভাল বাসা
আর গৃহস্থের খাসী পোষা।

২৪। রাজার রাজ্যপাট,
গরিবের শাক ভাত।
২৫। রাজার রাণী, কাণার কাণী।
২৬। রাজার হাল, স্বর্গে বাস।
২৭। রান্না খেয়ে কান্না পায়।
২৮। রাতারাতি বামনা
হইল মহারাজ।
২৯। রাতের বেলা ভূতের ভয়।
৩০। রাম না হতে রামায়ণ।
৩১। রাম নামে ভূত পলায়।
৩২। রাম বলা ধুতি তোলা
ছদিক্ কি সাজে?
৩৩। রাম রাজ্যে বাস।
৩৪। রাম লক্ষ্মণ দুটী ভাই,
রথে চড়ে স্বর্গে যাই।
৩৫। রাম হেন যেন স্বামী পাই।
৩৬। রামে মারুক আর রাবণে মারুক্।
৩৭। রাবণের চিতা।
৩৮। রাহুর দশা।
৩৯। রুচে পুছে খা, মন চলেতো যা।
৪০। রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও।
৪১। রূপে অন্ধ।
৪২। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।
৪৩। রোকা কড়ি চোকা মাল।
৪৪। রোগ কেবল মুড়িতে,
আর ভুঁড়িতে।
৪৫। রোগা চড়ুয়ের
মুলুক যুড়ে বাসা।
৪৬। রোগিণো দেবতাভক্তঃ।
৪৭। রোগী এখন তখন,
রোজা ছ মাসের পথ!
৪৮। রোগী তুষ্ট অম্বলে,
সন্ন্যাসী তুষ্ট কম্বলে।
৪৯। রোগের শেষ,
আর ঋণের শেষ।
৫০। রোজার ঘাড়ে বোঝা।
৫১। রৌদ্রের তাত সয়,
বালির তাত সয় না।

প্রহেলিকা।

তিন বর্ণে নাম তার অতি মূল্যবান,
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে দেবের প্রধান।
মধ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে হয়ে যায় ঘোর,
শেষ বর্ণ ছেড়ে দিলে শব্দ হয় ঘোর।
বল দেখি হেন বস্তু কি আছে এ ভবে,
যার তরে লালায়িত সর্ব্বদাই সবে? ১

সাগরের মাঝে থাকি নাহি থাকি নীরে,
নগরের মাঝে থাকি না থাকি সহরে।
গগনেতে আছি আমি—আকাশেতে নাই
কি নাম আমার ভেবে বল দেখি ভাই॥২

তিন বর্ণে নাম তার কি সুন্দর অঙ্গ!
তরুপ'রে বাস করে নহে সে বিহঙ্গ।
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে শ্রেষ্ঠ জীব গণি,
মধ্য বর্ণ নিলে বার বুঝিবে তথনি।
শেষ বর্ণ লোপে হয় তরঙ্গ প্রবল,
চাতুরীতে তার কাছে পরাস্ত সকল॥৩

তিন বর্ণে নাম তার অপূর্ব্ব চেহারা।
বাধা নাই স্বেচ্ছামত করে চলা ফেরা।
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে সকলেরি হয়,
মধ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে দেখে করে ভয়।
শেষ বর্ণ ছেড়ে দিলে বিমুখ সকলে,
যে ভাঙ্গিবে বাখানিব বুদ্ধির কৌশলে॥ ৪

তিন বর্ণে নাম তার বাস করে অঙ্গে,
বাড়ায় আদর তার আশ্বিনে এ বঙ্গে।
মস্তক কাটিলে হবে কাল নিরূপণ,
মাঝ কেটে দিলে তার হইবে গহন।
অন্তিমে আকার দিলে হবে চন্দ্রহার,
বল দেখি হে ভগিনি কি নাম তাহার? ৫

তনু নাই তবু আমি সর্ব্বত্র প্রকাশ,
মোর মাঝে বাস করে সবে বার মাস।
আমারে ঠেলিয়ে চলে ধরিতে না পায়,
আমি কিন্তু লেগে থাকি সকলেরি গায়।
আমি না থাকিলে নাশ বিশ্ব চরাচর,
কি নাম আমার বল ওহে বিজ্ঞবর? ৬

জনতার মাঝে থাকি সকলেই জানে,
সকলেই দেখে মোরে শয়নে স্বপনে।
নয়নে নয়নে থাকি বচনে মননে,
অশনে বসনে থাকি দশনে বদনে।
সজনে বিজনে থাকি জনমে নিদানে,
কি পদার্থ বল আমি বিধির বিধানে? ৭

অবিনাশী বস্তু আমি বিজ্ঞানীরা কয়,
আমা বিনা সৃষ্টি নাশ জানিবে নিশ্চয়।
আমাকে আশ্রয় করি আছে এই ধরা,
অসীম সৌরজগত গ্রহ চন্দ্র তারা।
আমার স্বরূপ কেহ ভাবিয়ে না পায়,
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বলেন সবায়।
অক্ষয় অস্তিত্ব মোর নাহিক বিস্তার,
সাকার পদার্থ আমি নহি নিরাকার॥ ৮

কলিকাতা আছি আমি ক'রে বাড়ীঘর,
আমার সেবায় রত কত নারীনর।
আমার মহিমা সবে করেছে প্রচার,
বছরে সেবক বাড়ে হাজার হাজার।
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে মোর পূজা হয়,
কায়মনে মোর কাজ ধর্ম্মকর্ম্ম কয়॥ ৯

রমণীর প্রিয় আমি অসিত বরণ,
কায়োমনে করে তারা আমারে যতন।
অভাব হইলে মোর কত কষ্ট মনে,
ঘরকোণে বসে থাকে বিষণ্ণ বদনে!
ধার করে এনে মোরে করয় ধারণ,
কথঞ্চিৎ মনকষ্ট হয় নিবারণ।
বল দেখি ভেবেচিন্তে কি নাম আমার,
নারীর সম্পত্তি আমি দান বিধাতার॥ ১০

সতী ও শান্তি।

(৩৪৩ সংখ্যা ১২৭ পৃষ্ঠার পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর পরিষ্কার সরু কাপড় গরম জলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা তাহার চক্ষু দুইটি সর্ব্বাগ্রে ধোওয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তার পর অল্প গরম জলে তাহার সর্ব্বশরীর ধোওয়াইয়া শুক্র

সরু কাপড় দিয়া তাহার গা বেশ করিয়া মুছাইয়া দিতে হইবে। তার পর এক-খানি সরু পরিষ্কার কাপড় তাহার গায়ে দিবে। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের মেয়েরা সচরাচর যাহা যাহা করিয়া থাকেন, তাহা মন্দ নয়। সন্তান প্রসবের পর অনেক স্থলে মাতা "বেহুঁশ" ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। কিয়ৎকাল পরে মাতার "হুঁশ" হইলে এবং উঠিলে ছেলেকে তাঁহার কোলে দেওয়া উচিত। তিনি কোলে লইয়া তাহাকে স্তনপান করাইবেন। ছেলেদের প্রথমে স্তনপান করান বিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে ভারি একটী কুসংস্কার আছে, সেটি এই যে, স্তনে প্রথমে যে দুধ্ আইসে, তাহা ভাল নয়, তাহা বিষাক্ত, সুতরাং তাহা গালিয়া ফেলিয়া দেন। কিন্তু এরূপ করা ভারি ভুল। তাঁহারা যাহা বিষাক্ত মনে করেন, বাস্তবিক তাহা নয়। ঐ প্রথম দুধ ছেলের ভারি উপকারী। দয়াময় পরমেশ্বর, যিনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার আগে, সে কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহার যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব, যে তিনি সন্তানকে কষ্ট দিবার জন্য প্রথম স্তন-দুগ্ধের সহিত বিষ মিশাইয়া রাখিয়াছেন? অধিকন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মায়ের স্তনে প্রথমে যে দুধ আসিয়া থাকে, তাহা সন্তানের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। উহা এক পক্ষে যেমন খুব পুষ্টিকর, অন্য পক্ষে আবার তেমনি রোগনাশক। ছেলের পেটে যদি কোনরূপ গোলমাল থাকে, তাহা ঐ প্রথম দুধে সারিয়া যায়। ঐ প্রথম দুধ কেবলমাত্র খাদ্য নয়, উহা একটি মহৌষধ। সুতরাং কুসংস্কার বশতঃ ঐ দুধ গালিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। পাশের একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, "আমরা আগে এ কথাটি জানতুম্ না, আপনার মুখে আজ্ শুনলুম্। আমরা আগে মনে কত্তুম্ ও দুধ্‌টা দেখ্‌তে পূঁযের মত, উহা খাওয়ালে ছেলের অসুখ হবে, তাই আমরা গেলে ফেলে দিতুম্। ও দুধ্ এমন উপকারী, আমরা আগে জান্‌লে কি ফেলে দি মা? সরোজিনী বলিলেন, যাহাহউক, আর কখনও ফেলি-বেন না। অনেক মেয়ের আবার স্তনে দুধ আসিতে দেরি হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্তনে দুধ না আসে, ততক্ষণ আমাদের দেশের মেয়েরা গাই দুধ ছেলেকে খাইতে দিয়া থাকেন। অনেক স্থলে দেখা যায়, যে তাঁহারা ছেলেকে যে দুধ খাইতে দেন তাহা অত্যন্ত ঘন। ছেলের পক্ষে এই ঘন দুধ হজম করা বড় সোজা কথা নয়। আপনারা দেখিয়াছেন স্তনের দুধ কত পাতলা, গাইয়ের দুধ কি সেই রকম পাতলা করিয়া ছেলেকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়? আমাদের দেশের অনেক মেয়ে তাহা করেন না। পরমেশ্বর ব্যবস্থা করিলেন ছেলের জন্য পাতলা দুধ, তাঁহারা ব্যবস্থা করিলেন ঘন, বলুন দেখি এ দোষ কার? ইহা কি কপালের

দেয়? যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্তনে দুধ না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক ভাগ গাই দুধে দুই ভাগ গরম জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া ছেলেকে খাইতে দেওয়া উচিত। স্তনপান করাইবার সময় একবার এ স্তন একবার ও স্তন, এইরূপ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া স্তনপান করান উচিত। অনেক মেয়েকে আবার এরূপ করিতে দেখিয়াছি, যে ছেলেকে একটি স্তনপান করাইতেছেন ত করাইতেছেন, ছেলে এদিকে স্তনপান করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। অধিকাংশ মেয়েকে অনেক সময় দেখিয়াছি, শুইয়া ছেলেকে স্তনপান করাইয়া থাকেন। শোয়াইয়া স্তনপান করাইলে যে কি সর্ব্বনাশ হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা তাহা বোঝেন না। ছেলেরা যে "দুধ তোলে" তাহার একটি কারণ ছেলেকে শোয়াইয়া দুধ খাওয়ান। শোওয়াইয়া খাওয়াইলে দুধ একবারে গিয়া তাহার পেটে পড়িতে পারে না, সুতরাং তাহা উর্দ্ধগামী হয়। যদি মাতা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজে বসিয়া এবং ছেলেকে কোলে বসাইয়া দুধ খাওয়ান, তাহা হইলে আর রাত দুপুরে "ডাইন ছাড়ান ওঝা" ডাকিতে হয় না। আর সারারাত ছেলেকে কোলে নিয়ে থাকৃতে হয় না। আর "গোষ্ঠী শুদ্ধ" সকলকে জাগাইয়া কাঁদিয়া হাট পাকাইতেও হয় না।

মহারাণী সীতাবিলাস। *

দেবজম্মনীর বিবাহের পরে, তাঁহার পিতা মহিশূরে আসিয়া বাস করেন। এখানে ৮০ অশীতি বৎসর বয়সে ও কন্যার পরিণয়ের দ্বাদশ বৎসর পরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার সন্তান অর্থাৎ মহারাণীর ভ্রাতা বাসবরাজ দত্তক পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই দত্তকপুত্র আবার নিঃসন্তান হওয়াতে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তক প্রপৌত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন; তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও সন্তান এক্ষণে মহিশূরে অবস্থিতি করিতেছেন।

'মৃত্যু নিকট' এইটি এক পক্ষকাল পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়া মহারাণী স্বীয় গুরুকে ডাকিয়া স্থানীয় প্রথানুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেন ও পুত্রকে ডাকিয়া উক্ত কার্য্য গুলি অক্ষুণ্ণ ভাবে সংরক্ষণ করিতে বলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পুত্র ও পুত্রবধূকে ডাকিয়া এই উপদেশ দেন যে, "শিশু সন্তানের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু অত্যন্ত অভিভূত হওয়া উচিত নহে; হওয়াতে কোনও ফল নাই। তোমাদিগের বিস্তৃত

* লেখকের অনুমতি ভিন্ন কেহ এই প্রবন্ধ কোনরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। বা, বো, স।

রাজ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবে; তোমাদিগের শাসনাধীন সহস্র সহস্র প্রজা তোমাদিগের সন্তানের মত। তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে; অবশিষ্ট যাহা কিছু দ্রষ্টব্য তৎসমস্ত সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবে।" "দেওয়ান জন্মের মত তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে তিনি বলিলেন "তাহার পূর্ব্বগত দেওয়ান রঙ্গচালু যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তিনি যেন সেইরূপ করেন।" এই সকল সদুপদেশ প্রদান করিয়া গত ২৬এ মার্চ্চ রবিবারে মহারাণী দেবজম্মনী নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। অতি সমারোহে প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় মহারাণীর মৃতদেহ শ্মশানাভিমুখে বাহিত হইতে থাকে। চারিদিকে আবালবৃদ্ধবনিতা ধনী নির্ধনী প্রজাপুঞ্জ শোকার্ত্ত হইয়া দণ্ডায়মান। মহারাজ কৃষ্ণজী উদয়ারের যেস্থানে সৎকার্য্য হয়, তাহার বামপার্শ্বে ইহঁার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। মুখাগ্নির পূর্ব্বে ও দাহের পর ধন ধান্য তণ্ডুলাদি প্রচুর পরিমাণে অকাতরে বিতরিত হয়। মৃত্যুর দিন ও তৎপরদিন ও শ্রাদ্ধের তিন দিন (৪ঠা,৫ই ও ৬ই এপ্রেল) সমস্ত আপীস বন্ধ রাখিবার জন্য মহিশূর গভর্ণমেণ্ট গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মহিশূর ও বাঙ্গালোর রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্গীয়া মহারাণীর বয়ঃক্রম জ্ঞাপক ৮৯টি তোপ ধ্বনি প্রতি মিনিটে হইতে থাকে। গত ৬ই এপ্রেল পর্য্যন্ত রাজ্যের মধ্যে সমস্ত পতাকা অর্দ্ধ মাস্তুল উত্তোলিত হইবার আদেশ বিঘোষিত হয়। "মহীশূর হেরল্ড" "ইণ্ডিয়ান্ স্পেক্টেটর" "ইভিনিং মেল" প্রভৃতি সংবাদ পত্রে খেদসূচক মৃত্যু বিবরণ প্রকাশিত হয়॥

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। আকাশকুসুম কাব্য—শ্রীনবীন চন্দ্র দাস এম, এ, প্রণীত। একটী যুবক ও বালিকা অকৃত্রিম প্রেমে বদ্ধ হইয়া একস্রোতে জীবন ভাসাইবার আশা করিয়াছিলেন, পিতা ধনলোভে বালিকাকে অন্যপাত্রসাৎ করিলেন, প্রণয়ীদের আশা "আকাশকুসুম" হইল, এই বিষয় লইয়া কাব্য রচিত। নবীন বাবুর এই বাল্যরচনায় তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে যে কয়েকটী ক্ষুদ্র কবিতা আছে তাহা অতি সুন্দর।

২। ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবি, প্রথম ভাগ—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তি প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। কবীর, নানক, তুলসীদাস ও তুকারাম এই চারিটী ভক্ত সাধকের জীবন ইহাতে বর্ণিত আছে। এতৎপাঠে ধর্ম্মানুরাগী নরনারীর উপকার হইবে। গ্রন্থকার অন্যান্য ভক্তের জীবনী প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা আমরা সুসিদ্ধ দেখিতে চাই।

৩। An Indian Woman's Impeachment, সুন্দর বাই এচ্ পাউয়ার

প্রণীত। অহিফেন সেবনে ভারতের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কয়েকখানি ছবি সহিত হৃদয়বিদারক ঘটনা সকলের বর্ণনা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের চক্ষু খোলা আবশ্যক।

৪। বিধবার আশা—মূল্য ১০ পয়সা। বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের উপকারিতা প্রদর্শনই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহা কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। বিধবাদিগের দুঃখের অবস্থা এবং তাহা মোচনের উপায় সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা আছে।

নূতন সংবাদ।

১। মজঃফরপুর ও পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেকস্থানে বিষম জলপ্লাবন হইয়াছে। ঢাকা জেলার স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

২। ইংলণ্ডেশ্বরী বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর তাঁহাকে নিরাময় করুন।

৩। বিক্টোরিয়া কলেজ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য সম্প্রতি একশ্রেণী খুলিয়াছেন, বেতন ।৯ টাকা। মেডাল ও ছাত্রবৃত্তি দ্বারা সুদক্ষ ছাত্রীদিগকে উৎসাহদান করা হইবে।

৪। বিবি টিলি ষ্টিভেন্‌সান্‌, ফ্রেঞ্চ সেলডম, অনীতা নিউকম ও কুমারী এলিস্‌ ফ্লেচার্‌ এই চারিটী রমণী আদিম জাতিদিগের সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ওয়াসিংটন এন্থ্রোপলাজিকাল্‌ সমাজের সভ্য বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন।

৫। খিলাতের খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মীর মামুদ খাঁ তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। বড় খাঁ সাহেবকে যাবজ্জীবন বন্দী থাকিতে হইবে।

৬। এলাহাবাদের পোষ্ট আফিসে অনেক স্ত্রীলোক কেরাণী হইয়াছেন। কলিকাতার বড় ডাকঘরেও এরূপ ব্যবস্থার কথা হইতেছে। সিংহলের ডাকবিভাগের কর্ত্তাসাহেব স্ত্রী কেরাণীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

৭। ব্রহ্মপুত্রে সেতু নির্ম্মাণের জন্য ময়মনসিংহের জমীদার বাবু যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

৮। ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গমহিলাদিগের প্রস্তুত যে সকল শিল্পজাত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের মহিলাগণ প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রিন্সেস ক্রিশ্চিয়ানা সে গুলি চিকাগোতে পাঠাইবার সাহায্য করিয়াছেন।

৯। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন উদরাময় রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১০। মেন নাম্নী এক বিএ উপাধিধারিণী মান্দ্রাজী রমণী এবৎসর গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পাইয়াছেন, ইনি বিলাতে গিয়া শিক্ষা করিবেন। বিজয়পুরের মহারাজা

ইঁহার সাহার্য্যার্থে বার্ষিক হাজার টাকা করিয়া দিবেন।

১১। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী হাইকোর্টের বিচারপতি কাশীনাথ ত্রিম্বক তিলাঙ গত ৩১এ আগষ্ট পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি যেমন নানা বিদ্যায় পারদর্শী, তেমনি বাগ্মী এবং তেমনি দেশহিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। ইঁহার বিয়োগে ভারতমাতা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

১২। বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের ক্রমশঃ উন্নতি দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাতে এখনও ১০।১২টী হিন্দু বিধবার স্থান হইতে পারে। প্রার্থিনীগণ বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সকল সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

১৩। একখানি বিখ্যাত ইংরাজী পত্রে বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান ইংরাজ মহিলাদিগের বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—বিবী বুথ পরলোকগতা। বিবী ব্রামওয়েল বুথ পতিতোদ্ধারে এরূপ ব্যস্ত, যে রাজনৈতিক চিন্তায় তাঁহার অবসর নাই। বিবী কসেট হোমরূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীর প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছেন। বিবী বেসান্টের যেরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, গুণ ও চরিত্র তাহাতে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যক্ষম, কিন্তু তিনি থিওজফীর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ডচেস এডিলান গ্রীক ভাষায় পারদর্শিনী, গুণবতী ও সুলেখিকা এবং স্বশ্রেণীর রমণীগণের মানসিক উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন দলের নেত্রী হইবার উপযুক্ত নন। লেডী হেনরী সমারসেট এই নেত্রীত্ব পদ লাভ করিয়াছেন।

বামা-রচনা।

বিজনে।

বিজন ভূধর মাঝে একেলা বসিয়া,
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিখানি ধ্যান করে থাকি;
আঁধারেতে আলোকের জ্যোতি প্রকাশিয়া,
হৃদয়ের থরে থরে ছবিখানি আঁকি।
শীতল বাতাস ওই যায় পরশিয়া,
প্রকাশিয়া তাঁর জ্যোতি হৃদয় মাঝারে;
প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে আরতি করিয়া,
স্থাপিব প্রেমের মূর্ত্তি নাশিয়ে আঁধারে।
তাঁহার আলোকে আমি পাইব আলোক,
হৃদয় মাঝারে আমি রাখিব তাঁহায়,
যা বলে বলুক ওই জগতের লোক,
একেলা যদিও আমি তবুও দোঁহায়।
রাখিব তাঁহারে আমি আপনার মনে;
যেমন কমল থাকে সলিল শয়নে।

শ্রীমতী হিরন্ময়কুমারী ঘোষ
রায়না, বর্দ্ধমান।

ফটো বিচার।

তুই আর আমি ভাই! ছবির ভিতর,
ভাই বো'ন দুই জনে,
বসে আছি এক মনে,
এঁকেছে সুখের চিত্র, কৃতী চিত্রকর!